দক্ষিন এশীয় নেতৃত্ব পুরস্কার পেলেন রওশন উদ্দিন
পৃষ্ঠা ১০

প্রথম আলো

Prothom Alo North America

27 July 2023, Thursday, 7th Year, Issue 332, 40 Pages

ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিচার শুরু হবে মে মাসে
পৃষ্ঠা ৩০

২৭ জুলাই ২০২৩, ১২ শ্রাবণ ১৪৩০, ৯ মহররম ১৪৪৫, বৃহস্পতিবার, বর্ষ ৭, সংখ্যা ৩৩২, পৃষ্ঠা: ৪০

বড় সংঘাতের দিকে এগোচ্ছে দেশ

রাজনীতি

দুই দলের এই অনড় অবস্থানে তৈরি হয়েছে বড় ধরনের সংঘাতের আশঙ্কা। পাশাপাশি নেতাকর্মীদের মুখোমুখি অবস্থানে ছড়িয়ে পড়ছে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা।

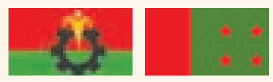

- বিএনপি এখন টানা কর্মসূচির মাধ্যমে মাঠের দখল শক্ত করতে চায়।
- আ.লীগও আগামী নির্বাচন পর্যন্ত টানা কর্মসূচির মাধ্যমে মাঠে থেকে এই সরকারের অধীনে নির্বাচন সম্পন্ন করতে চায়।

বিশেষ প্রতিনিধি

আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে প্রধান দুই রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ ও বিএনপির পাল্টাপাল্টি কর্মসূচি ঘিরে রাজনৈতিক অঙ্গনে ছড়িয়ে পড়েছে উত্তাপ। মাঠ দখলের লড়াইয়ে ছাড় দিচ্ছে না কেউ। ইতোমধ্যেই ত্রিমুখী সংঘর্ষে লক্ষ্মীপুরে একজনের মৃত্যুও হয়েছে। দুই দলের এই অনড় অবস্থানে তৈরি হয়েছে বড় ধরনের সংঘাত-সহিংসতার আশঙ্কা। পাশাপাশি নেতাকর্মীদের অসহিষ্ণুতা ও মুখোমুখি অবস্থানে ছড়িয়ে পড়ছে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা।

এদিকে দেশের বড় দুই দল যার যার এক দফা নিয়ে এখন পুরোপুরি মাঠে রয়েছে। এরই মধ্যে সংঘাত-সংঘর্ষ শুরু হয়ে গেছে। বিশ্লেষকরা বলছেন, যদি সংলাপের মাধ্যমে সমাধান না করে সবাই যদি রাজপথে ফয়সালা করতে চায়, তাহলে তার ফল হবে ভয়াবহ।

আর এমন উদ্বেগের মধ্যেই নতুন শঙ্কা তৈরি হয়েছে দুই দলের কর্মসূচি নিয়ে। ওই দিন ঢাকায় যুবলীগ এবং বিএনপি ও সমমনা দলগুলো সমাবেশ ডেকেছে। এক কিলোমিটারের কম দূরত্বে প্রায় একই সময় সমাবেশ ঢাকায় তৈরি হয়েছে সংঘাতের আশঙ্কা। এমন পাল্টা কর্মসূচি থেকে সরে আসতে দুই দলের

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ৪

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

আন্দোলন করুক, দেখি কত জোর: প্রধানমন্ত্রী

ঢাকা অফিস

বিএনপি দেশকে আবারও অস্থিতিশীল পরিস্থিতির দিকে ঠেলে দিতে চায় বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি বলেছেন, 'বিএনপি নির্বাচন চায় না বরং দেশে অস্বাভাবিক পরিস্থিতি তৈরির অপেক্ষায় রয়েছে। তাই সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে।'

বিএনপির আন্দোলন প্রসঙ্গে আওয়ামী লীগ সভাপতি বলেন, 'ক্ষমতায় থাকতে যত চোরা টাকা রেখেছে বাইরে, সেগুলো দিয়েই এখন আন্দোলন...আন্দোলন করে নাকি সরকার উৎখাত করবে। তো আমরাও ছেড়ে

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ৬

১৩ কূটনীতিককে তলব

এমন আচরণ আস্থার সংকট তৈরি করবে

ঢাকা অফিস

ঢাকা-১৭ আসনের উপনির্বাচনে ভোটের দিন স্বতন্ত্র প্রার্থী আশরাফুল হোসেন আলম ওরফে হিরো আলমের ওপর হামলার পর ঢাকায় ১২টি পশ্চিমা দেশ ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের বিবৃতি ভালোভাবে নেয়নি সরকার। গতকাল বুধবার ওইসব মিশনের রাষ্ট্রদূত ও প্রতিনিধিদের ডেকে অসন্তোষের কথা জানানো হয়েছে। বলা হয়েছে, তাঁদের বিবৃতি ছিল কূটনৈতিক শিষ্টাচার লঙ্ঘন। সরকারকে পাশ কাটিয়ে বস্তুনিষ্ঠতা, নিরপেক্ষতা ও পক্ষপাতহীনতা-বর্জিত এমন আচরণ দেশগুলোর সঙ্গে পারস্পরিক আস্থার সংকট তৈরি করবে।

রাজধানীতে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় ডাকা হয় ১২টি পশ্চিমা দেশ ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের মিশনপ্রধান ও প্রতিনিধিদের। সেখানে তাঁদের সরকারের অবস্থান জানান পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মো. শাহরিয়ার আলম। তিনি পরে ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে এ বিষয়ে সাংবাদিকদের অবহিত করেন।

যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, যুক্তরাজ্য, জার্মানি, ফ্রান্স, নেদারল্যান্ডস, স্পেন, নরওয়ে, সুইজারল্যান্ড ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূত এবং ডেনমার্ক, ইতালি, সুইডেনের প্রতিনিধিরা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। ঢাকা-১৭ আসনের বিজয়ী প্রার্থী মোহাম্মদ এ আরাফাতও অনুষ্ঠানের একটি অংশে উপস্থিত থেকে বক্তব্য দেন বলে প্রতিমন্ত্রী সাংবাদিকদের জানান।

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ৩

যুক্তরাষ্ট্রে এসাইলাম

আদালতের রায় বাইডেন প্রশাসনের বিপক্ষে

উত্তর আমেরিকা অফিস

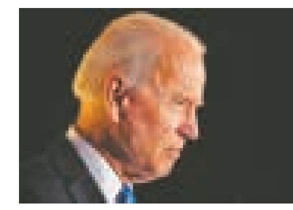

ইমিগ্রেশন নিয়ে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বিপাকেই আছেন। ক্যালিফোর্নিয়ার এক ফেডারেল বিচারক ২৫ জুলাই মঙ্গলবার দেয়া এক রায়ে বাইডেন প্রশাসনের সীমান্ত কড়াকড়ি আইনকে বাতিল ঘোষণা করেছেন। গত মে মাস থেকে চালু হওয়া বিধি অনুযায়ী এসাইলাম প্রার্থীকে তৃতীয় কোন দেশ হয়ে আমেরিকা প্রবেশ করার আগেই আবেদন করার বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়েছিল।

অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশু সহ কিছু ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ছাড়া সীমান্ত থেকে এমন এসাইলাম প্রার্থীদের ফিরিয়ে দেয়ার বিধি আরোপ করা হয়েছিল। ট্রাম্পের সময়ে চালু থাকা এ বিধিতে ফিরে যাওয়ার পর গত দুই মাস সীমান্ত দিয়ে আশ্রয়প্রার্থীর প্রবেশ অনেকটাই নিয়ন্ত্রিত হয়ে এসেছিল।

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ১

কাউন্সিল নির্বাচনে প্রার্থী আহেয়া খান

প্যাটারসন সিটি

উত্তর আমেরিকা অফিস

আহেয়া খান

আগামী ২০২৪ সালের মে মাসে অনুষ্ঠিতব্য নিউজার্সি প্যাটারসন সিটির ২ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিল নির্বাচনে প্রার্থিতা ঘোষণা করেন আহেয়া খান। বাংলাদেশী আমেরিকান নাগরিক আহেয়া খান প্রার্থিতা ঘোষণা করার বাংলাদেশী কমিউনিটিতে ব্যাপক আলোচনা হচ্ছে।

২১ জুলাই শুক্রবার স্থানীয় ফায়ারম্যান হলে নির্বাচনী মতবিনিময় সভায় নিউজার্সি প্যাটারসন সিটির ২ নং ওয়ার্ডের নাগরিক আহেয়া খান বলেন, আজকের এই মতবিনিময় সভা প্রমান

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ১

অ্যালায়েন্স অব সাউথ এশিয়ান আমেরিকান লেবারের হেলথ কেয়ার প্রফেশনালস চ্যাপ্টারের নতুন কমিটির অভিষেক অনুষ্ঠান। ছবি: সংগৃহীত

অ্যাসাল হেলথ কেয়ার প্রফেশনালস চ্যাপ্টারের অভিষেক

উত্তর আমেরিকা অফিস

অ্যালায়েন্স অব সাউথ এশিয়ান আমেরিকান লেবার-অ্যাসাল'র হেলথ কেয়ার প্রফেশনালস চ্যাপ্টারের নতুন কমিটির অভিষেক হয়েছে। নয়া কমিটির প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন ডা. রফিক আহমদ এবং জেনারেল সেক্রেটারী হয়েছেন ডা. মাহফুজ হোসেন। ২২ জুলাই শনিবার নিউইয়র্কে লং আইল্যান্ড সিটির দ্য নিউইয়র্ক স্কুল ফর মেডিক্যাল অ্যান্ড ডেন্টাল এসিস্টেন্টস হলে বর্ণাঢ্য এ অভিষেক অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে অ্যাসাল'র প্রতিষ্ঠাতা ও ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট মাফ মিসবাহ উদ্দীন অ্যাসাল হেলথ কেয়ার প্রফেশনালস চ্যাপ্টারের নতুন কমিটিকে শপথ বাক্য পাঠ করান। উদ্বোধনী বক্তব্যে ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট মাফ মিসবাহ উদ্দীন সকল লাইসেন্সহীন মেডিকেল ডিগ্রিধারীদের অ্যাসাল হেলথ কেয়ার প্রফেশনালস চ্যাপ্টারে যোগদানের আহ্বান জানিয়ে বলেন, আপনি গত ৫০ বছর ধরে চেষ্টা করেছেন, কিছুই হয় নি। আমাদের দুই

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ৪

বিএনপি'র মহাসমাবেশ

ঢাকায় ব্যাপক ধরপাকড়, চার শতাধিক গ্রেপ্তার

ঢাকা অফিস

বিএনপি'র মহাসমাবেশকে ঘিরে ঢাকায় ধরপাকড়ের শিকার হচ্ছেন দলটির নেতাকর্মীরা। হোটেল, বাসাবাড়ি থেকে শুরু করে সর্বত্রই অভিযান চালাচ্ছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। গভীর রাতের এসব অভিযানে বিএনপি ছাড়া দলটির অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীদেরও আটক-গ্রেপ্তার করা হচ্ছে। গতকাল দুপুরের আগের ২৪ ঘণ্টায় ঢাকা মহানগর পুলিশের দেয়া তথ্যমতেই ৪১১ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ডিএমপি'র বিভিন্ন থানা পুলিশ ও ডিবি'র অভিযানে ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তবে ডিএমপি'র দাবি ৪১১ জনকে গ্রেপ্তার করা হলেও এরমধ্যে বিএনপি'র নেতাকর্মী রয়েছেন ৩৬৬ জন। সূত্র জানিয়েছে গতকাল বিএনপি'র ৩৩২ জন নেতাকর্মীকে আদালতে হাজির করা হয়েছে। এর আগে

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ৩

একটি সেতু দুই পাশে বাঁশের সাঁকো। মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে একটি সেতু। সেই সেতুতে উঠতে-নামতে বাঁশের সাঁকো পার হতে হয়। এই অদ্ভুত পরিস্থিতি চলছে মুন্সীগঞ্জের গজারিয়া উপজেলায়। ছবি: সংগৃহীত

ALL COUNTY হোম কেয়ার
NYS LICENSED HOME CARE AGENCY
•CDPAP • PCA • HHA
• ঘন্টা প্রতি সর্বোচ্চ আয়ের নিশ্চয়তা
• সার্টিফিকেট এবং প্রশিক্ষনের প্রয়োজন নেই
• নতুন গ্রাহক এবং এজেন্সি ট্রান্সফার গ্রহন করছি
অন্য এজেন্সিতে চলমান কেইস ট্রান্সফার অথবা নতুন কেইস শুরু করার আগে আমাদের পরামর্শ আপনাকে এগিয়ে রাখবে
150-47 Hillside Ave (2FL) Jamaica, NY 11432
718 658 3867
Muhammad A Kader Bhuiyan (Shishir)
President & CEO

CHISHTI CPA PC
চিশতী একাউন্টিং অ্যান্ড ট্যাক্স সার্ভিসেস
Trusted Accounting and Tax Services.
Over 13 years of Accounting and Taxation Experience.
আমাদের অফিস জ্যাকসন হাইটসের প্রাণকেন্দ্রে
ইনকাম ট্যাক্সে আমাদের সেবাসমূহ
- ব্যক্তিগত ট্যাক্স রিটার্ন
- কর্পোরেট ট্যাক্স রিটার্ন
- স্মল বিজনেস ট্যাক্স রিটার্ন
- সেল্ফ-এম্পলয়েড ট্যাক্স রিটার্ন (উবার, লিফট, ক্যাব ড্রাইভারস)
- একাউন্টিং বুককিপিং, ইমিগ্রেশন ফরম পূরণ, বিজনেস গঠন
ইনকাম ট্যাক্স
- Individual Tax Return
- Corporate Tax Return
- Small Businesses Tax Return
- Self-employed (Uber/Lyft/Cab drivers)
একাউন্টিং ও বুককিপিং
- Payroll
- W2s, 1099s
- Financial Statements
- Sales Tax Quarterly and year end filings
Call/email/make appointment at www.chishtiaccounting.com T:917-832-7785 C: 347-515-3858 E: chishti@chishtiaccounting.com 73-19 Broadway, Jackson Heights NY11372
Mohammed K. Chishti, CPA, MBA

Queens Social Adult Day Care Center Inc

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইনক

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইনক একটি ডে-কেয়ার সার্ভিস সেন্টার। আমরা লিঙ্গ, জাতি অথবা ধর্ম বৈষম্যহীনভাবে সবধরণের গ্রাহক সেবা প্রদান করি। আমরা দুরারোগে অসুস্থ্য এবং প্রতিবন্ধী গ্রাহকদের, প্রবীণ ব্যক্তিদের নিরাপদ এবং উপযুক্ত ডে-কেয়ার সার্ভিস প্রদান করে থাকি। আমরা নিশ্চিত করি যেন গ্রহক মানসম্পন্ন সেবা আমাদের সেন্টার থেকে পেতে পারেন যাতে করে তাকে কোন নার্সিং হোমে যেতে না হয়। মেট্রোপলিটন এলাকায় আমাদের অভিজ্ঞ কর্মীরা সর্বাত্মক ডে-কেয়ার সেবা প্রদান করে থাকেন।

ব্যক্তিগত পরিচর্যা

আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য গ্রাহককে সাহায্য করা। আমরা গ্রাহকের ব্যক্তিগত চাহিদা সম্পর্কে পরিপূর্ণ পরিচর্যার পরিকল্পনা তৈরী করি। পরিচর্যা পরিকল্পনাসমূহ হচ্ছেঃ

- নাস্তা ও দুপুরের খাবার পরিবেশন (হালাল)
- ফিল্ডট্রিপস (পিকআপ এন্ড ড্রপস)
- ডায়াবেটিক প্রতিরোধক কার্যক্রম
- নিম্নলিখিত সেবাসমূহে আবেদনে সহায়তা (মেডিকেইড, মেডিকেয়ার, ফুড স্ট্যাম্প, এসএসআই, উইক, অক্ষমতা আয়, চাইল্ড সাপোর্ট, নগদ সহায়তা, ভাড়া, এইচইএপি)
- চুলকাটা ও প্রসাধনী সহায়তা
- ওজু ও নামাজের ব্যবস্থা
- টেলিভিশন, ইন্টারনেট ও কম্পিউটার
- ইংরেজী ও কম্পিউটার ক্লাস
- সংগীত চর্চা ও শোনার ব্যবস্থা

শিক্ষা কার্যক্রম

- কম্পিউটার ও প্রযুক্তি দক্ষতা প্রশিক্ষণ
- গ্রন্থাগার

শারিরীক স্বাস্থ্য কার্যক্রম

- ইয়োগা, তাইচি, ব্যায়াম ও জিমের ব্যবস্থা
- ফিজিক্যাল থেরাপী

মানসিক স্বাস্থ্য পরামর্শ

- রিলাক্সেশন স্কিল ট্রেনিং
- পরামর্শ এবং সহায়তা গ্রুপ
- মানসিক স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট

বিনোদনমূলক কার্যক্রম

- পিকনিক
- যাদুঘর ভ্রমণ
- সমুদ্র সৈকতে পার্টি
- নৌ-ভ্রমণ ও মৎস শিকার

আধ্যাত্মিক কার্যক্রম

- শান্ত সময়
- ধ্যান

অবসর কার্যক্রম

- কেরাম বোর্ড
- লুডু
- দাবা
- ধাঁধা
- অধ্যায়ন

We speak
Spanish, Urdu, Hindi & Arabic

আমরা ৭ দিনই খোলা
সকাল ৯টা থেকে রাত ৯টা

For details information please contact

ENGINEER MAHFUZUL HAQUE

MS in Telecom (Pace University, NY), US Coast Guard Licensed Captain

148-41 Hillside Ave, Jamaica, NY 11435

718-647-4444, 646-591-6782 | info@qsadcc.com | www.qsadcc.com

সাতকানিয়া সমিতি ইউএসএ ইনক
SATKANIA SAMITY USA INC.
বার্ষিক
বনভোজন
ও ঈদ পুনর্মিলনী
Annual Picnic
২০শে আগষ্ট ২০২৩ রবিবার
SUNDAY AUGUST 20, 2023
HECKSCHER STATE PARK
1 Heckscher State Parkway
East Islip, NY 11730
TAYLOR PAVILION, FIELD # 2
যাতায়াত ব্যবস্থাঃ নিজস্ব পরিবহন
বনভোজন শুভ উদ্বোধন করবেন
রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট
NURUL AZIM
516-451-3748
Eastern Investment
আকর্ষণীয় র‍্যাফেল ড্র, খেলাধুলা ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান
সংগীত পরিবেশন করবেন জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী
রাজীব
কৃষ্ণা তিথি
প্রিয় সাতকানিয়াবাসী,
অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানানো যাচ্ছে যে, ৩য় বারের মতো আমাদের সকলের প্রিয় সংগঠণ সাতকানিয়া সমিতি ইউএসএ ইনক এর আয়োজনে ২০শে আগষ্ট রবিবার ২০২৩ বার্ষিক বনভোজন ও ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে।
উক্ত বার্ষিক বনভোজন ও ঈদ পুনর্মিলনীতে আমেরিকায় অবস্থানরত সকল সাতকানিয়াবাসীকে অংশগ্রহণ করার জন্য সবিনয় অনুরোধ করা যাচ্ছে।
আমন্ত্রনেঃ
আহমদ নবী চৌধুরী
আহবায়ক
929-637-9046
আবদুস সালাম
প্রধান সমন্বয়কারী
201-993-1347
মোহাম্মদ সফিউল্লাহ
সদস্য সচিব
646-733-8464
যুগ্ম আহবায়ক
ডাঃ নুর মোহাম্মদ
212-365-4567
খোরশেদ আলম
917-873-3601
যুগ্ম সমন্বয়কারী
সাহাব উদ্দীন চৌধুরী
646-491-1570
মোহাম্মদ মুসা
929-272-8925
যুগ্ম সদস্য সচিব
মোঃ সামসুদ্দোহা (সোহেল)
718-219-9363
মোঃ রবি
917-496-9566
করিম রেজা
উপদেষ্টা
917-400-4789
আলহাজ্ব মোঃ এ জাফর
উপদেষ্টা
929-400-4626
নাসের চৌধুরী
উপদেষ্টা
917-251-3946
শাহিদা সিকদার হাই
উপদেষ্টা
646-327-2005
যোগাযোগ
জ্যামাইকা
মোঃ নুর হোসাইন
631-535-3954
কনিকা ধর মুনমুন
718-737-2605
ব্রুঙ্কস
মোঃ ইরফান নিশাত
347-774-6700
ম্যানহাটন
মোঃ জুবায়ের
347-774-6664
জ্যাকসন হাইটস
বাহারুল ইসলাম এজাজ
646-821-3882
লং আইল্যান্ড
রফিক উদ্দিন
929-537-7494
বাফেলো
হাসান মুরাদ
646-576-8015
সাজ্জাদ হোসেন সাব্বির
347-605-5347
এস্টোরিয়া
মোঃ আবদুল আউয়াল
347-832-6582
নিউজার্সি
মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম
201-234-2244
আটলান্টিক সিটি
মোঃ এ রহিম
609-233-2846
ওজন পার্ক
মোঃ নুরুজ্জামান
929-310-1305
মোঃ জাহাঙ্গীর
347-863-2025
কানেকটিকাট
জিনাত আলম সুমি, 917-400-3170
জোবায়ের আরিফ, 203-760-0253
শওকত, 203-760-0420
রফিকুল আনোয়ার, 203-344-8329
ব্রুকলিন
মোঃ ইকবাল হোসেন
929-572-1522
মোঃ লোকমান
917-708-4291
পেনসেলভেনিয়া
প্রফেসর কালা মিঞা
717-668-1584
জসিম উদ্দিন
267-774-3208
ধন্যবাদান্তে
আবুল কাসেম
সভাপতি
646-413-2229
আমিন উল্লাহ
সাধারণ সম্পাদক
347-394-9052
প্রচারেঃ জহির কায়ছার, ৯২৯-৩৬৫-৪২২৮, প্রচার সম্পাদক কর্তৃক প্রচারিত

LOVE TO CARE HOME CARE INC
LOVE TO CARE HOME CARE INC
[কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিসের আরেকটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান]
সততা এবং বিশ্বস্ততাই আমাদের বৈশিষ্ট্য
WE CARE YOUR FAMILY LIKE OURS
NYS Department of Health CDPAP
মেডিকেইড অনুমোদিত
CDPAP -এর আওতায় আপনার পছন্দসই প্রিয়জনকে
সর্বোচ্চ স্বাস্থ্যসেবা
প্রদানের মাধ্যমে
অর্থ উপার্জন করুন
Mohammed Hasem, MBA
President and CEO
347-621-6640
Fax: 347-338-6799
hasem@lovetocarehhc.com
info@lovetocarehhc.com
Main Office
167-18 Hillside Avenue, 2nd Fl
Jamaica, NY, 11432
Jackson Heights Branch
37-20 74th Street, 2nd Fl
Jackson Heights, NY, 11372
Buffalo Branch
1114 Walden Avenue
Buffalo, NY, 14211
www.lovetocarehc.com

বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

নারায়ে তাকবীর
আল্লাহু আকবার

নারায়ে রিসালাত
ইয়া রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ)

সম্পূর্ণ ফ্রি

ম্যারেইজ মিডিয়া

আমরা অত্যন্ত আনন্দের সাথে ঘোষনা করিতেছি কোভিড-১৯ এর কারনে বন্ধ হয়ে যাওয়া ম্যারেজ মিডিয়া মহান আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামিনের অশেষ রহমতে পুনরায় কার্যক্রম আরম্ভ করেছি। আমেরিকা সহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিবাহ যোগ্য বাংলাদেশী সহ অন্যান্য মুসলিম বিশ্বের বহু পাত্র পাত্রী রয়েছে। তাহাদের অভিবাবক সহ তাহাদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করার জন্য ম্যারেজ মিডিয়া বিনা টাকায় কাজ করার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

আগ্রহী ব্যাক্তিবর্গ যোগাযোগ করুন।

আমেরিকায় মদিনা'র আলো ও লাইট অব দ্য আর্থ ইউএসএ

36-23 31st Street, Astoria, NY 11106
যোগাযোগ: ৭১৮-৯৩০-৬৫৫০
ইমেইল: marrigemedia62@gmail.com, lightoftheearth@gmail.com

!! জব জবহেল্প জব !!

JOB HELP & APPLICATION PROCESSING SERVICES

সরকারি জব	বেসরকারি জব	এপ্লিকেশন প্রসেসিং
১. পোস্টাল জব	১.কাস্টমার সার্ভিস	১.নিউ পাসপোর্ট/নবায়ন
২. সিটি জব	২.অফিস অ্যাডমিন	২. ডুয়েল সিটিজেনশিপ
৩.সিভিল সার্ভিস জব	৩.ম্যানুফ্যাকচারিং জব	৩.পাসপোর্ট কারেকশন
৪.ইউ, এস, এ জব	৪. ডেলিভারি জব	৪. ফুড স্টাম্প
৫.এম, টি , এ জব	৫. রেস্টুরেন্ট জব	৫.NYC হাউজিং /এফোর্ডএবল
৬. আই .টি ইঞ্জিনিয়ার	৬. ট্রান্সপোর্টেশন জব	৬. মেইক রেজুমি /কভার লেটার

ট্রেনিং প্রোগ্রাম :
১: পোস্টাল জব (USPS)----------(শনিবার-বৃহস্পতিবার)------------(সঃ১০টা --বিঃ ৬টা)
২: ট্রাফিক এন.এজেন্ট ----------------------------রবিবার -------------(বিঃ ২টা --বিঃ ৪টা)
৩: স্কুল সেফটি এজেন্ট ----------------------------মঙ্গলবার -------------(দু ১২টা --বিঃ ২টা)
৪: বেসিক কম্পিউটার ---------------------------শনিবার----------------(বিঃ৩ টা ---বিঃ ৫টা
৬: ট্যুরস এন্ড ট্রাভেলস --(আমিশভিলেজ/W .DC /PA/নিউ ইয়র্ক এর ২০ টি স্থানে ১ দিনের ভ্রমণ)

POSTAL JOB : (করণীয়):

Job Help –Mob: 917-500-3937 Off: PH/FAX: 917-300-6160
148-45, Hillside Ave(2nd FL), Suite 203(A), Jamaica, NY 11435 By 'F' Train or BusQQ40,Q43,Q44,Q20A,Q20B to Sutphin Blvd.

জ্যামাইকার সাটফিন বুলেভার্ডে এই প্রথম বাংলাদেশি ডাক্তার

আমরা ইমিগ্রেশনের জন্য মেডিকেল করি

মোহাম্মদ এ. ওয়াহিদ, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

আমাদের সেবাসমূহ

- যত্নসহকারে পূর্ণাঙ্গ স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া হয়
- প্রাইমারি কেয়ার/ইন্টারনাল মেডিসিন
- রক্ত, প্রস্রাব, ইকেজি, সনোগ্রাম, এলার্জি পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
- হজ ও ওমরাহ যাত্রীদের জন্য ফ্লু/ভ্যাকসিন
- জব, স্কুল, টিএলসি সম্পর্কিত শারীরিক পরীক্ষা (ফিজিক্যাল এক্সাম)
- হেলথ ইনসুযরেন্স ছাড়া রোগীদের বিশেষভাবে চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে
- ফ্রি ব্লাড প্রেসার ও ডায়াবেটিস পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
- স্কুল ফর্ম পূরণ, WIC ফর্ম, PAP Smear পরীক্ষা, ড্রাগ টেস্ট করা হয়
- স্কুল–কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
- অন্য সব ধরনের চিকিৎসা অত্যন্ত যত্নসহকারে করা হয় এবং পরার্মশ দেওয়া হয়।
- আমরা প্রায় সব ধরনের ইনসুরেন্স গ্রহণ করে থাকি।
আমাদের অফিস প্রায় ৭ দিনই খোলা।

আপনি জানেন কি?

- বাংলাদেশি ও ভারতীয় অভিবাসীদের হৃদরোগের আশঙ্কা অন্যান্য আমেরিকানদের চেয়ে বেশি।
- আপনার কোলেস্টেরল, ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখ, থাইরয়েড, এ্যাজমা (হাঁপানি), বাতের ব্যথা, চর্মরোগ, এলার্জি, যৌন রোগসহ যাবতীয় মেডিকেল সমস্যার জন্য পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করিয়ে নিন।
- নিয়মিত শারীরিক পরীক্ষা ও বয়স অনুযায়ী নির্ধারিত SCREEN করিয়ে ভবিষ্যৎ রোগের আশঙ্কা সম্পর্কে জেনে নিন।

রুবিনা আক্তার, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

WAHID MEDICAL PLLC
147-28, Hillside Avenue, Jamaica, NY-11435
Tel: 718-487-3671, Fax: 718-487-3715

Gehi & Associates
ATTORNEYS AT LAW
www.gehilaw.com

Grand Opening
আমরা এখন Jackson Height

ফ্রি কনসালটেশন

74-09 37th Ave, Suite 205, Jackson Heights, NY 11372	TEL: 718-263-5999
104-05 Liberty Ave, Ozone Park, NY-11417	TEL: 718-577-0711
173-29, Jamaica Ave, Jamaica, NY-11432	TEL 718-764-6911

*ইমিগ্রেশন *ব্যাংক্র্যাপসি *ক্রেডিট কার্ড ডেটার *ডিভোর্স *সিটিজেনশিপ *চাইল্ড কাস্টডি
*চাইল্ড সাপোর্ট অর্ডার অব প্রোটেকশন *সব ধরনের ভিসা ও ফিয়ানসি ভিসা প্রসেসিং

- Do you want apply for a green card?
- Are you having credit card problems?
- Has your bank account been sealed?
- Are you being deported?
- Are you unable to pay your debts?
- Are you getting harrassed by creditors?

আমরা বাংলায় কথা বলি

WE ARE OPEN 7 DAYS a week

IF YOU ANSWERED YES, WE CAN HELP YOU TO RESOLVE YOUR DEBT, IMMIGRATION, BANKRUPTCY AND CREDIT CARD MATTERS.

ON MANY OCCASIONS, OUR CLIENTS DEBTS WERE CLEARED WITHOUT PAYING ANYTING TO THEIR CREDITORS, PRIOR RESULTS DO NOT GUARANRTEE FUTURE OUTVCOME

CALL: 718-263-5999

*তুলনামূলকভাবে কম ফি *সন্ধ্যা এবং সাপ্তাহান্তে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

সুরাইয়া রহমান

বৃহস্পতিবার, ২৭ জুলাই ২০২৩

প্রথম আলো
Prothom Alo North America

সম্পাদকীয়

অকুতোভয় তাজউদ্দীন আহমদ- দুঃখিত আমরা ভুলে গেছি!

২৩ জুলাই স্বাধীনতা সংগ্রামের অবিস্মরণীয় নেতা, স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী ও জাতীয় নেতা তাজউদ্দীন আহমদের ৯৮ তম জন্মদিন। ১৯২৫ সালের এই দিনে (২৩ জুলাই) গাজীপুরের কাপাসিয়ার দরদরিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন তিনি।বাংলাদেশের ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ এই রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ছিলেন ছিলেন একাধারে দূরদর্শী নেতা এবং দক্ষ প্রশাসক। মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিজের দায়িত্ব যেমন অত্যন্ত সুচারুভাবে পালন করেছিলেন তিনি। তেমনি তার নেতৃত্বগুণেরও ছিল মোহনীয় ও জাদুকরী শক্তি। তার আদর্শের প্রভাব মুহূর্তেই বশ করে নিত দলীয় কর্মী, মুক্তিযোদ্ধা থেকে সাধারণ মানুষকে। আজীবন আদর্শের প্রতি এমন অটল থাকার উদাহরণ অতি বিরল। দেশের জনগণ আর জনগণের ভালোবাসাই ছিল তার মূল শক্তি। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন এক ক্যাম্পে গিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের উদ্দেশ্যে তাজউদ্দীন আহমদ বলেছিলেন, 'মুছে যাক আমার নাম, তবু থাকুক বাংলাদেশ।'তাজউদ্দীন আহমদ ছাত্রজীবন থেকেই রাজনীতিতে যুক্ত ছিলেন। তিনি ১৯৬৪ সালে আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক এবং ১৯৬৬ সালে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। আওয়ামী লীগের সভাপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দীন আহমদের নেতৃত্বেই আওয়ামী লীগ দেশের জনগণকে মুক্তিযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করে।আজীবন সংগ্রামী রাজনীতিবিদ ছিলেন তাজউদ্দীন আহমদ। ছিলেন মহান মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম মহানায়ক। ছাত্রজীবন থেকেই রাজনীতি করতেন তিনি। ১৯৪৩ সালে মুসলিম লীগের রাজনীতিতে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত হওয়ার পরের বছরই ১৯৪৪ সালে তিনি বঙ্গীয় মুসলিম লীগের কাউন্সিলের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৪৮ সালের ৪ জানুয়ারি গঠিত পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের (বর্তমানে বাংলাদেশ ছাত্রলীগ) অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন তাজউদ্দিন।

পূর্ব-পাকিস্তান যুবলীগের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য এবং ১৯৫১ থেকে ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত এ সংগঠনের নির্বাহী পরিষদের সদস্য ছিলেন তিনি। ১৯৫৩ থেকে ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত তিনি ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগের সংস্কৃতি ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক ছিলেন। পরে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। তিন মেয়াদে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন তিনি।১৯৬৪ সালে তিনি আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক ও ১৯৬৬ সালে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৭০ সালে তৃতীয়বারের মতো আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচিত হন তিনি। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে ভারতে যান এবং প্রবাসী সরকার গঠনের চিন্তা করেন তাজউদ্দীন। ৪ এপ্রিল দিল্লিতে ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে তাজউদ্দীনের আনুষ্ঠানিক আলোচনা হয়। ১০ এপ্রিল তিনি আগরতলায় সরকার গঠন করার উদ্যোগ নেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অনুপস্থিতিতে মুক্তিযুদ্ধকে সফল সমাপ্তির দিকে নিয়ে যেতে তার অসামান্য অবদান ছিল।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু খুন হওয়ার পর তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। পরে ৩ নভেম্বর ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে জাতীয় আরও তিন নেতা আবুল হাসনাত মোহাম্মদ (এএইচএম) কামরুজ্জামান, এম মনসুর আলী ও সৈয়দ নজরুল ইসলামের সঙ্গে তাজউদ্দীনকে হত্যা করা হয়।বঙ্গবন্ধু যখন কারাগারে তখন যুদ্ধের পুরো সময়টাতেই তাজউদ্দীন আহমদ নেতৃত্ব দিয়েছেন। তাজউদ্দীন আহমদের পরিকল্পনা, বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণ নেতৃত্বেই মাত্র নয় মাসেই বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। যুদ্ধ পরবর্তীকালীন যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশকে পুনর্গঠনেও বঙ্গতাজ অনন্য সব কর্মপরিকল্পনার কথা বলেছিলেন। তাজউদ্দীনের সততা এতটাই আকাশছোঁয়া ছিল যে, দেশ স্বাধীনের পর কারামুক্ত হয়ে বঙ্গবন্ধু যখন দেশে ফিরে আসলেন তখন সঙ্গে সঙ্গেই বঙ্গতাজ যুদ্ধ পরিচালনায় যত আয়-ব্যয় হয়েছে, এবং বাকি থাকা কানাকড়িটা পর্যন্তও বঙ্গবন্ধুর হাতে তুলে দিলেন। তিনি চাইলে সেটা নাও করতে পারতেন।

এমন সততা, নিষ্ঠা ও দেশপ্রেম বর্তমানে কয়জন রাজনীতিবিদ লালন করেন? অথচ আমরা দেখি, বর্তমানে রাজনীতিবিদরা সততা, নিষ্ঠা ও দেশপ্রেম বিসর্জন দিয়ে কি পরিমাণ দুর্নীতিগ্রস্ত আর অনিয়মে জর্জরিত। রাজনীতিবিদদের অভিধানে এখন এসব শব্দ পাওয়া যায় না। বর্তমানে রাজনীতিদদের অবস্থা দেখলেই মনে হয়, রাজনীতি মানেই ব্যবসা বা অনিময়-দুনীর্তির আখড়া। বঙ্গবন্ধু, তাজউদ্দীনরা কেমন রাজনীতিবিদ ছিলেন আর বর্তমান রাজনীতিবিদদের চরিত্র কেমন—কোনভাবেই যেন কোন কিছুতে উত্তর মেলে না!

২৫ মার্চ রাতের অন্ধকারে ঘুমন্ত জাতীর উপর হামলা করেছিল পাক হানাদার বাহিনী। বাঙ্গালীর স্বাধীনতার মুল নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গ্রেফতার হলেন। এমন কঠিন সময়ে জাতীয় নেতাদের স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার গঠনের কোন পূর্বপরিকল্পনা ছিল না। এ নিয়ে বঙ্গবন্ধুর কোন পূর্ব নির্দেশনা ছাড়াই জাতীয় নেতারা মুজিব নগর সরকার গঠন করতে পেরেছিলেন। তাজউদ্দীন আহমদের মতো নেতা না থাকলে কী হতো, তা আজকের বাস্তবতায় দাঁড়িয়ে অনুমানই করা যেতে পারে।

কোন দেশের স্বীকৃতি নেই। যুদ্ধের কোন প্রস্তুতি নেই। নিরস্ত্র জাতিকে নিয়ে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার এমন সিদ্ধান্ত নিতে তাজউদ্দীন আহমদরা বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছেন। ঘাপটি মেরে বসে থাকা একটি চক্র মুক্তিযদ্ধ চলাকালীন সময়েও আপোষ করতে চেয়েছে। এমন আপোষে বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্বপ্ন সেদিন থমকে যেতে পারতো। এমনকি বিজয়ের পরেও সমস্ত ষড়যন্ত্র তাজউদ্দীন মোকাবেলা করেছেন একজন দক্ষ দেশ নায়কের মতো।

যতদিন বাংলাদেশ টিকে থাকবে ততদিন তাজউদ্দীন ইতিহাসের আলোকবর্তিকা হয়ে থাকবেন। অথচ বঙ্গতাজ যেভাবে সমাদৃত হওয়ার দাবি রাখেন এখানে এখন তাঁকে সেভাবে তুলে ধরা হয় না, প্রকাশ করা হয় না। এমনকি তার জন্মদিবস ও মৃত্যুদিবসটুকুও ওভাবে পালিত হয় না। প্রজন্ম জানে না জাতীয় এ বীরের বীরত্বগাঁথা। কেন ইতিহাস নিয়ে এমন বিধ্বংসী খেলা, কেন এমন গোলকধাঁধা! কে দিবে বা নিবে সে দায়? তবে ইতিহাসই একসময় অনিবার্যভাবে খুলে দেয় তার বন্ধদরজা। আর ইতিহাস কাউকে কখনও ক্ষমা করে না, অতীতেও করেনি আর ভবিষ্যতেও না।

জলবায়ু: একটি বিশ্ব আতংক

অধ্যাপক আব্দুল কাইউম

জল ও বায়ু দুটোই প্রানের উৎস ও স্থিতির প্রয়োজনীয় মৌলিক উপাদান। দুটোর যেকোনো একটির অভাবে প্রাণ বিকল হয়ে পড়ে মানে অবধারিত মৃত্যুর সম্মুখীন হতে হয় প্রাণীকে। কেবল যে মানব প্রাণী তা-ই নয়, পশুপক্ষী, গাছপালা, জলচর, স্থলচর প্রাণীও এসব মৌলিক উপাদান সংগ্রহ করে প্রকৃতি থেকে। কোন প্রাণী নিঃসরণ করে কার্বন ডাইঅক্সাইড (CO_2) আবার অন্য প্রাণী তা হজম করে। আর পানিতে (H_2O) যেসব রাসায়নিক পদার্থ অর্থাৎ হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন সেই দুটোই প্রাণীবর্গের বেঁচে থাকার সর্ব প্রধান অবলম্বন। তাই এই ভূমণ্ডলে জল ও বায়ুতে কোন ধরনের দূষণ মানেই প্রাণীকুলে আতংক সৃষ্টি করে।

জলবায়ু শব্দের সন্ধি অতি সহজ, জল ও বায়ুর সম্মীলন। সন্ধি যতই সহজ হোক না কেন এই যুগ্ম শব্দের প্রতিক্রিয়া ও প্রভাব কিন্তু প্রকট। এর প্রভাবে প্রকৃতি (NATURE) পর্যন্ত পর্যুদস্ত। জলবায়ুর পরিবর্তনে বিশ্বব্যাপী প্রায়শঃ খরা, বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, শৈত্য প্রবাহ কিংবা অধিক উষ্ণতা সবই ঘটে যাচ্ছে প্রকৃতিতে। আর সেসবের সাক্ষী হচ্ছে বিশ্ব প্রাণীকুল। প্রাণীকুল এই অসম প্রকৃতির কাছে অসহায়। সময়ের চক্রে আমরা মানব সমাজ হন্যে হয়ে এর প্রভাব থেকে পরিত্রান খুঁজে চলেছি। হয়তো কোন এক শুভলগ্নে উদ্ভাবিত হবে স্বর্গীয় কোন পন্থা যাতে মানব সমাজে আসবে স্বস্তি, আতংক কেটে যাবে।

জলবায়ুর পরিবর্তন নিয়ে মাথা ঘামানো শুরু হয়েছে বেশ আগে থেকেই। ১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধ থেমে যাওয়া মানে সামরিক অস্ত্রের ঝনঝনানি স্থিমিত হলেও অন্য যে প্রতিযোগিতায় মেতে উঠেছিল সারা বিশ্ব, সেটি স্পষ্টতঃ ছিল অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা। কে কতো বেশী অর্থের মালিক হতে পারবে স্বল্পতম সময়ে, সে প্রতিযোগিতাই পরিনামে শিল্প-কল-কারখানা প্রতিষ্ঠা করতে মনোনিবেশ করেছিল অতি উৎসাহী জাতিগোষ্ঠিকে। আমেরিকা, ইউরোপ ও পরবর্তীতে এশিয়ার দু'এক জাতিকেও। অস্ট্রেলিয়া যেহেতু ইউরোপীয় প্রভাবে প্রভাবান্বিত সুতরাং তাদেরকে ইউরোপ থেকে আলাদা করে দেখার সুযোগ নেই।

যেহেতু শিল্পের সমৃদ্ধি ঘটাতে কল কারখানায় ব্যবহৃত হয় অতিরিক্ত শক্তি (ENERGY)। সেই শক্তি আসে আগুনের খনি সৃষ্টি করে যা কিনা মানুষের মগজ আর হাত পা ব্যবহার করে হয় না। তা সৃষ্টি করতে হয় প্রকৃতি প্রদত্ত লুক্কায়িত খনিজ পদার্থ দিয়ে। কাঠ খড় পুড়িয়ে যে পরিমান জালানি শক্তি উৎপন্ন হয় তা দিয়ে ভারি শিল্প কল কারখানা চালান সম্ভব নয় বিধায় ভূগর্ভস্ত কয়লা, জীবাশ্ম জ্বালানী ইত্যাদির ব্যবহার শুরু হয়। এতো বেশী পরিমান ব্যবহৃত হতে থাকে যে অর্ধ শতকে (HALF A CENTURY) সেই জ্বালানির তেজস্ক্রিয়া বিশ্বের পুরো বায়ু মন্ডল এমনকি বিশালাকার সমুদ্র, নদ-নদী, খালবিলও তা থেকে রেহাই পায়নি। এর ফলে জল ও বায়ু দুষিত হয়ে কতো লক্ষাধিক প্রাণীর জীবন সমূলে উৎপাটিত হয়ে গেছে, সে হিসাব কেউ রাখেনি। এখন যখন সভ্য মানুষের জীবনের দ্বারপ্রান্তে এসে সেই ভয়াবহ পরিণাম কড়া নাড়ছে, সবাই আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। চারিদিকে রব উঠেছে, বাঁচাও, বাঁচাও; ধরাকে প্রেমের বাঁধনে বাঁধ।

বায়ু দূষণের কারণে বর্তমান পৃথিবীতে উষ্ণতা বেড়ে গেছে দুই ডিগ্রীর (20) উপরে। যতো সময় অতিক্রান্ত হচ্ছে, উন্নত সব রাষ্ট্র সমুহের শিল্প-কল-কারখানা থেকে নির্গত কার্বন কুণ্ডলী উষ্ণতাকে আরও বাড়িয়ে দিচ্ছে। আজ থেকে ৪৩ বছর পূর্বে ১৯৭৯ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারী ব্রাজিলের রিও ডি জেনিরোতে যে জলবায়ু সম্মেলন (EARTH SUMMIT) অনুষ্ঠিত হয়, তা থেকে এই সংকটের আলোচনা ঘনীভূত হয়। বিশ্বের সাধারন জনগোষ্ঠীও এই ব্যাপারে অবহিত হয়।

মনে পড়ে ১৯৯২ সালে ওই একই ভ্যেনুতে যখন পুনরায় জলবায়ু সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় তখন ভারতের প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন MEF মিনিস্টার কমল নাথ। সেই বিশেষ সম্মেলনে পশ্চিমা শিল্পন্নোত রাষ্ট্রগুলো যখন কম শিল্পন্নোত দেশগুলোর উপর জলবায়ু পরিশোধনের ব্যয়ভার চাপিয়ে দেয়, তখন ভারতের প্রতিনিধিত্বকারী নেতা অনলবর্ষী বক্তা কমল নাথ অনেকটা গালি দেবার

বায়ু দূষণের কারণে বর্তমান পৃথিবীতে উষ্ণতা বেড়ে গেছে দুই ডিগ্রীর (20) উপরে। যতো সময় অতিক্রান্ত হচ্ছে, উন্নত সব রাষ্ট্র সমুহের শিল্প-কল-কারখানা থেকে নির্গত কার্বন কুণ্ডলী উষ্ণতাকে আরও বাড়িয়ে দিচ্ছে। আজ থেকে ৪৩ বছর পূর্বে ১৯৭৯ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারী ব্রাজিলের রিও ডি জেনিরোতে যে জলবায়ু সম্মেলন (EARTH SUMMIT) অনুষ্ঠিত হয়, তা থেকে এই সংকটের আলোচনা ঘনীভূত হয়।

ভাষায়ই উচ্চকণ্ঠে বলতে থাকেন – তোমরা পশ্চিমা বিশ্বের দেশসমুহ যেখানে ৯০% দূষণের জন্যে দায়ী, তোমাদের শিল্প-কল-কারখানা থেকেই যদি জলবায়ু দূষণের উপাদান কার্বন ডাই অক্সাইড বেশী নির্গত হয়ে থাকে, তবে আমরা যারা নাম মাত্র কল কারখানা চালিয়ে নিজস্ব প্রয়োজনীয় পন্যের চাহিদা পূণন করি, তাদের ঘাড়ে চাঁদার বোঝা চাপানো মোটেই সঙ্গত নয়। যারা ভারি শিল্প উৎপাদন করে এবং তা বিক্রি করে ধনী থেকে ধনীতর হচ্ছে, তারা বরং এই দূষণের হাত থেকে এই পৃথিবীকে রক্ষা করুক। কমল নাথের সেই বক্তব্য কান ভরে শুনছিলেন সারা বিশ্বের নেতৃবৃন্দ, প্রতিবাদ করেননি কেউ, কারণ কমল নাথের তথ্য ও যুক্তি ছিল সঠিক।

জলবায়ু সম্মেলনের সর্বশেষ আয়োজন হয়েছিলো প্যারিসে ২০১৫ সালে। প্রতি দশ বছরের মাথায় এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। পরবর্তী ভেন্যু এখনো নির্ধারিত হয়নি। খুব সম্ভবতঃ ঘুরে ফিরে ব্রাজিলেই হবে। কিন্তু ইতিমধ্যে জলবায়ু নিয়ে অনেক জল গড়িয়েছে পৃথিবী জুড়ে। উত্তর আমেরিকায় সরকার বদল হয় প্রতি চার কিংবা আট বছরে। একেক সরকারের একেক নীতি। বর্তমান বাইডেন সরকার যদিও জলবায়ু সম্মেলনে যোগদানে আগ্রহী এবং কার্বন পরিশোধনের চাঁদা দিতেও প্রস্তুত, অথচ পূর্ববর্তী ট্রাম্প সরকার জলবায়ু খাতে চাঁদা দিতে অসম্মতি জানিয়ে তাতে চাঁদা দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছিলো।

ভারত বর্তমানে একটি শিল্প উন্নত দেশ। তারা এখন কল কারখানায় পন্য উৎপাদনে যে পরিমান কার্বন নিঃসরন করে তা অন্যদের চোখে ধরা পড়ার মতো। কেবল ২০১৯ সালেই ৭৬.৯ মিলিয়ন টন কার্বন ডাইঅক্সাইড উৎপন্ন করেছে। বিগত চল্লিশ বছরে ভারতে যে সব ভারি শিল্প কল কারখানা গড়ে উঠেছে তাতে জ্বালানির প্রয়োজনে আরও বহুকাল খনিজ কয়লার ব্যবহার করতেই হবে। FOREIGN AFFAIRS ম্যাগাজিনে UN COUNCIL ON ENERGY, ENVIRONMENT & WATER DEVELOPMENT POLICY-র CEO অরুণাভ ঘোষ ভারতের NET-ZERO EMISSION প্রকল্পের যে ফিরিস্তি দিয়েছেন, তাতে উল্লেখ করেছেন যে ২০৫০ সাল অর্থাৎ দু বছর কম অর্ধ শতকের (HALF A CENTURY) মধ্যে ভারত গ্রীন এনার্জি নির্ভর দেশ হিসাবে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করবে। (এতদিনে কয়শ' মিলিয়ন ভারত বাসিকে প্রাণ বলি দিতে হবে, কেবল ঈশ্বরই জানেন!!) ভারত এখন যেখানে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম কার্বন নিঃসরণকারী দেশ, কিন্তু তাদের গৃহীত বিভিন্ন গ্রীন এনার্জি প্রকল্প যেমন সৌর বিদ্যুৎ ,বাতাশ চালিত টারবাইন, জল বিদ্যুৎ ইত্যাদি সুত্র থেকে এনার্জি সংগ্রহ করে ২০৫০ সালের মধ্যে তারা NET_ZERO EMISSION-এ পৌঁছে যাবে। তাদের অন্য হিসেবে ২০১৫ থেকে ২০৩০ সালের মধ্যে তারা 1.25 বিলিয়ন টন কার্বন ডাইঅক্সাইড নিঃসরণ কমিয়ে আনবে। ভারত অবশ্যই তাদের প্রচেষ্টাকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। গ্রীন এনার্জির অন্য আরেকটি লিথিয়াম ব্যাটারি (LITHIUM BATTERY) . অধুনা ভারতের জম্মু ও কাশ্মীরে 5.9 মিলিয়ন টনের যে লিথিয়াম খনি আবিষ্কৃত হয়েছে, তা উত্তলন করে যে পরিমান গ্রীন এনার্জি উৎপাদিত হবে, তাতে কিছুটা হলেও কার্বন নিঃসরণ করে বৈকি। বিকল্প পন্থায় নয়া দিল্লিতে "সৌভাগ্য" নামক প্রকল্পের অধীনে ২৮ মিলিয়ন ঘর বাড়ি আলোকিত করা হবে আগামী এগারো মাসে।

এখন আসি বাংলাদেশের জল বায়ু প্রসঙ্গে। যদ্দুর মনে পড়ে কেভিড মহামারী শুরুর ২০২১ সালের প্রথম দিকে নিউ ইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসে ছোট্ট একটি মিটিং রুমে বাংলাদেশ থেকে আগত একটি টীম এসে জলবায়ু সচেতনার (PUBLIC AWARENESS) লক্ষ্যে এক সভার আয়োজন করে। সেই মিটিংএ আমি আমার বন্ধু তফাজ্জুল করিমকে সংগে নিয়ে হাজির হই। আমরা রুমে ঢোকার আগেই মিটিং শুরু হয়ে প্রায় মাঝামাঝি পর্যায়ে। তখন যে ভদ্রলোক মঞ্চে বক্তব্য রাখছিলেন তিনি ডক্টর আকাশ, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। বক্তৃতার এক পর্বে তিনি বাংলাদেশে রোহিঙ্গা ক্যাম্পগুলোতে সৌর বিদ্যুৎ চালিত সোলার প্যানেল পদ্ধতির কথা উল্লেখ করলেন। আমি বিশেষ আগ্রহ নিয়ে দাঁড়িয়ে তাঁকে প্রশ্ন করলামঃ বাংলাদেশ সরকার যদি রোহিঙ্গা ক্যাম্পে বিদ্যুৎ সরবরাহের লক্ষ্যে সোলার প্যানেল সিস্টেম চালু করতে পারে যা কিনা সারা বিশ্বে গ্রীন এনার্জি বলে স্বীকৃত, তবে সরকার কেন বাংলাদেশের গরীব প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহের লক্ষ্যে সোলার সিস্টেম চালু করছে না যা কয়লা কিংবা গ্যাসের তুলনায় অনেক সাশ্রয়ী হবে? বক্তা আমার প্রশ্নের সদুত্তর না দিয়ে পাশ কাটিয়ে চলে গেলেন। তিনি যেহেতু জলবায়ু নিয়ে গবেষণা করেন, পবিত্র অর্থাৎ বিশুদ্ধ জলবায়ুর প্রচারক ও প্রবক্তা হিসাবে আমার জানার আগ্রহে প্রশ্ন ছিল- তাঁরা কি বাংলাদেশ সরকারকে দেশে দূষণ মুক্ত এনার্জি সরবরাহে উদ্যোগ নিতে বাধ্য করতে পারেন না? এরফলে আগামীতে এনার্জির প্রয়োজনে ভারত, নেপাল, ভুটান এমনকি মধ্য প্রাচ্যের দেশ সৌদি আরব, কাতার থেকে দূষণ যুক্ত এনার্জি আমদানি করতে হবে না।

সেদিনের আশায় বসে আছি যেদিন বাংলাদেশ শুধু দক্ষিণ এশিয়ায় নয় সারা বিশ্বের জলবায়ু নিয়ন্ত্রনে সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারবে। আর তখনই জলবায়ুর বিরূপ প্রভাব থেকে বেরিয়ে এসে বাংলাদেশীরা হবে আতংক মুক্ত।

হালায় কামডা করলো কী !

মাহবুবুর রহমান

'হালায় কামডা করলো কী !'
টিভি নাটকের খন্ডাংশঃ পাড়ার বিপুল বপুর অধিকারী বড়ভাই অষ্টাদশী সুন্দরী তরুণীকে বিয়ে করে মহল্লায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন। রাস্তায় পোলাপানদের সাথে দেখা হলে বলছেন, সালাম করো, তোমাদের ভাবী। দুষ্টু পোলাপানরা সালাম করে মুখ ফিরিয়ে নিয়েই বলছে 'হালায় কামডা করলো কি!'

বড়ভাই বিরক্ত হয়ে একদিন এলাকার লিডার কাউন্সিলম্যানের কাছে গেলেন। -আপনি এর বিচার করুন। মান-সম্মান নিয়ে আর থাকা গেল না। লিডার সান্তনা দিয়ে তাকে বিদায় করলেন। বড়ভাই কক্ষ ত্যাগের আগেই লিডার মুখ ফিরিয়ে পাশের জনকে বলছেন 'হালায় কামডা করলো কি!'

চেয়ে দেখেন বড়ভাই তার মুখোমুখি, বিস্ফারিত চোখ। লিডার ভিরমি খেলেন, হাত জোড় করে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ।

ক'দিন ধরে মাথায় সারাক্ষণ ভন ভন করছে, 'কামডা করলো কি?' ঝেড়ে তাড়াতে পারছি না। কার কামডা? তাও জানি না। সান্তনার জন্য মওলানা সাহেবের মত বলি--আমি কি কাউকে গালি দিয়েছি?------তবুও বলে তাহেরী ভালা না-----ভালা নিয়া তোমরা থাকো!'।

কত কথা, বলতে পারি না। বিড় বিড় করি। আমার স্ত্রী হাসি বলেন, ঘুমেও বক্তৃতা করি। দু'এক দিন টের পেয়েছি, যখন জেগে জেগে শেষ করছি শেষাংশ। নজরুলের কবিতায় বলতে পারি 'দেখিয়া শুনিয়া ক্ষেপিয়া গিয়াছি, তাই যাহা আসে কই মুখে'।

আজকাল খবর শোনা হয় না। সিএনএনে আসক্তি নেই। সকাল-সন্ধ্যা একই বিষয়ে ঘ্যানর ঘ্যানর। রেগুলার চ্যানেলগুলো কিঞ্চিৎ ভালো।

একই দিনে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ। স্টুডেন্ট লোন মওকুফ করেছিলেন বাইডেন প্রশাসন। হাজার হাজার ঋণগ্রস্ত ছাত্র এই ঐতিহাসিক মওকুফে হাফ ছেড়ে বেঁচেছিলেন। আমার ঘরে দু'জন ঋণগ্রহীতা। খুশী হওয়ারতো কথা। তবে শেষটা ভালো না। বিরোধীরা মামলা করে দিলেন, জনগণের অর্থ বাইডেন মাফ করতে পারেন না। মামলা গেল সুপ্রিম কোর্টে । আজকের রায়ে ৬-৩ ভোটে হেরে গেছেন বাইডেন। আমার মেয়ে জানালো, ইতিমধ্যে লোন পরিশোধের চিঠি চলে এসেছে।

আরেক খবর, এফ-৩৫ বিমানের দ্বিতীয় চালান পেয়েছে ইসরাইল। এ নিয়ে তাদের সংগ্রহে আছে ৭৫টি। এফ-৩৫ দুনিয়ার সর্বাধুনিক যুদ্ধবিমান। এর সমকক্ষ নেই। কাছাকাছি আছে রাশিয়ার সুখোই- ৩৫। এফ-৩৫ শত্রু দেশের গভীরে হামলা, ডগ ফাইট, বেশী বেশী বোমা বহনে সক্ষম। ইসরাইল এ বিমান দিয়ে গাজা, পশ্চিম তীর, লেবানন, সিরিয়া, জর্ডানে নিয়মিত অভিযান চালায়। কিছু সশস্ত্রধারীর সাথে মারা যান অগুনতি শিশু নারী বৃদ্ধ। মার্কিন অস্ত্র দিয়ে এ হত্যাযজ্ঞে কেউ কিছু বলে না। আমরাও না। কারণ, ইসরাইলকে সমর্থন আমাদের জাতীয় স্বার্থ, জাতীয় কর্তব্য। আমাদের নেতৃবর্গ তাই বলে আসছেন আমাদের।

গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, নব আবিষ্কৃত অস্ত্র আমেরিকার বাইরে যে দেশ প্রথম পায় সে সৌভাগ্যবান হলো ইসরাইল। আরো সৌভাগ্য, তাদের টাকা দিয়ে কিনতে হয় না। এফ-৩৫ বিমানের মূল্য তিন বিলিয়ন ডলার মার্কিন সরকার পরিশোধ করেছে, আমেরিকার জনগণের অর্থ।

দুর্ভাগা ঋণগ্রস্ত ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ, তোমাদের জন্য বুকভরা ভালোবাসা ও শুভেচ্ছা।

সেদিন এক বিপ্লবী লেখকের সাক্ষাৎকার দেখলাম টিভিতে। ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময় ও পরে 'মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক' শ্লোগানে শ্লোগানে মুখে ফেনা তুলেছেন। ভিসা নীতি প্রসঙ্গে হেসে হেসে বললেন, আমি আমেরিকাকে স্বাগত জানাই!

কি বলেন ভদ্রলোক! ওই হুজুরের মতো, চুরির মুরগীর ঝুল ঢালতে গিয়ে প্লেটে পড়ে গেল মাংসের টুকরো। বললেন, 'যো কুচ আপসে গিরতা হ্যায়, ও কুচ হালাল হ্যায়'।

এর চেয়ে বাংলা সিনেমার ডায়ালগ ছাড়লে ভালো হতো –'ছিনোস, কার লগে পাঙ্গা লড়িস, জানোস?'

ধনে জ্ঞানে বিত্তে আমেরিকা নাম্বার এক। নৈতিক আর মানবিকতায় এক হতে পারলো কই?

স্থানীয় দুই এক চ্যানেলে টকশোর দাওয়াত পাই। যাই না। অভিজ্ঞতা আছে, বিব্রতকর। দু'জনে তর্ক যুদ্ধ। মাঝামাঝি কিছু নেই। বুশের থিওরি, হয় এই পক্ষ, না হয় ওই পক্ষ। তৃতীয় বা নিরপেক্ষ হয়ে মিই মিই করার চেয়ে না যাওয়াই ভালো। মাইন্ডসেট থাকে আগে থেকেই, অন হতেই শুরু হয়ে যায় অ্যাকশন। আমার কাছে আব্দুর রহমান বয়াতির ওই গানের মতো । 'মন আমার দেহঘড়ি'র সেই লাইন 'একখান চাবি মাইরা দিছে ছাইড়া, জনম ভইরা চলতে আছে, মন আমার—।' টকশো শেষে যার যার বসের কাছে যায় ফোন, রেটিং জানতে। কার কেমন পারফরম্যান্স। এর উপর নির্ভর করে নেতৃত্বের প্রমোশন। কিন্তু আমরা দর্শকরা কি পেলাম?

বহু আগে, এক টকশোতে দেয়া ইত্তেফাক সম্পাদক আনোয়ার হোসেন মঞ্জুর বক্তব্য এখনো মনে আছে। তিনি বলেছিলেন, প্রধানমন্ত্রী যা জানেন, আমরা তা জানি না। তাঁর বহু সোর্স, বহু এ্যাকসেস। সব মিলিয়ে তিনি বেশী ওয়াকিবহাল।

কম জেনেও আমরা যে লম্ফঝম্প করি, সব জানলেতো–। যাক। 'বৃক্ষ নত হয় ফলভারে, মানুষ বিনয়ী হয় জ্ঞানভারে'।

সম্প্রতি এক মজার ঘটনা পর্যবেক্ষণ করলাম। বিএনপির এক শীর্ষ নেতা নিউইয়র্কের সাবওয়েতে কৃষ্ণাঙ্গ দুর্বৃত্ত কর্তৃক নিগৃহীত হন। তাঁকে যেতে হয় হাসপাতালে। ব্যক্তিগতভাবে তিনি আমার পরিচিত। "ভদ্রলোক' বলে তাঁর পরিচিতি আছে। অন্য সময় হলে এ হামলাকে অনেক বড় করে দেখা হতো। প্রচার-প্রচারণা, হইচই, প্রতিবাদ, মানববন্ধন কত কিছুই না হতো। এবার যেন চেপে যাওয়ার মতো । ফিসফাস, নেই উচ্চ শব্দ। একজন বললো, এই মূহূর্তে আমেরিকার প্রশাসনকে বিব্রত করে লাভ নেই। ওরা আমাদের সাহায্য করছে।

-হায়, এ যে দেখছি,কিল খেয়ে কিল হজম!

মনে পড়লো গ্রামীণ এক ঘটনা। রাতে কয়েক যুবক এক বাড়ীর ডাব চুরি করতে গেল। চুরির সময় এক ডাব সোজা এসে পড়লো যুবকের মাথায়। ব্যাথায় সে ককিয়ে উঠলো। চিৎকার করতে যাবে এমন সময় কয়েকজন তার মুখ চেপে ধরলো। সবাই এখন ধরা খাবে। যুবকটি বললো, ঠিক আছে, আমাকে খোলা জায়গায় নিয়ে যাও, আমি চিৎকার করে কিছুক্ষন কাঁদি। না হলে এ ব্যাথা যাবে কি করে?

লেখক নিউইয়র্ক প্রবাসী সাংবাদিক।

১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস

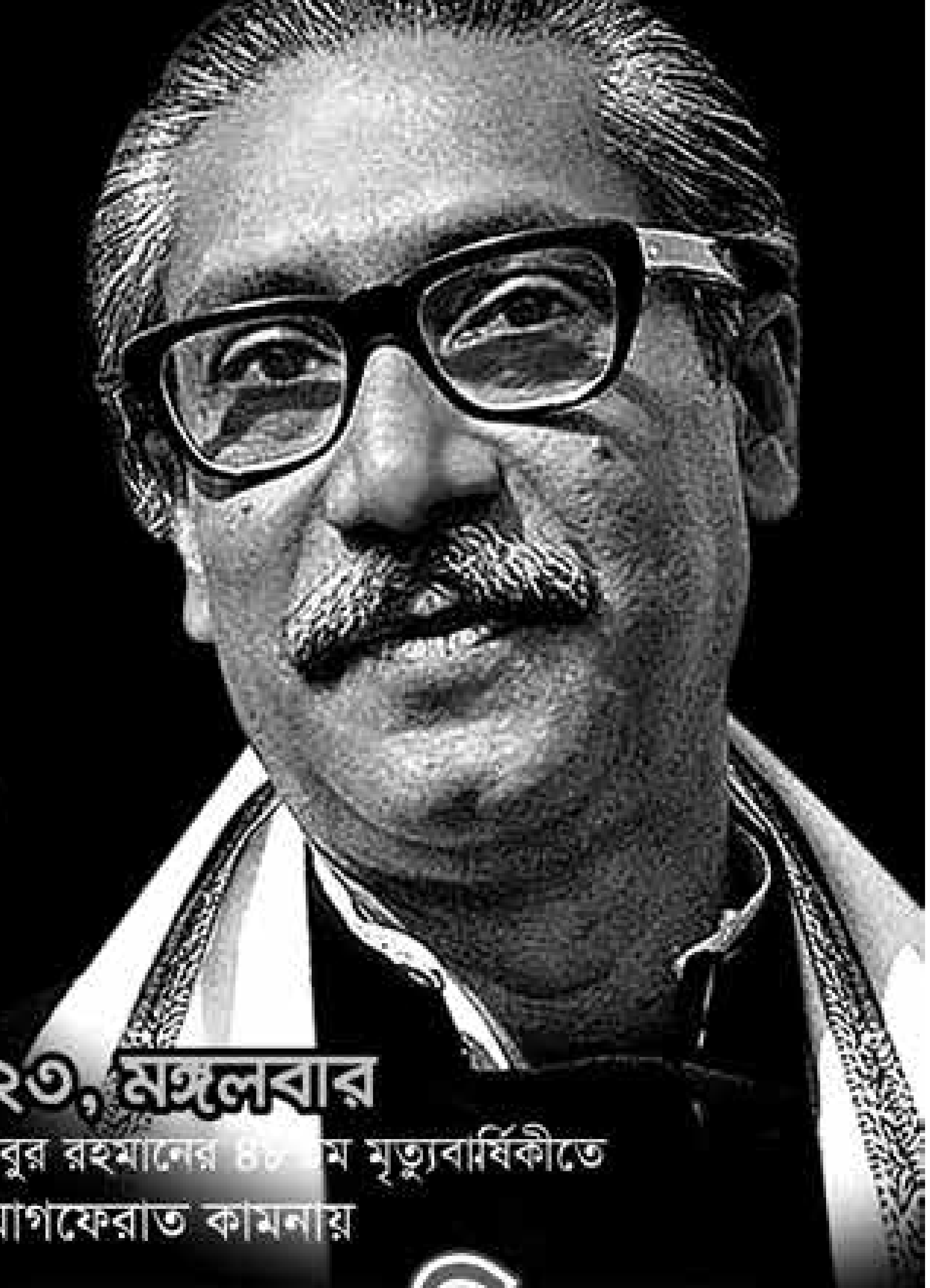

১৫ আগস্ট ২০২৩, মঙ্গলবার

বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৮তম মৃত্যুবার্ষিকীতে
তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনায়

দোয়া মাহফিল ও তবারক বিতরণ

স্থান: ৩৭-২২, ৭৩ স্ট্রিট (নবান্ন রেস্টুরেন্টের সামনে), সময়: দুপুর ৪টা থেকে রাত ১০টা

সভাপতি	আহ্বায়ক	সদস্য সচিব	সাধারণ সম্পাদক
সাকিল মিয়া	মীর নিজামুল হক	সোহেল গাজী	মো. আলম নমি

যুগ্ম আহ্বায়ক: মো. এ আজাদ, মিয়া মোঃ দুলাল, আব্দুল মালেক, ও আব্দুল হামিদ, পরিচালনায়: শাহ নেওয়াজ যুগ্ম সদস্য সচিব: হাজী এনাম, মো. মাহবুব রহমান ও ভিউক খান

তত্ত্বাবধায়নে: শাহ জে চৌধুরী প্রধান সমন্বয়কারী: মইনুল ইসলাম প্রধান পৃষ্ঠপোষক: আসেফ বারী টুটুল

চেয়ারম্যান: মামুন মিয়াজী চেয়ারপারসন: বিপ্লব সাহা কো-চেয়ারপারসন: সাখাওয়াত বিশ্বাস

পৃষ্ঠপোষক: নুরুল আজিম, ফাহাদ সোলায়মান, তারেক হাসান খান, এটর্নি মঈন চৌধুরী, জেড আর চৌধুরী (লিটু), ও আহসান হাবিব

সহযোগিতায়: মঈনুল ইসলাম, শাহ জে চৌধুরী, বারী হোম কেয়ার, আশরাফুল আলম খোকন, হাজী এনাম, ডেরা রেস্টুরেন্ট, মেসবাহ আবেদীন, শেখর কৃষ্ণ, ডা. ফেরদৌস খন্দকার, রূপসী চাঁদপুর ফাউন্ডেশন, সি কে (অভি), মনসুর চৌধুরী, প্রিমিয়াম সুইটস, মামা'স রেস্টুরেন্ট, মুকুল আমিন বাবু, নুরুজ্জামান সরদার, ফরহাদ রেজা, নিলুফা শিরিন, হাসান জিলানী, মোহাম্মদ আলী, মোঃ কে. ভূইয়া, গোলাম হাসান, রফিকুল ইসলাম, আক্তার ভূইয়া, আকতারুর রহমান মামুন, রনি, মোঃ কামরুজ্জামান, মোঃ জাহিদ মিয়া, মোঃ নাজের উদ্দিন, সাঈদ খান, রাজু আহমেদ, মফিজুর রহমান, জেবিবিএ, হাসান মাহমুদ সোহেল, মোঃ লুৎফুর রহমান চুন্নু, আলমগীর হোসেন, মোঃ আশরাফুল আজিজ, মোঃ জহিরুল ইসলাম, মোঃ আব্দুর রহিম ভূইয়া, মোঃ আবু তাহের, মোঃ আনোয়ার হোসেন (অনু), আহাদ ভূইয়া, ডা. তৌহিদ শিবলী ও গোল্ডেন এইজ হোম কেয়ার।

উপদেষ্টা পরিষদ: হারুন ভূইয়া, মোঃ মহিউদ্দিন দেওয়ান, জয়নাল আবেদিন, রাশেদ আহমেদ, ইশতিয়াক রুমী, সিরাজুল হক কামাল, মহসিন নবী, কামরুজ্জামান কামরুল, প্রদীপ সাহা, কাজী শামসুদ্দোহা, মনসুর চৌধুরী, মোঃ পিয়ার, মোল্লা মাসুদ, রফিকুল আহমেদ, ইকতারুজ্জামান রতন, মোঃ কবির রতন, বিদ্যুৎ দাস, জে মোল্লা সানি, এলিন রহমান, দেবাশীষ দাস রব, শফিউদ্দিন মিয়া, শাহাদাৎ হোসেন।

সার্বিক সহযোগিতায়: মোঃ মানিক বাবু, শেখ নোমান পলাশ, আসাদুল ইসলাম আসাদ, মোঃ হাসনাত হাসান, শামস জনি, শাহীন চৌধুরী, আফতাব জনি, আকরাম হোসেন বিপ্লব, নিহার সিদ্দিকী, আলমগীর খান আলম, মোঃ সায়েম উল্লাহ, মুক্তা মিয়া, গোপাল সান্যাল, ওয়াসীম, নান্টু মিয়া, গনেশ কীর্তণীয়া, মোঃ রাদবি, শাহরিয়ার হোসেন, শোভন, কবির চৌধুরী জনী, কামরুজ্জামান বকুল ও মতিন।

ফটোগ্রাফি: নিহার সিদ্দিকী

আয়োজনে-

জ্যাকসন হাইটস এলাকাবাসী

জাতির ভবিষ্যৎ কেন অন্ধকার হচ্ছে

মহিউদ্দিন খান মোহন

‘শিক্ষক’। তিন অক্ষরের এই শব্দটির মহিমা অপরিসীম। সমাজে শিক্ষকের মর্যাদা অনন্য। শিক্ষক মানে তিনি হবেন সব রকম লোভ-লালসার ঊর্ধ্বে উঠে শিক্ষার্থীদের সুশিক্ষিত করার ব্রতে আত্মনিবেদিত একজন মানুষ। একজন শিক্ষক কোনো দুর্নীতি, অপরাধ করতে পারেন, এটা আমাদের ধারণার বাইরে ছিল।

আমরা যখন স্কুল-কলেজের ছাত্র ছিলাম, তখন দেখতাম স্যাররা কী রকম সৎ জীবনযাপন করতেন। তাঁরা নিজেরা সৎ থেকেছেন, ছাত্রদেরও সৎ জীবনযাপনে উদ্বুদ্ধ করতেন। তাঁরা আমাদের কাছে ছিলেন অনুকরণীয়, অনুসরণীয়। এখন সময় বদলেছে। বিত্তবৈভবের লোভ মানুষকে এমনভাবে গ্রাস করেছে যে নীতিনৈতিকতার ঠাঁই হয়েছে ডাস্টবিনে। কেউ আর ওসবের ধার ধারে না। সাহিত্যিক মীর মশাররফ হোসেন তাঁর ‘বিষাদ সিন্ধু’ উপন্যাসে লিখেছেন, ‘হায় রে পাতকী অর্থ! তুই যত অনর্থের মূল’। ১৩২ বছর আগে করা তাঁর সেই উক্তির যথার্থতা নিয়ে প্রশ্ন তোলার কোনো অবকাশ নেই। টাকার লোভ মানুষকে মুহূর্তে অমানুষ করে তুলতে পারে। এই লোভে পড়ে মানুষ দুর্নীতি-অপকর্মে লিপ্ত হতে দ্বিধা করে না। এমনকি অপরের প্রাণ সংহারেও তাদের হাত কাঁপে না। সাধারণ মানুষের দুর্নীতিতে লিপ্ত হওয়ার খবরে কেউ খুব একটা অবাক হন না। কেননা, অবক্ষয়ের করালগ্রাসে নিপতিত সমাজে এটা কোনো অস্বাভাবিক ঘটনা নয়। কিন্তু যখন শোনা যায় একজন শিক্ষক একই কাজে প্রবৃত্ত হয়েছেন, তখন কপাল চাপড়ে বিলাপ করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। কেননা, জাতির ভবিষ্যৎ নাগরিকদের সৎ ও নিষ্ঠাবান হিসেবে গড়ে তোলার দায়িত্ব যাঁর কাঁধে ন্যস্ত, তিনিই যদি অসাধুতা রোগে আক্রান্ত হন, তাহলে তাঁর কাছ থেকে কি মানুষ তৈরির আশা করা যায়? শিক্ষক সে প্রাইমারি থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত যে-ই হোন না কেন, তিনি তাঁর কর্মকাণ্ডের জন্য সমাজের শ্রদ্ধার আসনে উপবিষ্ট হবেন, এটাই সাধারণ প্রত্যাশা। কিন্তু সে প্রত্যাশা এখন চরম হতাশায় পর্যবসিত হচ্ছে।

তেমনই একটি হতাশাজনক খবর এসেছে অতিসম্প্রতি। একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক এক উপাচার্যের বিরুদ্ধে চরম দুর্নীতি ও অসততার খবর প্রকাশিত হয়েছে গত ২০ জুন একটি জাতীয় দৈনিকে। ‘ভার্সিটি না, অনিয়মের কারখানা’ শীর্ষ ওই খবরে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ‘এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ’-এর সাবেক উপাচার্য ড. আবুল হাসান মোহাম্মদ সাদেকের দুর্নীতি-অনিয়মের ফিরিস্তি তুলে ধরা হয়েছে। সাবেক এই উপাচার্য মহোদয়ের অনিয়ম-দুর্নীতির তালিকায় রয়েছে নিজের মতিঝিলের বাড়িকে ক্যাম্পাস দেখিয়ে ভাড়া বাবদ ২০ কোটি ৬৪ লাখ ৫২ হাজার ৪৬২ টাকা আত্মসাৎ, উত্তরার বাড়িকে ক্যাম্পাস দেখিয়ে পকেটে পুরেছেন ৪ কোটি ৯৮ লাখ ৭৫ হাজার ৩৪৮ টাকা, উত্তরার ৭ নম্বর সেক্টরের ৫ নম্বর সড়কের ২৫ নম্বর বাড়িকে ট্রাস্টি বোর্ডের কাছ থেকে ভাড়া নিয়ে আত্মসাৎ করা হয়েছে ৩ কোটি ৬৪ লখ ১২ হাজার ৮০০ টাকা। সবচেয়ে গুরুতর অভিযোগ হলো বৈধ অনুমোদন ছাড়াই তিনি ১০ বছর বিশ্ববিদ্যালয়টির ভাইস চ্যান্সেলরের চেয়ার দখল করে ছিলেন। প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) তদন্তে এসব অনিয়ম-দুর্নীতির তথ্য উঠে এসেছে। ইউজিসি তাদের তদন্ত প্রতিবেদনে সংঘটিত অনিয়মের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সুপারিশ করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে। তা ছাড়া, বিশ্ববিদ্যালয়টির সনদেরও মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। ফলে প্রতিষ্ঠানটির শিক্ষা কার্যক্রম চালানোর বৈধ ও আইনগত কোনো এখতিয়ার নেই। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, অবৈধ ভিসির স্বাক্ষরিত সনদের বৈধতা এখন প্রশ্নের সম্মুখীন। ফলে কয়েক হাজার শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ

একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের যিনি প্রধান হন, তাঁর প্রতি মানুষের প্রত্যাশা থাকে তিনি মেধা, সততা ও দক্ষতা দিয়ে প্রতিষ্ঠানটিকে মর্যাদাবান করে তুলবেন। পাশাপাশি নিজের সততা দিয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করবেন। কিন্তু নির্মম হলেও সত্যি যে, বর্তমান সময়ে তেমন ভাইস চ্যান্সেলর পাওয়া দুষ্কর হয়ে উঠেছে।

সর্বনাশের কবলে পড়েছে। পুরো প্রতিবেদনটি পাঠ করলে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, সাবেক ওই ভিসির নেতৃত্বে একটি সিন্ডিকেট বিশ্ববিদ্যালয়টিকে দুর্নীতি-অনিয়মের আখড়ায় পরিণত করেছিল। এদিকে গত ২২ জুন আজকের পত্রিকার এক বিশেষ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন এশিয়ান ইউনিভার্সিটির ভয়াবহ অনিয়ম ও দুর্নীতির প্রমাণ পেয়েছে। এসব অভিযোগে বিশ্ববিদ্যালয়টির বোর্ড অব ট্রাস্টিজ পুনর্গঠনের নির্দেশ দিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের উপসচিব ড. মো. ফরহাদ হোসেন স্বাক্ষরিত এক আদেশে ইউজিসি ও বিশ্ববিদ্যালয়টির কর্তৃপক্ষকে এ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

দেশের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সম্পর্কে এ ধরনের খবর নতুন কিছু নয়। শুধু বেসরকারি কেন, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় কি এর ব্যতিক্রম? সাম্প্রতিককালে বহুসংখ্যক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসিদের সম্পর্কে এ ধরনের অভিযোগ গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ক্ষমতাসীন ছাত্রসংগঠনের নেতাদের টেন্ডারবাজিতে পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন বলেও অভিযোগ উঠেছিল। এমনকি সে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের একাংশ এবং সাধারণ শিক্ষার্থীরা ওই ভিসির অপসারণের দাবিতে তুমুল আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। তবে গোড়া শক্ত থাকায় ভিসি মহোদয়ার কেশাগ্রও কেউ স্পর্শ করতে পারেননি। দেশের উত্তরাঞ্চলের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি সম্পর্কে অভিযোগ ছিল, তিনি তাঁর মেয়াদে দু-চার দিনের বেশি ক্যাম্পাসে যাননি। তবে ক্যাম্পাসে না গেলেও বেতন-ভাতা, মিটিং-ভাতা তুলতে তাঁকে বেগ পেতে হয়নি। বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ওই ভিসি সাহেব আবার একটি নির্বাচন পর্যবেক্ষণকারী সংস্থার প্রধান। ফলে সরকারি মহলের সঙ্গে তাঁর দহরম মহরম সহজেই অনুমেয়। নির্বাচনের সময় তাঁর সংস্থার পর্যবেক্ষণ পক্ষে থাকলে সুবিধা—এই বিবেচনায় বছরের পর বছর অনুপস্থিত থেকেও তিনি প্রতিষ্ঠানপ্রধানের দায়িত্ব পালন করে গেছেন।

গত ২৪ জুন আজকের পত্রিকায় বেরিয়েছে আরেক কীর্তিমান ভিসির কাহিনি। কুষ্টিয়ার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ড. শেখ আবদুস সালামের বিরুদ্ধে নিয়োগ-বাণিজ্যের অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগ করেছেন ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগের চাকরিপ্রার্থী শাহাবুবুল আলম। দুদক চেয়ারম্যানের বরাবর করা অভিযোগে তিনি বলেছেন, একাডেমিক ফলাফল এবং অভিজ্ঞতায় এগিয়ে থাকলেও ভিসি তাঁকে নিয়োগ না দিয়ে কম যোগ্যতাসম্পন্ন দুজনকে অর্থের বিনিময়ে নিয়োগ দিয়েছেন। দুদক এ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ভিসি সাহেবদের বিরুদ্ধে এ ধরনের অভিযোগ নতুন কিছু নয়। তাঁরা কেউ চেয়ারে থাকাকালীন এ ধরনের কর্ম করে থাকেন। আবার কেউ বিদায়ের আগে গণনিয়োগ দিয়ে সংবাদের শিরোনাম হন।

একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের যিনি প্রধান হন, তাঁর প্রতি মানুষের প্রত্যাশা থাকে তিনি মেধা, সততা ও দক্ষতা দিয়ে প্রতিষ্ঠানটিকে মর্যাদাবান করে তুলবেন। পাশাপাশি নিজের সততা দিয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করবেন। কিন্তু নির্মম হলেও সত্যি যে, বর্তমান সময়ে তেমন ভাইস চ্যান্সেলর পাওয়া দুষ্কর হয়ে উঠেছে। এক সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলরের নাম শুনলে শ্রদ্ধায় মাথা আপনাআপনি নত হয়ে আসত। বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী, অধ্যাপক মোজাফ্‌ফর আহমদ চৌধুরী, বোস প্রফেসর আবুল মতিন চৌধুরী, অধ্যাপক ড. এম শামসুল হক, ড. ফজলুল হালিম চৌধুরী, অধ্যাপক মনিরুজ্জামান মিয়ার মতো নিষ্ঠাবান শিক্ষক ও প্রশাসকেরা ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর। তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মানোন্নয়নের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য দিকেনির্দেশনা দিতেন। তাঁরা গর্বিত হতেন কৃতী শিক্ষার্থীদের নিয়ে। আর আজকাল কোনো কোনো মাননীয় ভাইস চ্যান্সেলরকে গর্ব করতে শোনা যায় বিশ্ববিদ্যালয় ক্যানটিনে ১০ টাকায় চা, শিঙাড়া, সমুচা পাওয়া যায় বলে। এটা নাকি আমাদের দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠের ঐতিহ্য!

এসব নিয়ে কথা বলছিলাম প্রবীণ এক ব্যক্তির সঙ্গে। তিনি ছোট্ট একটি দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, সবখানেই যখন পচন ধরেছে, তখন বিশ্ববিদ্যালয় আর বাকি থাকবে কেন? আগে ছাত্ররা শিক্ষকদের কাছে সততা, নৈতিকতার পাঠ নিত। এখন অবৈধপথে অর্থ আয়ের শিক্ষা নেবে। জাতির ভবিষ্যৎ তো আর এমনি এমনি অন্ধকার হচ্ছে না!

Law Offices

এক্সিডেন্ট কেইসেস

মেডিক্যাল ম্যালপ্র্যাকটিস ও হাসপাতালের ত্রুটিপূর্ণ শিশুর জন্ম

917-282-9256

(To schedule appointment only)

বিনামুল্যে পরামর্শ, প্রয়োজনে এটর্নী আপনার বাসায় অথবা হাসপাতালে আসবেন

Moin Choudhury, Esq.
Attorney at Law
এটর্নী মঈন চৌধুরী

আমরা অতীতে
আমাদের ক্লায়েন্টদের
জন্য মিলিয়ন মিলিয়ন
ডলার আদায়
করে দিয়েছি।

নিউইয়র্ক, নিউজার্সি, মিশিগান
পেনসিলভেনিয়া, কানেকটিকাট, ফ্লোরিডা
জর্জিয়া ও ভার্জিনিয়াতে
আমাদে সহযোগী - লাইসেন্স প্রাপ্ত এটর্নীরা
আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

Timothy Bompart, Esq
Attorney at Law

- গাড়ী দুর্ঘটনা
- বিল্ডিং এ দুর্ঘটনা,
- কাজের জায়গায় দুর্ঘটনা
- ট্রিপ এন্ড ফল
- বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম

- কনস্ট্রাকশন কাজে দুর্ঘটনা
- স্লিপ এন্ড ফল
- হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
- লেড পয়জনিং

এপয়েন্টমেন্টের
জন্য কল করুন
৯১৭-২৮২-৯২৫৬

ইমিগ্রেশন

- পলিটিক্যাল এসাইলাম
- বিনা পরীক্ষায় নাগরিকত্ব
- এডজ্যাস্টম্যান্টে অব স্টেটাস (গ্রীন কার্ড)

IMMIGRATION

- স্টুডেন্ট ভিসা
- ডিপোর্টেশন কেইসেস
- ইনভেস্টমেন্ট ভিসা
- ভিজিট ভিসা - এক্সটেনশন সহ
- বৈবাহিক সূত্রে গ্রীন কার্ড
- সকল প্রকার ইমিগ্রেশন

সকল প্রকার ইমিগ্রেশন বিষয়ে কনসালটেশন ফি নুন্যতম ৫০ ডলার

Law offices of Timothy Bompart

37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372

Moin Choudhury Law Firm, P.C 292000 Southfield Road, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Immigration Petitions & Adjustment of Status.

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court. Prior result do not guarantee the outcome of any future cases.

যুক্তরাষ্ট্র হবিগঞ্জ জেলা সমিতির বনভোজন

শেখ শফিকুর রহমান

যুক্তরাষ্ট্র হবিগঞ্জ জেলা সমিতি ইনকের বার্ষিক বনভোজন ও ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২৩ জুলাই রোববার ওয়েষ্টচেস্টার কাউন্টির কটন পয়েন্ট পার্কে দিনব্যাপী অনুষ্ঠানের মধ্যে ছিল বিভিন্ন বয়সী নারী পুরুষের খেলাধূলা প্রতিযোগিতা,সঙ্গীতানুষ্ঠান ও আকর্ষনীয় রাফেল ড্র।

যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত হবিগঞ্জ জেলার বিভিন্ন উপজেলার বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশীরা এতে অংশগ্রহন করেন। সংগঠনের সভাপতি আমিন ফারুক তালুকদারের সভাপতিত্বে ও সাধারন সম্পাদক মোঃ সামছুল ইসলামের পরিচালনায় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কাসেম আলী, মুখলেছ মুনতাছির, আশিকুর রহমান, জালালাবাদ এসোসিয়েশনের ট্রাস্ট্রি বোর্ডের সদস্য এডভোকেট নাসির উদ্দীন,প্রবীন এডভোকেট ইসমাইল হোসেন,ওয়াসি চৌধুরী,সৈয়দ আব্দুল ওয়াহেদ,মিনহাজ শরীফ রাসেল,নিউইয়র্ক মহানগর আওয়ামীলীগের প্রচার সম্পাদক

সাংবাদিক শেখ শফিকুর রহমান,ব্রঙ্কস বাংলাদেশ সোসাইটি ইনকের কোষাধ্যক্ষ মোঃ বসির মিয়া,কবি আবু তাহের চৌধুরী, অনুষ্ঠান উদযাপন কমিটির আহ্বায়ক সৈয়দ এম নোমান, যুগ্ম আহ্বায়ক মোঃ নাসের মিয়া,সদস্য সচিব কামরুল ইসলাম। গান পরিবেশন করেন তৃনা হাসান।

দুপুরে ছিল সবার জন্য মজাদার খাবারের ব্যবস্থা।সবশেষে রাফেল ড্র এবং বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। উল্লেখ্য, প্রতিষ্ঠার পর থেকেই যুক্তরাষ্ট্র হবিগঞ্জ জেলা সমিতি বিভিন্ন সময়ে দেশে অসহায় মানুষের পাশে আর্থিক সাহায্য সহযোগিতা করে আসছে।

যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের শান্তি সমাবেশ

উত্তর আমেরিকা অফিস

সংবিধানের বাইরে একচুলও আওয়ামী লীগ যাবে না। শেখ হাসিনার প্রেসক্রিপশনেই বাংলাদেশে নির্বাচন হবে। নির্বাচনের নামে দেশে অরাজকতা সৃষ্টি করলে বাংলাদেশের মানুষ দাঁতভাঙ্গা জবাব দেবে।

২২ জুলাই শনিবার নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটস্থ ডাইভারসিটি প্লাজায় অনুষ্ঠিত এই শান্তি ও উন্নয়ন সমাবেশে বক্তারা এসব কথা বলেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সভাপতি ড.সিদ্দিকুর রহমান। পরিচালনায় ছিলেন হাজি এনাম, মহিউদ্দীন দেওয়ান ও আব্দুল হাসিব মামুন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন আওয়ামী লীগ নেতা শামসুদ্দিন আজাদ, নিজাম চৌধুরী,মজিবুর রহমান মিয়া, কৃষিবিদ আশরাফুজ্জামান,ডা. মাসুদুল হাসান,শরীফ কামরুল হীরা,শাহানারা রহমান,শাহিন আজমল হোসেন,আব্দুর রহিম বাদশা,গোলাম কিবরিয়া,সাখাওয়াত বিশ্বাস,জাসদ নেতা নুরে আলম জিকু,মুক্তিযোদ্ধা মকবুল তালুকদার,লায়ন্স হাসান জিলানী,শিবলী সাদিক,মমতাজ

শাহানাজ,আজিজুল হক খোকন,মুক্তযোদ্ধা মুজাহিদুল ইসলাম,রহিমুজ্জামান সুমন,জিয়াউল হক জিয়াদ,হুমায়ুন আহমেদ চৌধুরী,সুবল দেবনাথ,জুয়েল আহমদ.দুরুদ মিয়া রনেল, খোরশেদ খোন্দকার,হেলাল মিয়া ও ওয়াহিদুজ্জামান লিটন প্রমুখ।

সভায় বক্তারা বলেন, সম্প্রতি জ্যাকসন হাইটসে নারায়নগঞ্জ থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্য শামীম উসমানের সাথে তারেক রহমানের ভাড়াটিয়া বেয়াদপরা অসদাচরণ করেছে। এর তীব্র নিন্দা জানিয়ে তারা বলেছেন, আগামীতে এ ধরনের কর্মকান্ড তারা করলে দাঁতভাঙ্গা জবাব দেয়া হবে।

সভার শুরুতে সভাপতি ড.সিদ্দিকুর রহমান বলেন, এ সমাবেশ বাংলাদেশে শান্তি ও উন্নয়নের সাথে সংহতির সমাবেশ। কাউকে আক্রমন নয়। কোন দলের প্রতি বিষোদাগার নয়। আমরা প্রবাস থেকে শুধু আহবান জানাবো দেশে অবশ্যই সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচন করতে হবে।

দক্ষিন এশীয় নেতৃত্ব পুরস্কার পেলেন রওশন উদ্দিন

সুব্রত চৌধুরী

নিউজার্সি রাজ্যের এগ হারবার শহরে বসবাসরত বাংলাদেশী আমেরিকান রওশন উদ্দিন 'দক্ষিন এশীয় নেতৃত্ব পুরস্কার' পেয়েছেন। ১৮ জুলাই মঙ্গলবার এক আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানে কমিউনিটি সেবায় অবদানের জন্য অন্য কয়েকজনের সাথে তাঁকেও এই পুরস্কার দেওয়া হয়।

আটলান্টিক সিটির ষষ্ঠ ওয়ার্ডের কাউন্সিলম্যান জেসি কার্টজ কর্তৃক এই পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে এসেম্বলিম্যান ডন গার্ডিয়ান,এসেম্বলিওম্যান ক্লারা সুইফট, গ্যালাওয়ে টাউনশীপের কাউন্সিলম্যান মুহাম্মদ ওমর সহ বিভিন্ন কমিউনিটির গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্হিত ছিলেন।

বাংলাদেশের ঢাকার ওয়ারীতে রওশন উদ্দিনের আদি নিবাস। তাঁর পিতা মরহুম হাজী আব্দুস সোবহান এবং মাতা মরহুমা সাকিনা সোবহান। রওশন উদ্দিন ১৯৮৫ সালে অভিবাসী হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রে আসেন। ১৯৯৬ সাল থেকে তিনি কমিউনিটি সেবায় আত্মনিয়োগ করেন।

বর্তমানে তিনি বাংলাদেশ আমেরিকান রিপাবলিকান দলের সহসভাপতি, এলায়েন্স অব সাউথ এশিয়ান আমেরিকান লেবার (আসাল) নিউজার্সি চ্যাপটারের উওমেন কো চেয়ার হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। এছাড়া তিনি বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব সাউথ জার্সির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত থেকে কমিউনিটি সেবায় অবদান রেখে চলেছেন। রওশন উদ্দীন দুই পুত্র সন্তানের জননী।

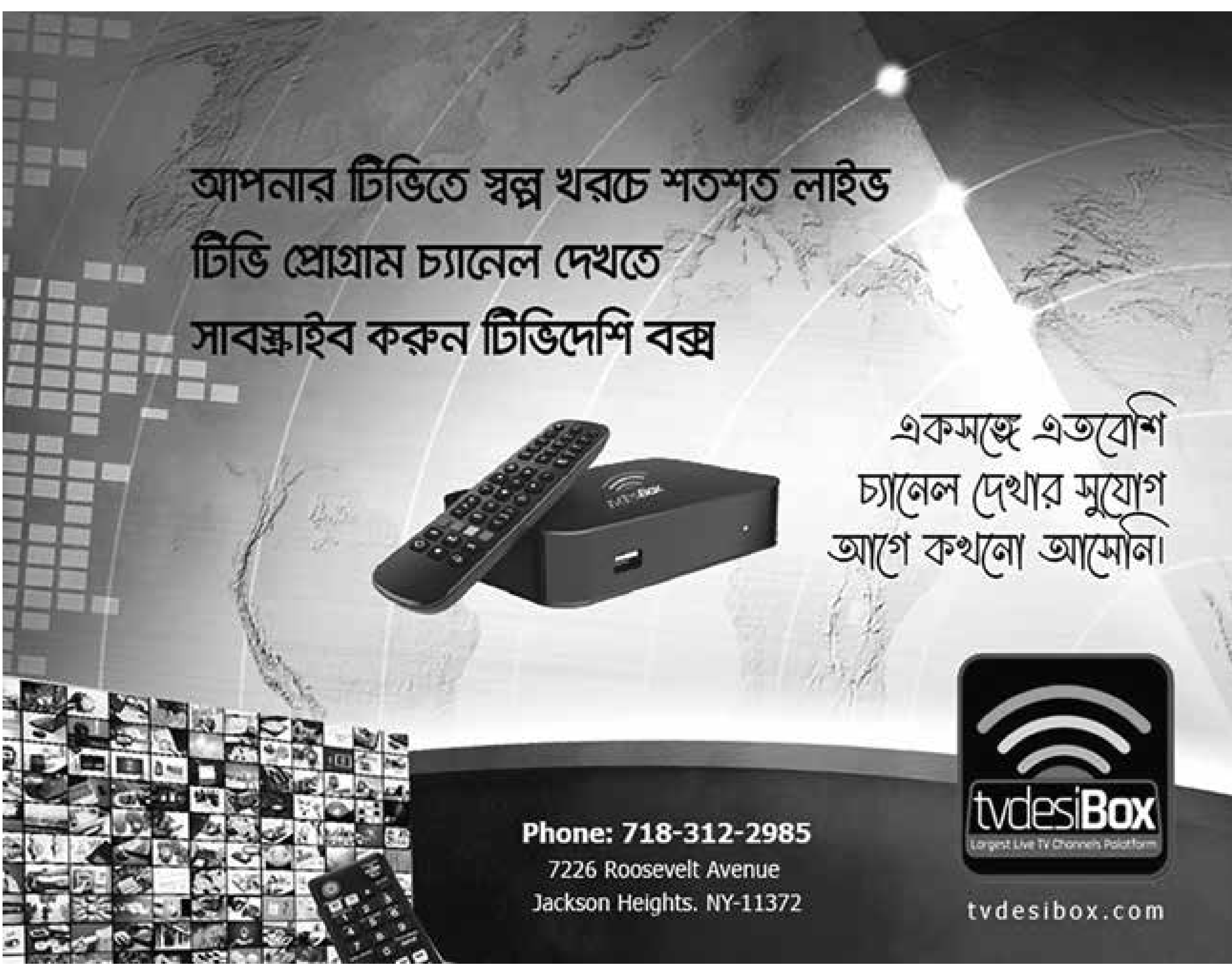

একতাই বাংলাদেশি আমেরিকানদের সবচেয়ে বড় সৌন্দর্য

ড. আবু জাফর মাহমুদ

উত্তর আমেরিকা অফিস

গ্লোবাল পিস অ্যাম্বাসেডর ড. আবু জাফর মাহমুদ বাংলাদেশিদের একে অপরের মধ্যে ভালোবাসা ও সৌহার্দ্য বাড়ানোর উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, আমাদের মধ্যে কোনো বিভেদ নেই। একতাই আমাদের শক্তি। এটি বাংলাদেশি আমেরিকানদের সবচেয়ে বড় সৌন্দর্য্য বলে তিনি উল্লেখ করেছেন।

২৩ জুলাই রোববার ব্রংকস এর ফেরী পয়েন্ট পার্কে সিলেটের 'বালাগঞ্জ ও ওসমানীনগর প্রবাসী কল্যান সোসাইটি

আয়োজিত বার্ষিক বনভোজন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। নিউইয়র্কে বাংলাদেশি কমিউনিটির কৃতি ব্যক্তিত্ব, বাংলা সিডিপ্যাপ সার্ভিসেস ও অ্যালেগ্রা হোম কেয়ার ইনক্ এর প্রেসিডেন্ট এ- সিইও ড. আবু জাফর মাহমুদ ওই বনভোজন অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক জেনারেল ওসমানীর পরিবারের সঙ্গে একাত্ম হতে পারায় আল্লাহ তায়ালার কাছে শুকরিয়া আদায় করেন। একই সঙ্গে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটি তিনি মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক জেনারেল এম এ জি ওসমানীর নামে উৎসর্গ করেন।

'বালাগঞ্জ ও ওসমানীনগর প্রবাসী কল্যান সোসাইটির সভাপতি মিজানুর রহমান মিজানের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন এনওয়াইপিডি'র কর্মকর্তা খন্দকার আব্দুল্লাহ, সংগঠনের প্রধান উপদেষ্টা ডা. জুননুন চৌধুরী, উপদেষ্টা নাজমুল চৌধুরী, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, অ্যাডভোকেট ফয়জুর নূর চৌধুরী ও নিউ ইয়র্ক সিটি মেয়র এরিখ এডামস্ এর অফিস প্রতিনিধি।

উৎসব আনন্দে প্রকাশ্যে গাঁজা কেনা বেচার অনুমোদন

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্কে উৎসব আনন্দের অনুষ্ঠানে গাঁজা বিক্রির অনুমোদন দেয়া হয়েছে। নিউইয়ইর্কের গাঁজা খামারীরা অভিযোগ করেছেন, তাদের উৎপাদিত গাঁজা বিক্রির জন্য যথেষ্ট ডিস্পনেসারি পাওয়া যাচ্ছে না। গাঁজা খামারীদের আবেদনের প্রেক্ষিতে রাজ্য সরকার ১৯ জুলাই বুধবার উৎসব আনন্দের অনুষ্ঠানে ভ্রাম্যমাণ গাঁজা বিক্রির বিষয়টি অনুমোদন করেছে।

প্রকাশ্যে গাঁজা বিক্রির উদ্যোগটি ক্যানিবাস কন্ট্রোল বোর্ড অনুমোদন করেছে। এ অনুমোদনের ফলে তিন বা তার বেশি গাঁজা উৎপাদনকারী খুচরা বিক্রেতাদের সাথে সমন্বয় করে ডিসপেনসারির বাইরে বিক্রি করতে পারবে। এসব অনন্দ অনুষ্ঠান প্রাপ্ত বয়স্ক লোকজনের এবং স্থানীয়ভাবে নিয়ন্ত্রিত হতে হবে বলে অনুমোদনে বলা হয়েছে। এধরনের সমন্বয় ও অংশীদারিত্বের মাধ্যমে ভেইপ কার্টিজ সহ প্রক্রিয়াজাত গাঁজাও বিক্রি করা যাবে।

নিউইয়র্কের রাজ্য জুড়ে এরমধ্যেই ২০টি ডিসপেনসারিকে বিক্রির জন্য অনুমোদন দেয়া হয়েছে। আরও ৪০টি ডিসপেনসারির অনুমোদন দেয়া প্রক্রিয়াধীন। এরমধ্যে গাঁজা উৎপাদনকারীরা জানিয়েছে, আগের বছরের উৎপাদিত গাঁজাই তারা বিক্রি করতে না পেরে স্তূপ করে রেখে দিতে হচ্ছে। এরসাথে জগ হয়েছে এবারের উৎপাদন।

জাপা'র উদ্যোগে বিশেষ দোয়া ও মিলাদ মাহফিল

উত্তর আমেরিকা অফিস

জাতীয় পার্টির প্রতিষ্টাতা চেয়ারম্যান, বাংলাদেশের প্রয়াত সাবেক রাষ্ট্রপতি এইচ এম এরশাদ-এর চতুর্থ মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে জাতীয় পার্টি যুক্তরাষ্ট্র শাখার উদ্যোগে ১৪ জুলাই শুক্রবার জ্যাকসন হাইটস ইসলামিক সেন্টারে বাদ মাগরিব বিশেষ মিলাদ ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। মিলাদ ও দোয়া মাহফিলের পূর্বে জাতীয় পার্টি যুক্তরাষ্ট শাখার সভাপতি মোহাম্মদ এ বার ভূঁইয়া ও সাধারণ সম্পাদক আসেফ বারী টুটুল, সাবেক এমপি শহীদুর রহমান, সাংগঠনিক সম্পাদক ও কেন্দ্রীয় সদস্য আব্দুন নূর সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন।

এসময় জাতীয় পার্টির উল্লেখযোগ্য নেতৃবৃন্দের মধ্যে সহ সভাপতি সবির লস্কও ও এস এম ইকবাল, কোষাধক্ষ্য আবুল কাসেম চৌধুরী, দপ্তর সম্পাদক শক্তি গুপ্তা , কৃষি বিষয়ক সম্পাদক এন এস এন রুবেল, ডারাব ইউ জুলহাস, হেলাল উদ্দিন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

জ্যাকসন হাইটস ইসলামিক সেন্টারের খতিব ঈমাম মোহাম্মদ আব্দুস সাদিক মরহুম এইচ এম এরশাদ-এর ইসলাম সহ বিভিন্ন ধর্মের প্রতি যুগান্তকারী পদক্ষেপের প্রশংসা এবং দোয়া পরিচালনা করেন। ঈমাম তার দোয়ায় মহান রাব্বুল আল আমীন যেনো প্রয়াত রাষ্ট্রপতি এইচ এরশাদকে জান্নাতের সর্বোচ্চ স্থান দান করেন এবং বাংলাদেশের সূখ শান্তি কামনা করেন। মিলাদ ও দোয়া মাহফিল শেষে উপস্থিত মুসল্লীদেরকে যুক্তরাষ্ট জাতীয় পার্টি শাখার পক্ষ থেকে তবারক বিতরণ করা হয়। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

Wasi Choudhury & Associates LLC

আপনি কি I.R.S./STATE নোটিশ নিয়ে চিন্তিত?

SERVICES

- Represent Taxpayers for I.R.S./ State Audit
- Tax Preparation:
  Individual, Corporation, Partnership, LLC, Not-for-Profit, etc.
- Accounting:
  Payroll, Sales Tax, etc.
- Business Licenses
- ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রয়োজনে ফলো করা হয়।

IRS e-file
IRS AUTHORIZED E-FILE PROVIDER

Member: naea

Wasi Choudhury, EA
Admitted to Practice before the IRS
সদস্য, বোর্ড অব ট্রাস্টি, বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক

Tel: 718-440-6712
718-205-3460
Fax: 718-205-3475
Email: wasichoudhury@yahoo.com

ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে
ও পেমেন্ট করতে পারেন

37-22, 61st St., 1st Fl, Woodside, NY 11377

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD

Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু, হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:
718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:	JAMAICA OFFICE:
30-04, 36th Avenue LIC, NY 11106 Tel: 718-383-4500	170-12 Highland Avenue Jamaica Estates, NY- 11432 www.drmrahman.com

Tax & Immigration Services

MOHAMMED PIER
Lic. Realestate Asso, Broker
EA, IRS, RTRP & notary Public
Cell: 917-678-8532

IRS e-file

- Tax
- Immigration
- Real Estate
- Mortgage
- Notary

INCOME TAX
Income Tax Serice & Direct Deposit quick Refund & Electronic Filling

IMMIGRATION SERVICES
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

REAL ESTATE
For Buying & Selling houses
mortgage services

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

দীর্ঘ ১০ বছরের সাফল্য ও অভিজ্ঞতার ধারাবাহিকতায়

সকল ধরনের ইনস্যুরেন্সের জন্য একটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

আপনার গাড়ি বাড়ি ব্যবসা ও TLC ইন্সুরেন্সের
জন্য আমাদের প্রফেশনালদের সহায়তা নিন

Low Down Payment
No Extra Fee
6 Hours DDC Classs

Experienced
Tax Professional
IRS e-file
IRS Authorized e-file Provider

Auto Home Business & TLC Insurance
TDS Insurance Brokerage Corp.
BROOKLYN
118 Beverley Road, Brooklyn, NY 11218
Phone: 718-483-9310, Fax: 718-483-9311
Email: team@tdsinsurance.com

জ্যাকসন হাইটসের প্রাণকেন্দ্রে
সিপিএ'র মাধ্যমে ট্যাক্স ফাইল করুন

TAX FILING 2023
WE DO ALL TYPES OF TAXES

CONTACT
KALIANNA LAKSHMANAN,CPA,PC
7232 BROADWAY,SUITE 306
JACKSON HEIGHTS, NY 11372
Phone: 347-279-6001, 646 4818369
Fax: 718-799-9181
Email: lakashmanan@kali-cpa.com

আবু জামান
ম্যানেজার
Tel: 6462844776

KALIANNA LAKSHMANAN
CPA,PC
Tel: 347-279-6001

জব জব জব

আপনি কি আমেরিকাতে একটি সরকারী জব খুজছেন? আপনার কি হাইস্কুল ডিপ্লোমা, ব্যাচেলর অথবা মাষ্টার ডিগ্রী আছে? বাংলাদেশ অথবা ইউএস থেকে যদি থাকে তাহলে আর দেরী না করে আমাদের টিমে যোগ দিন এবং আপনার পছন্দমত ফিল্ডে একটি প্রফেশনাল জবের জন্য চেষ্টা করুন।

সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় (সিটি, স্টেট এবং ফেডারেল জবের) আপনাদের সর্বোচ্চ স্কোর পাওয়ার জন্য আমাদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা থাকে এবং সেভাবেই আমরা প্রার্থীকে প্রস্তুত করে দেই। (ম্যাথ, ইংরেজী এবং অন্যান্য ট্রিকি প্রশ্নাবলী সমৃদ্ধ আমাদের নিজস্ব প্রিপারেশন গাইড ব্যাংক)। আমেরিকার অন্য স্টেট থেকেও আমাদের টিমে যোগ দিতে পারেন।

তাছাড়া প্রফেশনাল রিজুমি, কভার লেটার এবং ফেইস টু ফেইস ইন্টারভিউ-এর জন্য তৈরী করা হয়। যাদের একাউন্টিং ব্যাকগ্রাউন্ড তাদেরকে কুইকবুক, পিচট্রি, পেরুল ও একাউন্টিং-এর টিউটরিংসহ সবাইকে কম্পিউটার বেসিক শিখানো হয়।

আগ্রহী প্রার্থীরা আজই যোগাযোগ করুন - ৭১৮-৫৩০-২৬০৫
email: roudro123@yahoo.com

এম এ জামান (বর্তমানে নিউইয়র্ক স্ট্যাট গভ-এ কর্মরত)
সাকসেস মাল্টিপারপাস এন্ড ক্যারিয়ার কনসালটিং ফার্ম (প্রতিষ্ঠাতা)
সার্টিফাইড বিজনেস ক্যারিয়ার স্কুল টিচার, দ্যা স্টেট ইউনিভার্সিটি অফ নিউইয়র্ক (জব ডেভেলপার)
প্রাক্তন সাবস্টিটিউট টিচার, নিউ ইয়র্ক সিটি ডিপার্টমেন্ট অফ এডুকেশন এবং
লেকচারার ইন একাউন্টিং, এম এল আই, নিউ ইয়র্ক, কুইন্স

বাড়ি ক্রয়ে
২৫% ডাউন
পেমেন্ট দিলে
নো ব্যাকগ্রাউন্ড
চেক

- রেন্টাল
- প্রপার্টি কেনা-বেচা, শর্ট সেল-নেগোসিয়েশন কেনাবেচার ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ
- অকশন-সিটি হাড (HUD) ব্যাংক
- মর্টগেজ ব্যবস্থা
- রি-ফাইন্যান্সসহ যাবতীয় সহযোগিতার জন্য কথা বলুন

Please call or text
646 284 4776
Abu Zaman
Licensed Real Estate Salesperson
abuzaman45@hotmail.com

Silver & Gold Realty

MITU DISABILITY CENTER
MITU PHYSICAL THERAPY P.C.
MITU HOME CARE LLC.

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে
প্রতি মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার
পেতে পারেন

RONJAN
(Disability Consultant)
646-730-8416

JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

MITU DISABILITY CENTER
- স্টেট ডিসএ্যাবিলিটি (TANF)
- ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি (SSI, SSDI)
- এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
- ইমিগ্রেশনের বিষয়ে সাহায্য করা হয়।

পরীক্ষা ছাড়াই আমেরিকার সিটিজেনশীপ
N-648 WAIVER

MITU PHYSICAL THERAPY P.C.
আমরা যেকোন ধরনের ব্যাথা / জয়েন্ট পেইনের জন্য থেরাপী দিয়ে থাকি। ঘাড়ের ব্যাথা, পিঠের ব্যাথা, হাঁটুর ব্যাথা, গোড়ালীর ব্যাথা, মাংসের ব্যাথা, অবশ হওয়া, ঝিনঝিন করা, মাথা ঘোরা এবং সাইটিকা টিস্যুর ব্যাথা নিরাময়ের চিকিৎসা দিয়ে থাকি।
Nagah A. Alaidy
(ফিজিক্যাল থেরাপিষ্ট)

MITU HOME CARE LLC.
আপনি প্রতি সপ্তাহে আয় করুন
আপনার মা-বাবা, শ্বশুর-শাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব অথবা যেকোন রোগীকে সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন। আমেরিকায় রোগীকে সেবা করার সম্পূর্ণ খরচ সরকার বহন করে থাকে।

3747, 73rd Street, Suite # 215
Jackson Heights, NY 11372
(Kings Plaza)
Phone: 718-701-2666, 646-730-8416, Fax: 718-225-1025
Email: bonijronjan@yahoo.com

আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যাপারে ফ্রি পরামর্শ
B1/B2 সহ অন্য যে-কোন নন-ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাসের জন্য রয়েছে অনেক সুযোগ

- ব্যাবসায়ী ও কর্পোরেট প্রফেশনালদের জন্য আছে L1A বা E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- Small ইনভেস্টরদের জন্য আছে সহজেই অল্প বিনিয়োগে আমেরিকান franchise ক্রয়ের মাধ্যমে E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরকিায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- বিপদগ্রস্থ পলিটিশিয়ান ও এন.জি.ও কর্মীদের জন্য পলিটিকাল এসাইলামের আবেদন করে ৬ থেকে ৮ মাসের মধ্যে সোশাল সিকিউরিটি ও ওয়ার্ক পারমিট সহ বসবাসের সুযোগ

-যারা এক বছর বা তার আগে গ্রীনকার্ডের জন্য এপ্লাই করে অপেক্ষা করছেন তাদের জন্য রয়েছে সুখবর।

-আমরা এখন H1B ও EB5 এর ব্যাপারেও সহায়তা করি।

স্বনামধন্য আমেরিকান Lawyer এর মাধ্যমে VISA/Case প্রসেস করে থাকি

FRANCHISE BROKER ACADEMY
Member

H1B	L1A VISA
EB5	E2 VISA
POLITICAL ASYLUM	

হটলাইন : +১ ২০১ ৪৫৬ ৩১০৩
সপ্তাহে ৭ দিনই খোলা

Captor USA, Inc.
Franchise & Business Consulting Firm
37-16, 73rd Street, Suite #402, Jackson Heights, NY 11372
Phone: +1 (718) 433 9001, +1 (718) 433 9002; Fax: +1 (718) 744 9590
Cell: (201) 456-3103, (646) 707 9067; Email: captor.usa@gmail.com, iftekhar.cml@gmail.com
New addres 37-16, 73 street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372

ডিসি বইমেলা নিয়ে ব্যাপক প্রস্তুতি

উত্তর আমেরিকা অফিস

২৬ ও ২৭ আগষ্ট ওয়াশিংটন ডিসিতে অনুষ্ঠিত হচ্ছে চতুর্থ বইমেলা। ডিসি বইমেলা নামে পরিচিত এ মেলাকে সফল করার জন্য ব্যাপক প্রস্তুতি চলছে। ২৩ জুলাই শনিবার অনুষ্ঠিত হয়েছে তহবিল সংগ্রহে নৈশভোজ।

ডিসি বইমেলার আহবায়ক দোস্তগীর জাহাঙ্গীর জানিয়েছেন, এবারের বইমেলায় লেখক, সাহিত্যিক, কবি, শিশু সাহিত্যিক, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বসহ সমাজের বিভিন্ন স্তরের ব্যক্তিত্বগণ উপস্থিত থাকবেন। তিনি জানান, এবারের অন্যতম আকর্ষণ হচ্ছে - বাংলাদেশের ফোক সঙ্গীত ও বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব পারফর্মিং আর্টস-নিউইয়র্কের বিশেষ পরিবেশনা। সেই সাথে বইমেলায় আগতরা প্রখ্যাত কবি, সাহিত্যিক ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সাথে আলাপচারিতার সুযোগ। এছাড়া, পাঠ উন্মোচন, কিশোর-কিশোরীদের চিত্রাংকন, বিশেষ নৃত্য, গানের ছোঁয়ায় কবিতা, শর্ট ফিল্ম ইত্যাদি থাকছে এবারের বই মেলায়। এবারের বইমেলায় অংশ নিতে ইতোমধ্যেই বাংলাদেশের বাতিঘর, কথা প্রকাশ, ইউপিএল, অন্য প্রকাশ ও স্বদেশ-শৈলি এবং পশ্চিমবঙ্গের প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান সংস্কৃতিসহ মোট সাতটি প্রকাশনী সংস্থা নাম লিপিবদ্ধ করেছে। এবারের বইমেলার শ্লোগান - বিশ্বজুড়ে বাংলা বই।

ডিসি বইমেলার প্রধান সমন্বয়ক ড. নজরুল ইসলাম বলেন, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে বিশ্বে ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসিতে ধারাবাহিকভাবে এ বইমেলা আয়োজন করা হচ্ছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে কবি-সাহিত্যিকরা এই বইমেলায় মিলিত হবেন বলে আশা করা যাচ্ছে।

পারিবারিক ছুটিতে বইমেলা উপভোগের পাশাপাশি রাজধানী ওয়াশিংটন ডিসি'র আশেপাশের ঐতিহাসিক স্থান পরিদর্শণের সুযোগ গ্রহণ করতে ডিসকাউন্ট মূল্যে ভার্জিনিয়ার স্টার্লিং- ডালাসে অবস্থিত হলিডে ইন ওয়াশিংটন হোটেলে অবস্থানের সুবিধা পাওয়া যাবে। এই হোটেলেই অনুষ্ঠিত হবে দু'দিনের এবারের বইমেলা।

ডিসি বইমেলার সমন্বয়ক আতিয়া মাহজাবিন নিতুর উপস্থাপনায় আলোচনা সভায় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বইমেলার প্রধান উপদেষ্টা ভয়েস অব আমেরিকা বাংলা বিভাগের প্রাক্তন প্রধান রোকেয়া হায়দার, ভয়েস অব আমেরিকা বাংলা বিভাগের প্রাক্তন ব্যবস্থাপনা সম্পাদক সরকার কবির উদ্দিন প্রমুখ।

লায়ন্স ক্লাবের অভিষেক ২৬ আগষ্ট

উত্তর আমেরিকা অফিস

২১ জুলাই শুক্রবার গোল্ডেন এজ পার্টি হলে অনুষ্ঠিত হয় বাংলাদেশি লায়ন্স ক্লাবের 'মিট এন্ড গ্রিট' অনুষ্ঠান। ব্যতিক্রমধর্মী এ আয়োজনে লায়ন্স ক্লাবের সদস্য ছাড়াও দলমত নির্বিশেষে কমিউনিটির নেতৃবৃন্দ যোগ দিয়েছিলেন।

লায়ন্সের নবনির্বাচিত সভাপতি ও সাপ্তাহিক আজকালের সম্পাদক শাহ নেওয়াজ ও সাধারন সম্পাদক জেএমএম রাসেলকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন কমিউনিটির গুরুত্বজনেরা। উৎসব মুখর পরিবেশে মুর্হুমুর্হু করতালির মধ্যে শাহ নেওয়াজ লায়ন্সের নবনির্বাচিত কর্মকর্তাদের অভিষেকের স্থান ও তারিখ ঘোষণা করেন। আগামী ২৬ আগষ্ট কুইন্সের লার্গোডিয়া ম্যারিয়ট হোটেলে এ অভিষেক অনুষ্ঠিত হবে। শুভেচ্ছা বক্তব্যে শাহ নেওয়াজ বলেন, লায়ন্স ক্লাবকে কমিউনিটির আস্থার সংগঠনে পরিনত করতে হবে। মতামতের ভিন্নতা থাকতে পারে। কিন্তু ক্লাব কাজ করবে এক ছাতার নীচে। মনে রাখতে হবে, এই ক্লাব দিনদিন মানুষের আস্থার যায়গাটি দখল করে নিচ্ছে। ঐক্যই আমাদের শক্তি। আগামীতে ঐক্য, সহনশীলতা ও সহমর্মিতায় ক্লাব এগিয়ে যাবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। অভিষেক সফল করার জন্য গঠিত হয়েছিল একটি কনভেনিং কমিটি। এতে ক্লাবের বিদায়ী সাধারন সম্পাদক হাসান জিলানী আহবায়ক, সারোয়ার খান বাবু সদস্য সচিব ও রফিকুল ইসলাম ডালিম চীফ কো-অর্ডিনেটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাইয়ের বনভোজন ও মিলনমেলা

উত্তর আমেরিকা অফিস

১৬ জুলাই রোববার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশনের বনভোজন ও মিলনমেলা অনুষ্ঠিত হয়। নিউইয়র্কের লং আইল্যান্ডে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যরে নীলভূমি ওয়ান্টাগা পার্কে অনুষ্ঠিত এই বনভোজনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় তিনশত সাবেক শিক্ষার্থীর পদচারনায় বনভোজনস্থল হয়ে উঠে এক টুকরো মিনি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস। বৃষ্টিভেজা আবহাওয়া উপেক্ষা করে সকাল ১০টা থেকেই এলামনাইরা বনভোজন এলাকায় উপস্থিত হতে থাকেন।

সংগঠনের সভাপতি সাঈদা আকতার লিলির উদ্বোধনী বক্তৃতার পর পরই সাধারন সম্পাদক গাজী সামসউদ্দীনের নেতৃত্বে শুরু হয় সকালের নাস্তা পরিবেশন। তাকে সহযোগিতা করেন বনভোজন উপকমিটির আহ্বায়ক রুহুল আমীন সরকার, যগ্ম আহবায়ক মো: ইউসুফ আলী ও সদস্য সচিব লিয়াকত আলী। সকালের নাস্তার পর শুরু হয় খেলাধুলা। বিপুলসংখ্যক এলামনাই ও তাদের পরিবারের সদস্য ও ছেলে-মেয়েদের অংশগ্রহনে বনভোজনের খেলার মাঠ হয়ে উঠে যেন বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় স্টেডিয়াম।

খেলাধুলার অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন গোলাম মোস্তফা, তাজুল ইসলাম ও এম. এস. আলম। তাদেরকে সার্বিকভাবে সহযোগিতা করেন রুহুল সরকার, মো: ইউসুফ ও লিয়াকত আলী। সার্বিক তত্বাবধানে ছিলেন সাইদা আকতার লিলি ও গাজী সামসউদ্দীন।

খেলাধুলার পরপরই পরিবেশন কারা হয় মধ্যাহ্নভোজ। জ্যামাইকার সাগর রেস্টুরেন্টের মুখরোচক খাবারের মাধ্যমে প্রায় তিনশত এলামনাই, তাদের পবিারের সদস্যবৃন্দ ও সম্মানিত অতিথিবৃন্দ চরম তৃপ্তির সাথে ভোজে অংশ নেন।

শুরু হয় স্মৃতিচারণ ও আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দের শুভেচ্ছা বক্তৃতা। সভাপতি সাঈদা আকতার লিলির সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক গাজী সামসউদ্দীনের পরিচালনায় স্মৃতিচারণ ও আলোচনাসভা প্রানবন্ত হয়ে উঠে। অতিথিদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন এটর্নি মঈন চৌধুরী, ডা: চৌধুরী সারওয়ারুল হাসান।

আলোচনা ও স্মৃতিচারণ অনুষ্ঠান শেষে সাংস্কৃতিক সম্পাদক নূপুর চৌধুরী ও গোলাম মোস্তফার পরিচালনায় শুরু হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। গান পরিবেশন করেন রওশন আরা কাজল, ফখরুল আলম ও অন্যান্য শিল্পীরা। পুরুস্কার বিতরণী ও র‍্যাফেল ড্র অনুষ্ঠান অনুষ্ঠানপরিচালনা করেন রুহুল আমীন সরকার, ইউসুফ আলী ও লিয়াকত আলী।

জাতিসংঘ ভবনের সামনে বিএনপির বিক্ষোভ

উত্তর আমেরিকা অফিস

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পদত্যাগ ও তত্বাবধায়ক সরকারের দাবীতে নিউইয়র্ক মহানগর বিএনপি (উত্তর) এর উদ্যোগে ও নিউইয়র্ক মহানগর (দক্ষিণ) ও স্টেট বিএনপির সমর্থনে ২৫ জুলাই মঙ্গলবার জাতিসংঘ ভবনের সামনে বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

নিউইয়র্ক মহানগর (উত্তর) বিএনপি'র আহবায়ক আহবাব চৌধুরী খোকনের সভাপতিত্বে ও সদস্য সচিব ফয়েজ চৌধুরীর পরিচালনায় উক্ত বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন নিউইয়র্ক মহানগর (দক্ষিণ) বিএনপি'র আহবায়ক হাবিবুর রহমান সেলিম রেজা, নিউইয়র্ক স্টেট বিএনপির আহবায়ক ওলিউল্লাহ আতিকুর রহমান, বিএনপি নেতা গোলাম ফারুক শাহীন, স্টেট বিএনপির সদস্য সচিব সাইদুর রহমান সাইদ, স্বেচ্ছাসেবক দলের কেন্দ্রীয় আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক মকসুদুল হক চৌধুরী, জাতীয়তাবাদী মহিলা দলের কেন্দ্রীয় আন্তর্জাতিক সম্পাদক মিসেস মমতাজ আলো, জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবক দলের সহ আন্তর্জাতিক সম্পাদক সাইফুর খান হারুন, নিউইয়র্ক মহানগর (দক্ষিণ) যুগ্ম আহবায়ক সোরহাব হোসেন প্রমুখ।

সমাবেশে বক্তারা আওয়ামী লীগ সরকারের সমালোচনা করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পদত্যাগ সহ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে জাতীয় নির্বাচন দাবী এবং প্রবাসেও সরকার বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলা হবে বলে হুশিয়ারী উচ্ছারণ করেন। বিক্ষোভ সমাবেশে অংশগ্রহনকারীরা সরকার বিরোধী নানা শ্লোগান দেয় এবং সরকারের পদত্যাগ সহ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে জাতীয় নির্বাচন দাবী করেন। সমাবেশ শেষে বিভিন্ন দাবী দাওয়া সম্বেলিত একটি স্বারকলীপি জাতিসংঘ মহাসচিব বরাবরে প্রেরণ করা হয় বলে আহবাব চৌধুরী খোকন ইউএনএ প্রতিনিধিকে জানান।

বর্ণিল আয়োজনে ঠিকানার ৩৪তম পুনর্মিলনী উদযাপিত

৭ লেখককে সম্মাননা

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত ও বহির্বিশ্বে সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা সংবাদপত্র 'ঠিকানা'র জন্মদিন উদযাপন। পত্রিকাটির ৩৪ বছরে পদার্পণ উপলক্ষে ১৬ জুলাই রোববার দুপুরে ওয়ার্ল্ড ফেয়ার মেরিনাতে আয়োজন করা হয় এক পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানের। সঙ্গে ছিল পত্রিকাটির বিশিষ্ট লেখকদের সম্মাননা প্রদান। তাইতো ঝড়বৃষ্টি মাথায় নিয়ে দুপুর হতেই ওয়ার্ল্ড ফেয়ার মেরিনায় সমবেত হতে থাকেন সুহৃদ, স্বজন ও শুভানুধ্যায়ীরা। সময় গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে থাকে অতিথিদের উপস্থিতি। একে একে আসতে থাকেন মূলধারার রাজনীতিবিদ, কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, কবি-সাহিত্যিক, লেখক-সাংবাদিকসহ প্রবাসের বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ। একটা সময় সবার প্রাণবন্ত উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানস্থল কানায় কানায় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। বৃষ্টিঝরা দুপুরে পরিচিতজনদের সঙ্গে আলাপচারিতা ও গল্পে উপভোগ্য সময় কাটান অতিথিরা। সাত শতাধিক আমন্ত্রিত অতিথি অনুষ্ঠানে যোগ দেন। তারা ঠিকানাকে জানান ফুলেল শুভেচ্ছা।

অনুষ্ঠানে আগত অতিথিরা বলেন, প্রবাসীদের আস্থা ও বিশ্বস্ততার আরেক নাম ঠিকানা। পত্রিকাটি ছোট-বড় সকল মহলের পাঠযোগ্য। কেবল সংবাদ প্রকাশের মধ্যেই পত্রিকাটি নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখেনি, প্রবাসে বাংলাদেশি কমিউনিটি বিনির্মাণেও প্রতিনিয়ত কাজ করে চলেছে। সত্যকে পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ করতে ঠিকানার বিকল্প নেই। প্রবাসে বাংলাদেশের কৃষ্টি-সংস্কৃতি তুলে ধরে বহির্বিশ্বে বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে ঠিকানা। বক্তারা আগামী দিনেও ঠিকানার পাশে থাকার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। এই মিলনমেলায় বিশিষ্টজনদের সামনে ঠিকানার পক্ষ থেকেও সত্য প্রকাশে অবিচল থাকা এবং প্রবাসী বাংলাদেশিদের কল্যাণে নিরন্তর কাজ করে যাওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়।

অনুষ্ঠান উপস্থাপনা করেন জনপ্রিয় ও প্রখ্যাত অভিনেত্রী ও উপস্থাপক শিরিন বকুল এবং জনপ্রিয় উপস্থাপক ও সাংবাদিক আশরাফুল হাসান বুলবুল। ওইদিন দুপুর সাড়ে ১২টা থেকে শুরু হয়ে অনুষ্ঠান চলে বিকেলে পাঁচটা পর্যন্ত। অনুষ্ঠানের বিভিন্ন পর্বে ছিল উদ্বোধনী পর্ব, উদ্বোধনী নৃত্য, স্বাগত পর্ব। অনুষ্ঠনের শুরুতে ঠিকানার পরিচিতি তুলে ধরা হয়। এর পরই আসে উদ্বোধনী ঘোষণা। বাজানো হয় বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত ও আমেরিকার ন্যাশনাল অ্যানথিম। এ সময় উপস্থিত অতিথিরা দাঁড়িয়ে দুই দেশের প্রতি সম্মান জানান। অনেকেই বাংলাদেশের জাতীয় সংগীতের সঙ্গে কণ্ঠ মেলান। এরপর বীর মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদদের প্রতি এবং বিশ্বের সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলনে শহীদদের প্রতি ঠিকানার পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা ও সম্মান জানানো হয়। এ সময় সবাই দাঁড়িয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করেন। এর পরই ছিল উদ্বোধনী নৃত্য। এই পর্বে দেশাত্মবোধক নাচ পরিবেশিত হয়। নৃত্য পরিবেশনায় ছিল নীলা জেরিন ডান্স একাডেমি। তারা দেশাত্মবোধকসহ চার ধরনের নাচ পরিবেশন করে। তাদের নৃত্য পরিবেশনা অতিথিদের মুগ্ধ করে।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন ঠিকানার প্রধান সম্পাদক মুহম্মদ ফজলুর রহমান। তিনি তার বক্তৃতায় ঠিকানার শুরু, পথচলা, সাফল্য এবং কমিউনিটি বিনির্মাণে ঠিকানার অবদানের কথা তুলে ধরেন। এরপর বক্তব্য দেন ওয়াশিংটনস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের প্রেস মিনিস্টার এজেডএম সাজ্জাদ হোসেন এবং নিউইয়র্কে বাংলাদেশ কনস্যুলেটের ফার্স্ট সেক্রেটারি প্রসূন চক্রবর্তী। তারা ঠিকানার সাফল্য কামনা করেন।

অনুষ্ঠানের মূল বক্তা ছিলেন ঠিকানার সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি ও সাবেক এমপি এম এম শাহীন। তিনি তার বক্তৃতায় ঠিকানার শুরু, পথচলা এবং ৩৪ বছর ধরে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশনা অব্যাহত রাখার সংগ্রামের কথা তুলে ধরেন। ঠিকানা কমিউনিটির জন্য যে অবদান রেখে চলেছে, তাও উল্লেখ করেন। বাংলাদেশের আসন্ন দ্বাদশ নির্বাচনে তিনি অংশগ্রহণ করবেন বলেও উপস্থিত অতিথিদের অবহিত করেন এবং তাদের দোয়া কামনা করেন। আগামী নির্বাচনে বিজয়ী হলে প্রবাসীদের জন্য কী কী ভূমিকা রাখতে চান, সেটাও উল্লেখ করেন।

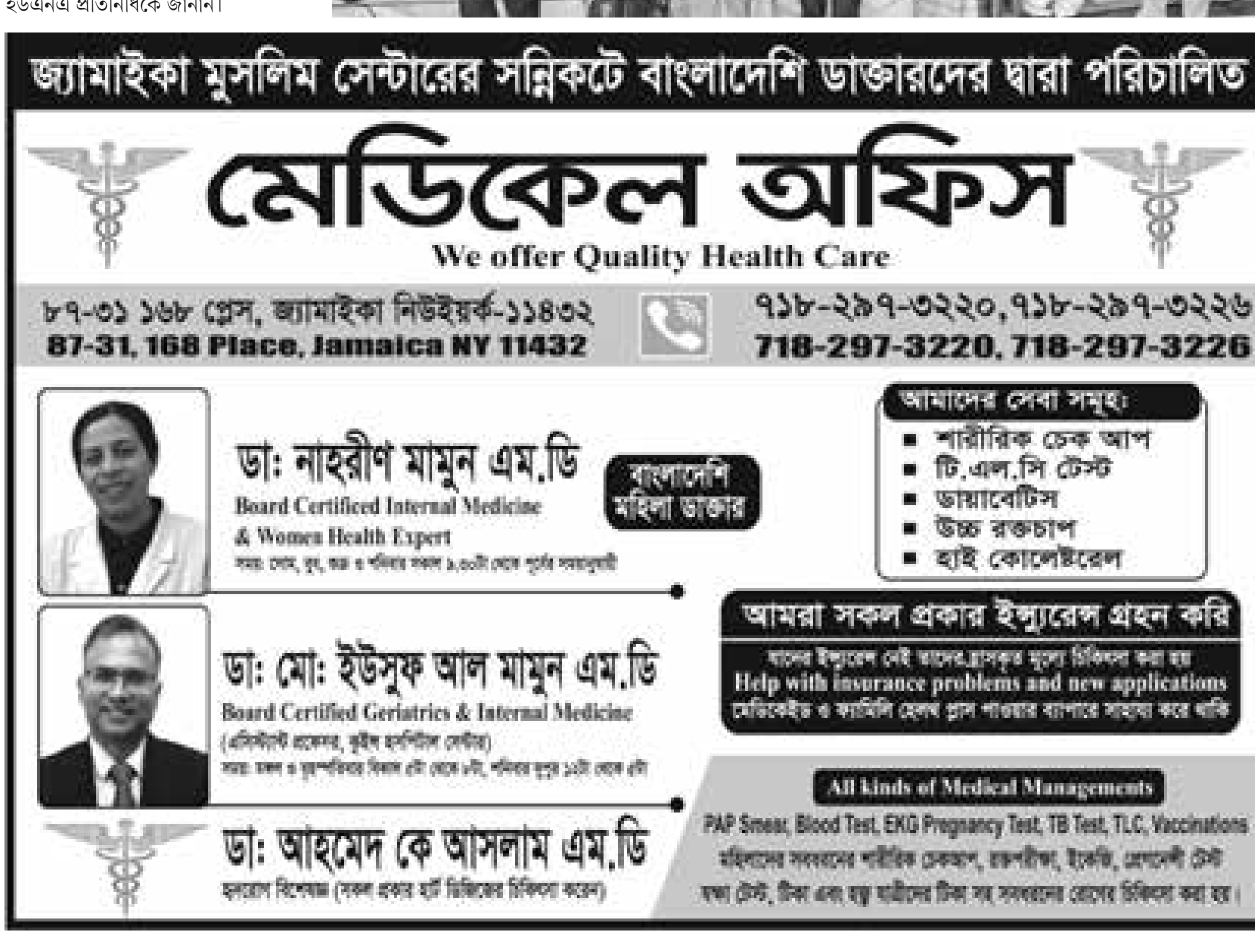

তিন বিশিষ্টজনকে সম্মাননা দিয়েছে বেন

বিশেষ প্রতিনিধি

বাংলাদেশ এনভায়রনমেন্ট নেটওয়ার্ক-বেন, তাদের ২৫ বছর পূর্তি অনুষ্ঠানে তিন বিশিষ্ট বাংলাদেশি আমেরিকানকে সম্মাননা জানিয়েছে। ২২ জুলাই শনিবার নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত পরিবেশ মেলা এবং ২৫ বছর পূর্তি অনুষ্ঠানে নিজ নিজ অবদানের জন্য তাদের সম্মাননা জানানো হয়। নিজেদের পেশার সীমানা ছাড়িয়ে এসব সম্মাননা পাওয়া লোকজন মানবতার কাজে দৃষ্ঠান্তমুলক অবদান রেখেছেন।

বাংলাদেশ পরিবেশ নেটওয়ার্ক সম্মাননা পেয়েছেন প্রফেসর ডাঃ মোহাম্মদ সাদুজ্জামান চৌধুরী, প্রফেসর এমবি জামান এমডি এবং সৈয়দ টিপু সুলতান। যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করা এসব পেশাজীবী নীরবে কমিউনিটির জন্য, সীমানা ছাড়িয়ে দেশের জন্য নিবেদিতভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। নিজেদের সব ধরনের কোলাহল থেকে আড়াল করে মানবতার সেবায় নিয়োজিত এসব পেশাজীবীদের নিয়ে আমেরিকায় স্বদেশীরা গর্ব করে থাকেন। বাংলাদেশ পরিবেশ নেটওয়ার্ক তাদের ২৫ বছর পূর্তির জমজমাট অনুষ্ঠানে এসব পেশাজীবীদের সম্মাননা জানানোর বিষয়টি ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হচ্ছে।

সম্মাননা পাওয়া মোহাম্মদ সাদুজ্জামান চৌধুরী নিউইয়র্ক মেডিকেল কলেজের ইউরোলজি বিভাগের চেয়ারম্যান এবং প্রোগ্রাম ডিরেক্টর হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন গত ৪০ বছর থেকে। যুক্তরাষ্ট্রের চিকিৎসা ক্ষেত্রে অবদান রেখেই তিনি খ্যাতিমান হননি। এ দেশের অনেক হাই প্রোফাইল লোকজনের চিকিৎসা করা ছাড়াও অসংখ্য চিকিৎসককে তিনি প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। তাঁর এ প্রশিক্ষণের বিস্তৃতি আমেরিকা থেকে বাংলাদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত। আমেরিকার শতশত পেশাজীবী চিকিৎসককে প্রশিক্ষণ প্রদান করে তিনি সম্মানজনক পদক লাভ করেছেন। চরম ব্যস্ততার মধ্যেও ডাঃ সাদুজ্জামান চৌধুরী বছরে দুইবার বাংলাদেশ সফর করেন। বাংলাদেশের চিকিৎসকদের মধ্যে ইউরোলজি বিষয়ে আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থার প্রশিক্ষণ দিয়ে আসছেন তিনি বহু বছর থেকে।

বাংলাদেশ পরিবেশ নেটওয়ার্কের সম্মাননা পেয়েছেন প্রফেসর এমবি জামান এমডি। নিউইয়র্ক মেডিকেল কলেজের প্যাথলজি বিভাগের সাবেক প্রোগ্রাম ডিরেক্টর। আমেরিকায় ও বাংলাদেশে এ চিকিৎসককে সম্মানের সাথে দেখা হয় তাঁর কাজের জন্য। গত চার দশকের বেশি সময় থেকে এমবি জামান আমেরিকার শতশত চিকিৎসককে প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। প্যাথলজি চিকিৎসার বৈপ্লবিক পরিবর্তন এবং ক্যান্সার রোগের সনাক্ত করণ নিয়ে বাংলাদেশের চিকিৎসকদেরও তিনি প্রশিক্ষণ দিয়ে আসছেন। সম্পূর্ন স্বউদ্যোগে এমন কাজে তিনি নিয়জিত আছেন। গত প্রায় ২০ বছর থেকে প্রফেসর এমবি জামান প্রতিবছর বাংলাদেশে সফর করছেন। সে সময়টিতে বাংলাদেশি চিকিৎসকদের হাতেকলমে প্রশিক্ষণ দিয়ে আসছেন। এছাড়াও বাংলাদেশ থেকে শতশত প্যাথলজিস্টকে আমেরিকায় নিয়ে আসা এবং আমেরিকার চিকিৎসার আধুনিক ব্যবস্থা সম্পর্কে সরাসরি অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ সৃষ্টিতে অনন্য ভূমিকা পালন করে আসছেন এমবি জামান এমডি।

বাংলাদেশ পরিবেশ নেটওয়ার্কের সম্মাননা প্রাপ্ত অন্যজন হচ্ছেন ফার্মাসিস্ট সৈয়দ টিপু সুলতান। ফার্মাসিস্ট হয়েও একজন পরিবেশ যোদ্ধা হিসেবে পরিচিত সৈয়দ টিপু সুলতান। সীমান্তে বাঁধ নির্মান এবং পানি সংকট নিয়ে টিপু সুলতান সক্রিয় সংগঠক হিসেবে দীর্ঘদিন থেকে সোচ্চার রয়েছেন। নিউইয়র্কে বসবাস করা সৈয়দ টিপু সুলতান নিজের তহবিলে বাংলাদেশে গড়ে তুলেছেন একটি অনুকরণীয় প্রতিষ্ঠান। যেখানে ভেষজ বাগান সহ কৃষি গবেষণা কেন্দ্র রয়েছে। রয়েছে চিকিৎসা কাজে ব্যবহৃত বৃক্ষের গুরুত্বপূর্ণ সংগ্রহ। অলাভজনক এবং প্রতিরোধমুলক এবং উপশমকারী স্বাস্থ্যসেবাকেন্দ্র ।

টাইম স্কোয়ারে বিলবোর্ডে চমক দিয়ে সুড়ঙ্গ'র যুক্তরাষ্ট্র যাত্রা শুরু

উত্তর আমেরিকা অফিস

বলা হয়ে থাকে , পৃথিবীর কেন্দ্রবিন্দু নিউ ইয়র্কের টাইম স্কোয়ার । ঝকমকে আলোর উজ্জ্বলতায় এই টাইম স্কোয়ারে জনতা এবং পর্যটকের ভীর সব সময় – দিন, রাত । আর এখানেই ২০ জুলাই বৃহস্পতিবার প্রথম বারের মত কোন বাংলাদেশী চলচ্চিত্র -"সুড়ঙ্গ" এই বিশাল বিলবোর্ডে মাঝে স্থান করে নিল। বায়োস্কোপ ফিল্মস এভাবেই "সুড়ঙ্গ" এর প্রচারে এক নতুন মাত্রা যোগ করলো ।

প্রতি ঘন্টায় ৪ বার করে ৪৫ সেকেন্ড দীর্ঘ "সুড়ঙ্গ" এর বিজ্ঞাপন্ টি কেবল উপস্থিত দর্শকরাই নয় – লাইভ ওয়েবক্যাম দিয়ে পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ মানুষের ঘরে বাংলা ছবির আন্তর্জাতিক আবির্ভাব জানিয়ে গেল ।

২১ জুলাই শুক্রবার বহুল প্রতীক্ষিত রায়হান রাফি পরিচালিত আফ্রান নিশো'র অভিনীত প্রথম চলচ্চিত্র "সুড়ঙ্গ" মুক্তি পাচ্ছে নিউ ইয়র্ক এবং লস আঞ্জেলেসে।

২১ জুলাই শুক্রবার নিউ ইয়র্কের জ্যামাইকা মাল্টিপ্লেক্সে প্রতিদিন ৪টি শো করে মোট ২৮টি শো'র ব্যবস্থা করা হয়েছে । তবে জানা গেছে – প্রথম দিন শুক্রবারের ৪টি শো'র ভেতর দুটা শো সোল্ড আউট হয়ে গেছে ইতিমধ্যে ।

আর আমেরিকার পশ্চিম তীরে চলচ্চিত্রের শহর লস আঞ্জেলেসে হলিউডে ল্যামলী নর্থ হলিউড ৭ প্রেক্ষাগৃহে সপ্তাহ ব্যাপী প্রদর্শনী হবে "সুড়ঙ্গ" এর ।

তারপর ২৮ জুলাই শুক্রবার যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে প্রায় ১০০ টি প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে "সুড়ঙ্গ" ।

যুক্তরাষ্ট্র কানাডা এবং মধ্যপ্রাচ্যে "সুড়ঙ্গ" ছবির পরিবেশনা'র দায়িত্ব প্রাপ্ত পরিবেশনা প্রতিষ্ঠান বায়োস্কোপ ফিল্মস এর কর্ণধার রাজ হামিদ এবং নউশাবা রশিদ বলেন, আমরা অত্যন্ত আনন্দিত । এরকম ব্যপ্তি নিয়ে আমরা কোন ছবি এর আগে পৃথিবী জুড়ে পরিবেশনা করিনি । রায়হান রাফি আমাদের অত্যন্ত প্রিয়ভাজন পরিচালক । আফরান নিশোর বিশাল ভক্তকূল রয়েছেন আমেরিকা কানাডায় । ছবিটি নিয়ে আমাদের উচ্চাভিলাষ আছে নিঃসন্দেহে । প্রথম বার কোন বাংলাদেশী ছবি টাইম স্কোয়ারের বিলবোর্ডে দেখানো নিউ ইয়র্ক বাসির জন্য আমাদের উপহার – কারণ তারা সব সময় আমাদের পাশে ছিলেন ।

বায়োস্কোপ ফিল্মস "সুড়ঙ্গ" দুবাই এবং সৌদি আরব এ জুগপৎ মুক্তি দিচ্ছে ৫ আগষ্ট। ছবিটি ভারতেও মুক্তি পাচ্ছে ২১ জুলাই শুক্রবার কলকাতা সহ সারা দেশে SVF এর ব্যানারে ।

উল্লেখ্য , "সুড়ঙ্গ" যৌথ ভাবে প্রযোজনা করেছেন আলফা-আই এবং চরকি এবং এই ছবিতে অভিনয় করেছেন – আফরান নিশো, তমা মির্জা , শহিদ উজ্জামান সেলিম প্রমূখ।

গেট শেডস ডাউন

ডেস্ক রিপোর্ট

নিউইয়র্ক সিটিতে ভবন পাশের শেড অপসারণের কাজ শুরু হয়েছে। নগরের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য এ উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। সিটি জুড়ে প্রায়ই দেখা যায় উঁচু দালানের পাশে ফুটপাথের উপর অস্থায়ী শেড। অনেকসময় এসব করা হয় নাগরিক নিরাপত্তার জন্য। নির্মান কাজের জন্যও উপর থেকে পথচারীর উপর যাতে কিছু পড়ে না যায়, এ নিয়ে সিটির অনুমোদন নিয়েই শেড নির্মান করা হয়। অনুমোদনের মেয়াদ চলে যাওয়ার পরও এমন শেড পড়ে থাকে বছরের পর বছর।

নিউইয়র্ক সিটিতে আউটডোর ডাইনিং এর জন্য অস্থায়ী শেড নির্মানের অনুমোদন দেয়া হয়েছে। ডাইনিং শেড থেকে এ শেড পৃথক। মেয়র এরিক অ্যাডামস এবং সিটির বিল্ডিংস ডিপার্টম্যান্ট কমিশনার জিমি ওডো ২৪ জুলাই সোমবার পরিছন্ন অভিযান কর্মসুচী অবমুক্ত করেছেন। 'গেট শেডস ডাউন' নামের এ কর্মসুচীতে সিটির ফুটপাথের উপর ঝুলে থাকা স্থাপনাগুলো উঠিয়ে দেয়া হবে। এ নিয়ে ভবন মালিকদের নোটিশ দেয়া হচ্ছে। কতৃপক্ষের দেয়া তথ্য মতে সিটির প্রায় ৪০০ মাইল ফুটপাথ এমন শেড দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে। সিটি জুড়ে প্রায় ৯ হাজার এমন শেড রয়েছে, যেগুলো ৫০০ দিনেরও বেশি দিন থেকে ঝুলে আছে। এছাড়া এক হাজার শেড রয়েছে তিন বছরের বেশী থেকে পড়ে আছে।

এবার কোরআন পোড়ানো হলো ডেনমার্কে, ইরাকে বিক্ষোভ

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহেগেনে ইরাক দূতাবাসের সামনে গতকাল সোমবার ইসলামের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ কোরআন পুড়িয়েছেন 'ড্যানিশ প্যাট্রিয়ট' গ্রুপের দুই বিক্ষোভকারী। এ ঘটনার নিন্দা জানিয়েছে ইরাক। বিবিসি এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে। ইরাকের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) কর্তৃপক্ষকে বাকস্বাধীনতা এবং বিক্ষোভের অধিকারের সুরক্ষার বিষয়টি অবিলম্বে আরও একবার ভেবে দেখার আহ্বান জানিয়েছে।

তৌফিকুর রহমান ফারুক আর নেই

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্কে বাংলাদেশি কমিউনিটির প্রিয় মুখ তৌফিকুর রহমান ফারুক (৬৬) আর নেই। ২৪ জুলাই সোমবার দুপুরে তিনি ইন্তেকাল করেন। ইন্না লিল্লাহি ও ইন্নাইলাহি রাজিউন। তৌফিকুর রহমান ফারুক দুরারোগ্য ক্যান্সার রোগে ভোগছিলেন।

বিশ্বনাথ প্রবাসী কল্যাণ সমিতি , বাংলাদেশ সোসাইটি অব ব্রঙ্কস, বাংলাদেশী আমেরিকান ন্যশনাল ডেমোক্রেটিক সোসাইটি (BANDS) সহ বিভিন্ন সংগঠনের সাথে যুক্ত ছিলেন মরহুম ফারুক। প্রায় চার দশক থেকে যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসি ফারুক কমিউনিটির একজন সক্রিয় সংগঠক ছিলেন। একজন পরোপকারী ও বিনয়ী ব্যক্তি হিসেবে তাঁর পরিচিতি ছিল। সিলেটে বিশ্বনাথ দেওকলস মাইজগাঁও নিবাসী ফারুক নিউইয়র্কের ব্রংকসে মরিস পার্ক এলাকায় বসবাস করতেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ২ ছেলে ও ১ মেয়ে সহ অসংখ্য গুনগ্রাহী রেখে গেছেন। সোমবার এশার নামাজের পর পার্কচেস্টার জামে মসজিদে মরহুমের নামাজে জানাজা এবং পরদিন ভোরে নিউ জার্সি কবরস্থানে তাঁকে সমাহিত করার কথা পারিবারিকভাবে জানানো হয়েছে

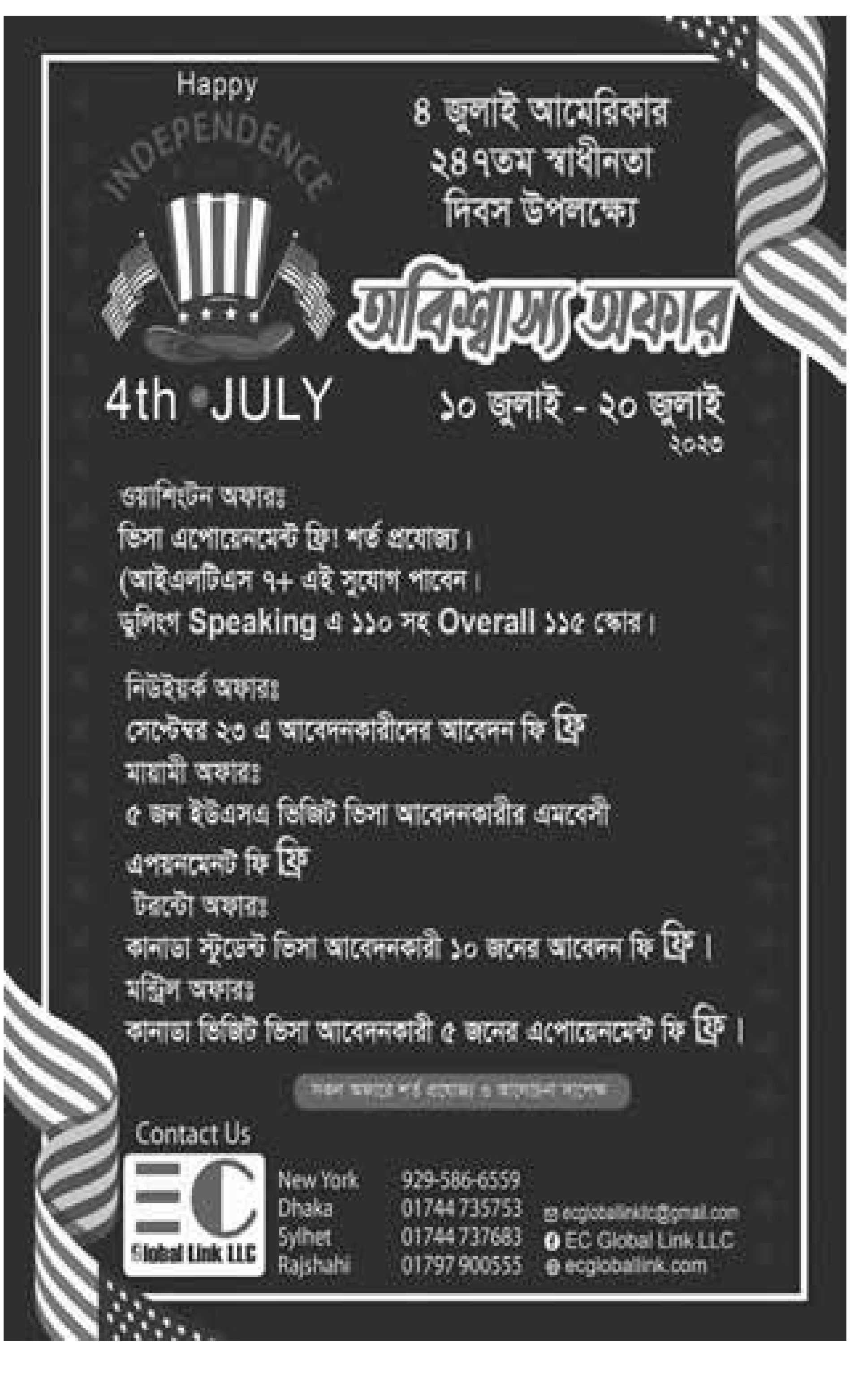

রাবি'র পিকনিক: এক বৃষ্টিস্নাত আনন্দমুখর দিন

উত্তর আমেরিকা অফিস

সেদিন ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস ছিল। সঙ্গে স্ট্রম এলার্ট। মোবাইল ফোনে সতর্কবার্তা পাঠানো হচ্ছিল অতি জরুরী কাজ ছাড়া ঘর থেকে বের না হওয়ার। সেই 'ঝরো ঝরো মুখর বাদল দিনে' স্ট্রম এলার্ট উপেক্ষা করে রাবিয়ানরা মিলিত হয়েছিল প্রাকৃতিক শোভামন্ডিত লং আইল্যান্ডের বেলমন্ট লেক স্টেট পার্কে। উপলক্ষ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশন নর্থ আমেরিকার বাৎসরিক বনভোজন ও মিলনমেলা। নিউ ইয়র্কের ৫টি ব্যুরোর বাহিরেও কানেটিকাট, নিউজার্সি, ম্যাসাচুসেটস, পেনসিলভেনিয়া সহ বিভিন্ন স্টেটে বসবাসরত রাজশাহী

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষার্থীরা মিলিত হয়েছিলেন বাৎসরিক পিকনিকে।

মানুষ এবং প্রকৃতি একে অপরের বন্ধু। প্রকৃতির হাসিতে মানুষ হাসে, প্রকৃতির কান্নায় মানুষ কাঁদে। কিন্তু সেদিন প্রকৃতি এবং মানুষ উভয়েই হেসেছিলো। অর্থাৎ আবহাওয়ার পূর্বাভাস মিথ্যা প্রমাণ করে লং আইল্যান্ডের সবুজে সবুজময় প্রকৃতি হেসে উঠেছিলো সূর্যের হাসিতে। মিলনমেলায় ছুটে এসেছিলেন ৯০ বছর বয়স্ক বর্ষীয়ান রাবিয়ান থেকে শুরু স্ট্রলারে বসা রাবিয়ান প্রজন্ম। তারা হেসে খেলে আনন্দে কাটিয়েছেন স্মৃতিমুখর একটি দিন।

সকাল ১১ টায় বেলুন ও ফেস্টুন উড়িয়ে পিকনিকের শুভ উদ্বোধন করেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তণ অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আসাদুল্লাহ , এনওয়াইপিডির ট্রাফিক পুলিশের ইউনিয়নের নির্বাচিত সভাপতি রাবিয়ান সৈয়দ আব্দুর রহিম দুদু, বস্টন থেকে আসা উপদেষ্টা শাহীন খান ও শম্পা খান, অলিম্পিয়ান সাইদুর রহমান ডন, বাংলাদেশী আমেরিকান পুলিশ এসোসিয়েশন (বাপা)'র সাধারণ সম্পাদক, এনওয়াইপিডি'র ক্যাপ্টেন রাবিয়ান এস. আলম প্রিন্স।

এ সময় তাদের সঙ্গে ছিলেন সিনিয়র এলামনাই জিন্নাতুন হাসান, কানেটিকাট থেকে রাবিয়ান সুজা খান, মুরসালিন বাচ্চু, উপদেষ্টা আলী আনোয়ার, সিনিয়র রাবিয়ান আতাউর রহমান, তোফায়েল আহমেদ, ডা. শহীদুল ইসলাম, রাকসু'র সাবেক ছাত্র মিলনায়তন সম্পাদক মুজাহিদ আনসারী, অধ্যাপিকা মমতাজ শাহনাজ, কামরুল

আলম হীরা, সাবেক ছাত্রনেতা অসীম ব্রহ্মচারী, সাবেক সদস্য সচিব মুন্সী আহাদ জামান, সাবেক সভাপতি ওয়াহিদুজ্জামান চৌধুরী রাব্বী, শফিকুর রহমান জন, এমডি মুরাদ, তাহেরা আমীন এ্যানি, নূর কানিজ ফাতিমা, আকলিমা রানা চৌধুরী, মাহমুদা হাসান কণা, সাবেক সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ, তালুকদার নাজির-উ- দ্দৌলা, সৈয়দ এনামুল হোসাইন, ডলি চৌধুরী, এএফএম হানিফ সরদার, রেজওয়ান আলী, সায়মা আলী, মুখলেছ রহমান, কে.এম. আলী আজগর, রাবিয়ান ইয়াকুব আলী মিঠু, রওশন সরকার নীপা,শামীমা আক্তার, খন্দকার মনিরুজ্জামান, তৌফিক আল মান্নান, শরিফুল ইসলাম, সাধন বিশ্বাস, অর্চনা পাল, মোহাম্মদ খান বিপ্লব, মোহাম্মদ মাহমুদুল হাসান মার্ক, এডভোকেট নূরুজ্জামান বাবু, এডভোকেট আব্দুর রাশিদ, মিতা জামান, বোরহানুস সুলতান, কামরুন নাহার প্রমুখ।

বিপা'য় অভিভূত জুয়েইরিয়াহ মৌলি

সোহানা নাজনীন

বিপা'র সাথে কাজ করবেন বলে গত সপ্তাহের ১৯ তারিখে আটলান্টিক পাড়ি দিয়ে মৌলি এখন আমেরিকায় অবস্থান করছেন। যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশিদের প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ পারফর্মিং আর্টস (বিপা)। বাংলা সংস্কৃতিকে চর্চায় ও অনুশীলনের মাধ্যমে সংগঠনটি বহুজাতিক জনমিশ্রনের দেশে বাংলাদেশিদের আত্মপরিচয়ের এক সংগঠন হিসেবে পরিচিত হয়ে উঠেছে।

সংগঠনের ত্রিশ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে বিপা ২৭ জুলাই বৃহস্পতিবার থেকে টানা চারদিনব্যাপী এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। জ্যামাইকা আর্ট এন্ড লার্নিং সেন্টারে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানের শেষ দিনে অর্থাৎ ৩০জুলাই রোববার শাস্ত্রীয় নৃত্যানুষ্ঠান 'ধ্রুপদী ছন্দে নৃত্য' পরিচালনা এবং পরিবেশন করবেন বাংলাদেশের জুয়েইরিয়াহ মৌলি এবং এস.এম.হাসান ইশতিয়াক ইমরান।

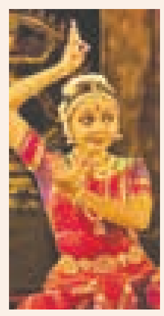

সিলেটের মেয়ে জুয়েইরিয়াহ মৌলি নাচ করছেন গত কুঁড়ি বছর ধরে। ছায়ানট থেকে নাচ শিখেছিলেন, পরবর্তীতে ভারতের ব্যাঙ্গালোর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শাস্ত্রীয় নৃত্য ভরতনাট্যমে স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন। বর্তমানে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমিতে সহকারি পরিচালক হিসাবে কর্মরত আছেন। পাশাপাশি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাদেশী আচারভিত্তিক লোকনৃত্যের উপরে পিএইচডি করছেন।

লন্ডনে 'আমরা একাত্তর' চেয়ারপার্সন মাহবুব জামান

তরুণ প্রজন্মের উপরই আমাদের ভরসা

লন্ডন প্রতিনিধি

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ভিত্তিক সমাজ নির্মাণ প্রতিষ্ঠায়। সক্রিয় সংগঠন 'আমরা একাত্তর' এর চেয়ারপার্সন, বীর মুক্তিযোদ্ধা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ ঢাকসু এবং বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ যুব ইউনিয়নের। সাবেক সভাপতি মাহবুব জামান বলেছেন, আমাদের তরুণ প্রজন্মের সাহস, প্রত্যয় ও মেধা যখন দেখি, তখন মনে হয় আমাদের দেশ। নিশ্চিত আরও অনেক এগিয়ে যাবে। মুক্তিযুদ্ধ এবং এর আগে ও পরে তরুণ প্রজন্ম যেমন বিভিন্ন সময় আমাদের জন্য ছিনিয়ে এনেছে বীজয়, ঠিক তেমনি মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ভিত্তিক একটি সমাজ প্রতিষ্ঠার বর্তমান আন্দোলনে আজকের তারুণ্যও তাদের পূর্ব প্রজন্মের ঐতিহ্যে বলিয়ান হয়ে বীজয় ছিনিয়ে আনবে, এটি আমাদের বিশ্বাস। আর এখানেই তরুণ প্রজন্ম আমাদের ভরসা।

২০ জুলাই বৃহস্পতিবার পূর্ব লন্ডনের একটি হলে 'আমরা একাত্তর' যুক্তরাজ্য ইউনিটের উদ্যোগে তাঁর সম্মানে আয়োজিত এক মতবিনিময় সভায় বীর মুক্তিযোদ্ধা মাহবুব জামান উপরোক্ত মন্তব্য করেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে সদ্য প্রয়াত মুক্তিযোদ্ধা শাহ এনামের মৃত্যুতে এক মিনিট দাঁড়িয়ে নিরবতা পালন করা হয়। এরপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই ইন দ্যা ইউকের পক্ষ থেকে ঢাকসুর সাবেক জিএস মাহবুব জামানের হাতে একটি ক্রেস্ট তুলে দেন সৈয়দ ইকবাল, মারুফ চৌধুরী ও নিলুফা ইয়াসমীন প্রমূখ।

মুক্তিযুদ্ধে বিজয় ছিনিয়ে আনার পর পাক হানাদার বাহিনীর হাতে ধ্বংসপ্রাপ্ত ঢাকা কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের বেদিতে উল্লাসরত ছয় মুক্তিযোদ্ধার সেই ঐতিহাসিক ছবির একজন মাহবুব জামানের সম্মানে আয়োজিত এই মতবিনিময়ে সভাপতিত্ব করেন ঐ ছবিতে উল্লাসরত আরেক মুক্তিযোদ্ধা বর্তমানের প্রবীন সাংবাদিক আবু মুসা হাসান। 'আমরা একাত্তর'যুক্তরাজ্য ইউনিটের সংগঠক সত্যব্রত দাশ স্বপনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন বিলেতে মুক্তিযুদ্ধের প্রবীন সংগঠক, মাহবুব জামানের এক সময়ের শিক্ষক সুলতান মাহমুদ শরীফ।

লন্ডনের জনপ্রিয় প্রিন্টার্স 'ফেইথ' এর সৌজন্যে প্রাপ্ত মতবিনিময় সভার পেছনের ব্যানারে যখন শোভা পাচ্ছিলো ৬ মুক্তিযোদ্ধার সেই ঐতিহাসিক ছবি, তখন অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষন মাহবুব জামান বার বার ফিরে যাচ্ছিলেন তাদের সেই স্বর্ণজ্জোল ঐতিহাসিক তারুণ্যের দিনগুলোতে। জানালেন, ছবির ৬ জনের ২জন এখন আর ইহজগতে নেই, ২জন আছেন আজকের মতবিনিময় সভা মঞ্চে, আর বাকী দুইজন তাদের স্বপ্নের বাংলাদেশে বসেই দেখছেন আজকের আলোচনা অনুষ্ঠান।

মাহবুব জামান বলেন, যে স্বপ্ন নিয়ে বাঙালী একটি স্বাধীন ভূখন্ড বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের জন্ম দিয়েছিলো, সেই স্বপ্ন শতভাগ সফল হয়েছে কি না, তা নিয়ে বিতর্ক থাকলেও দেশ যে এগিয়ে যাচ্ছে তা। অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। তিনি বলেন, নেতিবাচক বিষয়গুলো যেভাবে আমাদের সমাজে প্রচার পায়, সে তুলনায় ইতিবাচক বিষয়গুলো আমরা প্রচার করি না। শুধু দেশের ভেতরে নয় আন্তর্জাতিক ভাবেও আমাদের সন্তানরা যার যার কর্মক্ষেত্রে যেভাবে সুনাম কুড়াচ্ছে, সেই ইতিবাচক খবরগুলো আমরা তৃণমূলের মানুষের কাছে পৌছাতে পারিনা। বিশ্বের অন্যতম শীর্ষ খরস্রোতা নদী আমাজনে যেখানে সেতু নির্মান সম্ভব হয়নি, সেখানে দ্বিতীয় খরস্রোতা নদী পদ্মায় আমাদের দেশের প্রোকৌশলীদের নেতৃত্বে সেতু নির্মানে আমরা সফল হই। অথচ এটির কোন ইতিবাচক প্রচারণায় না গিয়ে আমরা অন্য নেতিবাচক দিকগুলো নিয়ে পড়ে থাকি।

একটি দীর্ঘ সময় ইতিহাস বিকৃতির মধ্য দিয়ে দেশটি এগিয়েছে, এমন মন্তব্য করে মাহবুব জামান বলেন, এই ইতিহাস বিকৃতির কারনেই মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে আমাদের এই প্রজন্মের মধ্যে বিভ্রান্তি জিইয়ে রাখতে সুক্ষভাবে কাজ করছে একটি মহল।

Shahjalal®
শাহজালাল
পরোটা
এখন সর্বত্র পাওয়া যাচ্ছে
Shahjalal
25
ORIGINAL
Paratha
AUTHENTIC TASTE
PREMIUM FOODS USA INC.
50-49, 49th Street, Woodside, New York 11377
Tel: 718 440 9451, 718 392 0024 | Fax: 718.360.0439
www.premiumfoods.us

PEOPLE N TECH

A Global Leader in Skill Development, Job Placement & Outsourcing

If you are stuck at home during this pandemic, take advantage of the time and get certified as a software tester and earn 100k to 200k

25% - 35%

DISCOUNT

QA Selenium Automation Course

Weekend Batch Start Date:
April 11th 2020 (VA Campus)
Saturday and Sunday (9:00AM to 2:00PM)

Weekday Batch Start Date:
April 14th 2020 (VA Campus)
Tuesday and Wednesday (6:00PM to 11:00PM)

Weekend Afternoon Batch Start Date:
April 19th 2020,(NY Campus)
Saturday and Sunday (2:30PM to 7:30PM)

Provided jobs to 6000+ Students
We have 15 years of experience in Training and Job Placement.

Certified Computer Training Institute by:
New York State Education Department & Bureau of Proprietary School Supervision
State Council of Higher Education for Virginia

Authorized Empolyment Agency by:
NYC

info@piit.us | 1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448) | www.piit.us

একসিডেন্ট ও ইনজুরি কেইসেস
অভিজ্ঞ আমেরিকান ট্রায়াল আইনজীবি দ্বারা পরিচালিত
আইনী প্রতিষ্ঠান

LAW OFFICES OF
SURDEZ & PEREZ, P.C.

SURDEZ & PEREZ, P.C.

We Specialize in Personal Injury and Negligence Cases

Call us:
718-482-7766, 917-562-1368
প্রয়োজনে আমরাই পৌঁছে যাব আপনার কাছে

পরামর্শের জন্য ফি লাগে না

কেবলমাত্র কেইসে সাফল্য লাভের পরই
আমরা ফি গ্রহণ করে থাকি

আমাদের কার্যক্রম ও পরামর্শের ক্ষেত্রসমূহঃ
- গাড়ী দুর্ঘটনা
- বাস,ট্রেন অথবা মোটর সাইকেল
- ব্রেইন ইনজুরি
- এলিভেটর একসিডেন্ট
- স্কুল লায়াবিলিটি
- খেলার মাঠে দুর্ঘটনা
- বার্ণ ইনজুরি
- নির্মাণ কাজে দুর্ঘটনা
- পিছলে পড়ে গেলে
- লেড পয়জনিং
- কুকুর কামড়ালে
- ডাক্তারের ভুল চিকিৎসা

আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহঃ
অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ট্রায়াল এটর্নী দ্বারা পরিচালিত একটি আইনী প্রতিষ্ঠান। সততা ও নিষ্ঠা। ক্লায়েন্টের পক্ষে রায়ের জন্য দক্ষতার সাথে সর্বাত্মক চেষ্টা। দ্রুত কেস সেটেলমেন্টের নিশ্চয়তা

32-72 Steinway Street, Suite# 401
Astoria, NY 11103

যে কোন পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন

Mohammed Ali
718-482-7766
917-562-1368
alimd@surdezlaw.com
alimd1040@yahoo.com

www.surdezperezlaw.com

Immigrant Elder Home Care LLC
হোম কেয়ার

ঘরে বসেই প্রিয়জনদের সেবার মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করুন

$২১ প্রতি ঘন্টা

নিউইয়র্ক ষ্টেটের হেলথ ডিপার্টমেন্টের সিডিপেপ/হোম কেয়ার প্রোগ্রামের মাধ্যমে আপনি ঘরে বসেই আপনার পিতা-মাতা শ্বশুড়-শ্বাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের সেবা দিয়ে প্রতি সপ্তাহে অর্থ উপার্জন করতে পারেন।

কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।

আজই যোগাযোগ করুন:
গিয়াস আহমেদ, চেয়ারম্যান / সিইও /৯১৭-৭৪৪-৭৩০৮

Corporate Office
37-05 74st, 2nd Fl
Jackson Heights, NY 11372
917-744-7308, 718-457-0813

Long Island Office
1 Blacksmith Lane
Dix Hill, NY 11731
718-406-5549

Bronx Office
2148 Starling Ave.
Bronx, NY 10462
917-744-7308, 718-457-0813

Ozone Park Office
175 B Forbell Street
Brooklyn, NY 11208
Tel: 917-744-7308

Buffalo Office
642 Walden Avenue
Buffalo, NY 14211
Tel: 347-837-1162

Alpha-i
BIOSKOPE FILMS
USA DISTRIBUTIONS
CHORKI
মহাসমারোহে
শুভ মুক্তি
২১শে জুলাই
নিউইয়র্ক
২৮শে জুলাই
সারাদেশে
রায়হান রাফীর সিনেমা
সুড়ঙ্গ
SURONGO
A JOINT PRODUCTION BY ALPHA I & CHORKI
In
JAMAICA
Multiplex
২১শে জুলাই
NEW YORK SHOWTIMES @ JAMAICA MULTIPLEX
FRI JULY 21 12:00 PM 3:15 PM 6:30 PM 9:45PM
SAT JULY 22 12:00 PM 3:15 PM 6:30 PM 9:45PM
SUN JULY 23 12:00 PM 3:15 PM 6:30 PM 9:45PM
MON JULY 24 12:00 PM 3:15 PM 6:30 PM 9:45PM
TUES JULY 25 12:00 PM 3:15 PM 6:30 PM 9:45PM
WED JULY 26 12:00 PM 3:15 PM 6:30 PM 9:45PM
THU JULY 27 12:00 PM 3:15 PM 6:30 PM 9:45PM
অগ্রিম টিকেট
পাওয়া যাচ্ছে
থিয়েটার ওয়েবসাইট এবং
থিয়েটার বক্স অফিসে

PREMIUM SUPERMARKET
HALAL
Sales Promotion Valid from Friday to Thursday (July 28 - August 03, 2023) | Promo Code : PSP30
$5 off $99 Purchase
$10 off $200 Purchase
$20 off $300 Purchase
DISCOUNT WILL BE AVAILABLE ON TUESDAY, WEDNESDAY & THURSDAY
(multiple sales cannot be combined)
SALE $3.99/LB PRE-CUT FROZEN GOAT
SALE $5.49/LB SIZE 6/8 HILSHA
SALE $1.79/LB SIZE 2 KG CK BRAND ROHU
SALE $3.49/LB SIZE 1 KG WHOLE PANGASH
SALE $4.99/LB SIZE 80/100 WHITE POMFRET
SALE 2/$6.00 500 G BAG CK BRAND KHOLISHA
SALE $5.99/EA 500 G BAG CK BRAND LOOSE TAPOSHI
SALE $21.99/EA SIZE 8/12 2LB BAG RAW SHRIMP
SALE 2/$6.99 250 GM CK BRAND KOI TRAY
SALE 2/$4.00 250 GM CROWN FARMS GURA BAILA
SALE $15.99/EA 10 LB OVIJAT KALIJEERA RICE
SALE $13.99/EA 20 LB CAROLINA GOLD / WHITE PARBOILED RICE
SALE $12.99/EA 20 LB ABDULLAH LONG GRAIN RICE
SALE $3.99/EA 25 PCS PACK SHAHJALAL FROZEN PARATHA
SALE 2/$6.99 2 KG TEER ATTA / MAIDA
SALE 2/$6.00 496 GM BANGLADSHI MAGGI NOODLES
SALE $12.99/EA 2 KG DALDA GHEE
SALE 99¢/LB LONG SQUASH
SALE 2/$5.00 18 PK SUNSHINE FARMS LARGE WHITE EGGS
SALE 3/$5.00 1 LTR SUPER FRESH MANGO JUICE
PREMIUM SUPERMARKET CONTACT WhatsApp Number
168-13 HILLSIDE AVE, JAMAICA, NY 11432 347-626-8798
256-11 HILLSIDE AVE, GLEN OAKS, BELLEROSE, NY 11004 347-657-8911
1196 LIEBERTY AVE, BROOKLYN, NY 11208 347-658-0972
74-18, 37TH AVE, JACKSON HEIGHTS, NY 11372 347-658-4362
2101, STARLING AVE, BRONX, NY 10462 347-658-0134
FREE PARKING IN BELLEROSE STORE
WE ACCEPT ALL MAJOR CREDIT & EBT CARDS "MULTIPLE SALES CANNOT BE COMBINED & PRICE CAN CHANGE WITHOUT NOTICE"
STRICTLY CAN NOT COMBINE ANY SPECIAL OFFERS, DISCOUNTS OR COUPONS WITH ONE AND ANOTHER.
THESE SPECIAL OFFER VALID WHILE STOCKS LAST. PREMIUM STORE MANAGEMENT HAS THE RIGHT TO LIMIT THE QUANTITY ISSUED PER CUSTOMER.

HELP WANTED
FOR RESTAURANTS JOBS
• Restaurant Managers
• Shift Managers • Chefs
• Assistant Chefs • Helpers
FOR SUPERMARKET JOBS
• Supermarket Assistant Managers
• Butchers • Helpers
Send the Resume to
HR@PremiumGroupNYC.com
OR WhatsApp to
516-461-8414
আবশ্যক
রেস্তোরাঁর চাকরির জন্য
• রেস্টুরেন্ট ম্যানেজার
• শিফট ম্যানেজার • শেফ
• সহকারী শেফ • হেল্পার
সুপারমার্কেটে চাকরির জন্য
• সুপারমার্কেট সহকারী ম্যানেজার
• কসাই • হেল্পার
জীবন বৃত্তান্ত পাঠান
HR@PremiumGroupNYC.com
অথবা হোয়াটসঅ্যাপ করুন
৫১৬-৪৬১-৮৪১৪
WE ACCEPT CATERING ORDERS FOR ANY OCCASION
আমরা যে কোন অনুষ্ঠানের জন্য ক্যাটারিং অর্ডার গ্রহণ করি
• Chicken Curry • Goat Curry • Shrimp Curry • Chili Chicken • Chicken Roast
• Fish Curry (at your Choice) • Mixed Vegetables • Rice Pudding
Premium Special Sweets
GOAT BIRYANI
BEEF TEHARI
CHICKEN BIRYANI
BEEF CURRY
Premium Sweets & RESTAURANT
REFLECTING NATIONS HERITAGE
PREMIUM SWEETS & RESTAURANT CONTACT WhatsApp Number
168-03 HILLSIDE AVE, JAMAICA, NY 11432 .... 347-626-6892, 718-739-6105
37-14 73RD ST, JACKSON HEIGHTS, NY 11372 .... 347-658-0297, 718-672-5000
2104, STARLING AVE, BRONX, NY 10462 .... 347-626-8341, 718-239-9500
HALAL
www.premiumsweetsus.com

রমজান মোবারক
আপনজনদের সেবা করে আয়ের সুবর্ণ সুযোগ নিন
BARI HOME CARE
বারী হোম কেয়ার
আপনি ঘরে বসে বছরে
সর্বোচ্চ ৬৬,০০০
ডলার আয় করতে পারেন
আজই ফোন করুন
718-898-7100
631-428-1901
Email: info@barihomecare.com
www.barihomecare.com
বারী সুপার মার্কেট
Ramadan Sale
FLAT 10% OFF
$ 100 শপিংয়ে
২৩ মার্চ-২৩ এপ্রিল, ২০২৩
WE ACCEPT EBT
আমরা ইবিটি ও ফুড ষ্ট্যাম গ্রহণ করি
Munmun Hasina Bari
Chairman
Bari Supermarket
HALAL FOOD
বারী পার্টি হল
পার্টি হলে
বুকিং নেওয়া হচ্ছে
Ramadan Kareem
Party hall is available
for any occasion
বারী রেস্টুরেন্ট
We Care For Your TASTE
IFTER AVAILABLE
We do catering for any occasion
BARI SUPERMARKET
BARI PARTY HALL
BARI RESTAURANT
BARI HOME CARE
BARI &BARI
BARI CHARITY FOUNDATION
1412 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462 Tel: 718-409-3940, 646-427-4867

sunman express
global money transfer
টাকা পাঠানো
এখন আরো
সহজ
DOWNLOAD
MOBILE APP
SUNMAN EXPRESS MOBILE APP
sunmanexpress.com
718-505-2224

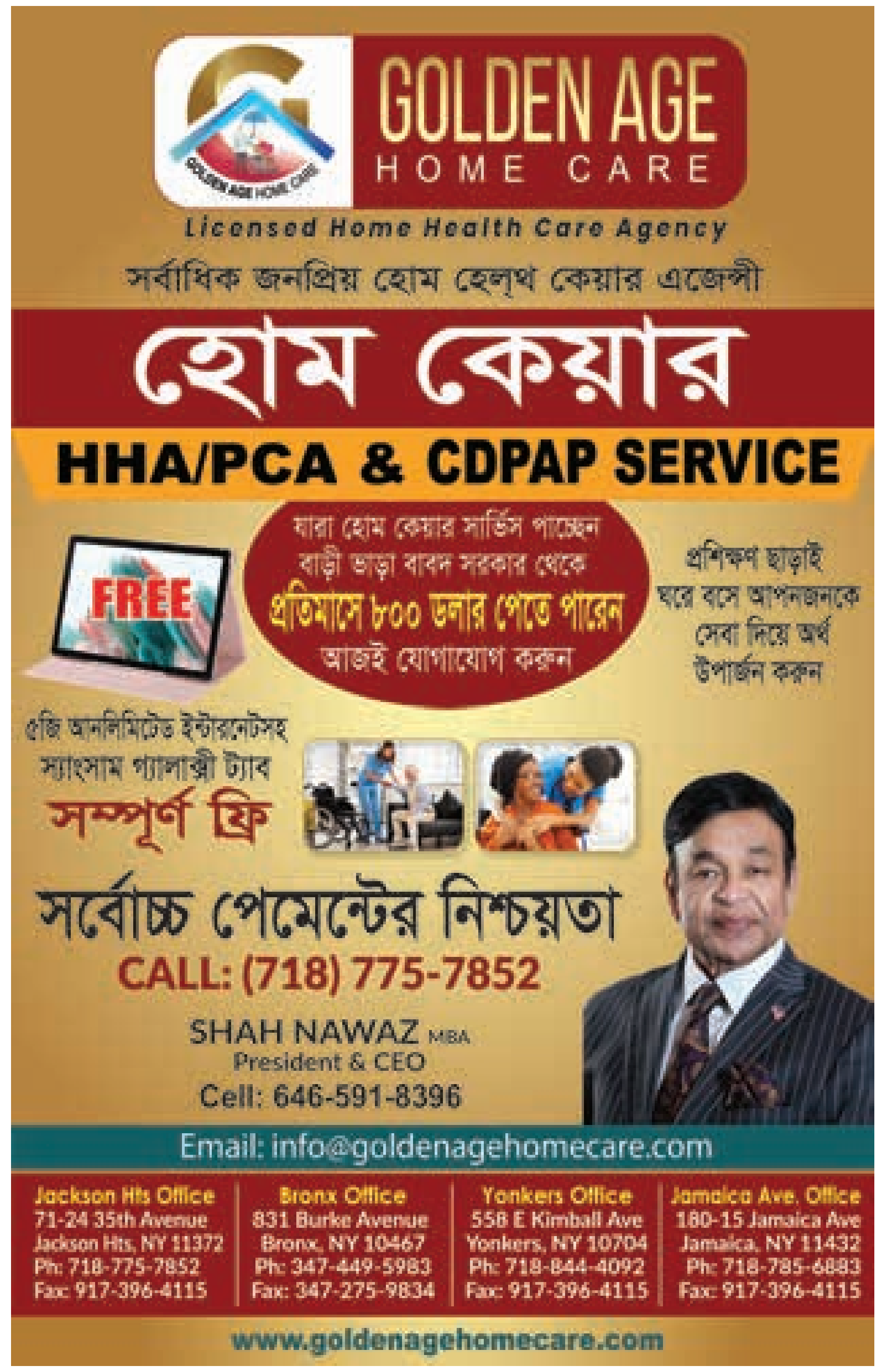
GOLDEN AGE
HOME CARE
Licensed Home Health Care Agency
সর্বাধিক জনপ্রিয় হোম হেল্থ কেয়ার এজেন্সী
হোম কেয়ার
HHA/PCA & CDPAP SERVICE
FREE
যারা হোম কেয়ার সার্ভিস পাচ্ছেন
বাড়ী ভাড়া বাবদ সরকার থেকে
প্রতিমাসে ৮০০ ডলার পেতে পারেন
আজই যোগাযোগ করুন
প্রশিক্ষণ ছাড়াই
ঘরে বসে আপনজনকে
সেবা দিয়ে অর্থ
উপার্জন করুন
৫জি আনলিমিটেড ইন্টারনেটসহ
স্যামসাং গ্যালাক্সী ট্যাব
সম্পূর্ণ ফ্রি
সর্বোচ্চ পেমেন্টের নিশ্চয়তা
CALL: (718) 775-7852
SHAH NAWAZ MBA
President & CEO
Cell: 646-591-8396
Email: info@goldenagehomecare.com
Jackson Hts Office
71-24 35th Avenue
Jackson Hts, NY 11372
Ph: 718-775-7852
Fax: 917-396-4115
Bronx Office
831 Burke Avenue
Bronx, NY 10467
Ph: 347-449-5983
Fax: 347-275-9834
Yonkers Office
558 E Kimball Ave
Yonkers, NY 10704
Ph: 718-844-4092
Fax: 917-396-4115
Jamaica Ave. Office
180-15 Jamaica Ave
Jamaica, NY 11432
Ph: 718-785-6883
Fax: 917-396-4115
www.goldenagehomecare.com

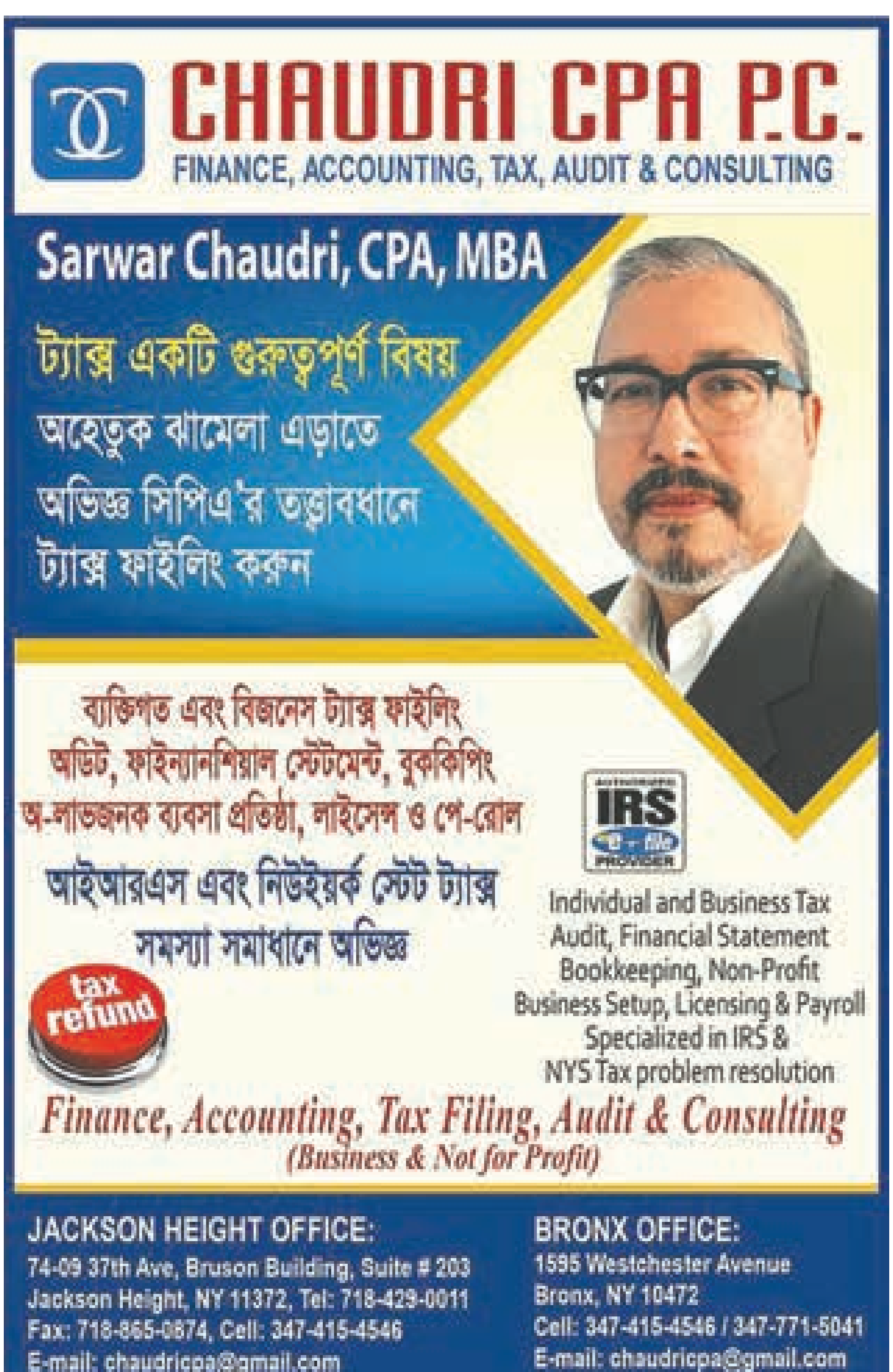
CHAUDRI CPA P.C.
FINANCE, ACCOUNTING, TAX, AUDIT & CONSULTING
Sarwar Chaudri, CPA, MBA
ট্যাক্স একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়
অহেতুক ঝামেলা এড়াতে
অভিজ্ঞ সিপিএ'র তত্ত্বাবধানে
ট্যাক্স ফাইলিং করুন
ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
অডিট, ফাইন্যান্শিয়াল স্টেটমেন্ট, বুককিপিং
অ-লাভজনক ব্যবসা প্রতিষ্ঠা, লাইসেন্স ও পে-রোল
আইআরএস এবং নিউইয়র্ক স্টেট ট্যাক্স
সমস্যা সমাধানে অভিজ্ঞ
tax refund
IRS e-file PROVIDER
Individual and Business Tax
Audit, Financial Statement
Bookkeeping, Non-Profit
Business Setup, Licensing & Payroll
Specialized in IRS &
NYS Tax problem resolution
Finance, Accounting, Tax Filing, Audit & Consulting
(Business & Not for Profit)
JACKSON HEIGHT OFFICE:
74-09 37th Ave, Bruson Building, Suite # 203
Jackson Height, NY 11372, Tel: 718-429-0011
Fax: 718-865-0874, Cell: 347-415-4546
E-mail: chaudricpa@gmail.com
BRONX OFFICE:
1595 Westchester Avenue
Bronx, NY 10472
Cell: 347-415-4546 / 347-771-5041
E-mail: chaudricpa@gmail.com

Save Yourself
This Tax Season
Nizamul Wahed Shahir, EA
Licensed Real Estate Agent
M.Com (Accounting)
ENROLLED AGENT
Authorized e-file Provider
Mob : 347-498-5117
Tel : 917-775-6329
Fax : 716-780-8225
Email: ustaxbazaar@gmail.com
প্রফেশনাল ও নির্ভুল ট্যাক্স ফাইল বা আপনার ট্যাক্স সংক্রান্ত যেকোন প্রয়োজনে
আমরা যত্নবান ও আন্তরিক।
Tax Immigration Real Estate
Income Tax and Accounting Services For:
Individual, Sole Proprietor, Partnership, Corporation and LLC.
Sales and Payroll Tax
Business Licenses and Setup
FBAR and FATCA Filing
Notary Public
Immigration Form Fill-Up Services
Credit Repair, Real State and much more...
Member of
NYSSEA
naea
National Association of Enrolled Agents
184-02 Hillside Ave, Jamaica, NY-11432
162-11 89th Ave, 5B, Jamaica, NY-11432

এই শহরে লড়াইটা সবার জন্যে ভিন্ন এক অভিজ্ঞতা। কারো সাথেই কারোর গল্প দিনশেষে মেলে না। এক টুকরো সুখের আশায় মানুষ আজীবন ছুটে চলে। সম্পর্কের দ্বিখন্ডন যেমন কাউকে সংগ্রামী হতে শেখায়। তেমনি আবার ক্ষয়ে যাওয়া সম্পর্ক কাউকে নতুন করে বাঁচতে শেখায়। কোন মেয়ের স্বামী ছেড়ে গেলে সে হয়ে ওঠে একধারে মা ও বাবা। অন্যথায় কোন মেয়ে আবার জীবন যুদ্ধে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে তোলে। সংগ্রামের এই শহরে এমন দুটি ঘুরে দাড়ানোর সত্য গল্প নিয়ে "উত্তরের জনপদ"র পাতা আজ সেজেছে। বরাবরের মতো ছদ্ম নাম দেয়া আছে। ধন্যবাদান্তে - **সোহানা নাজনীন/ফরিদা ইয়াসমীন**

ঈদের নামাজ

আজ কয়েক বছর ধরেই নীলা এই সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছে। ঈদের দিন সকালে ছেলেদুটো মাথা গোজ করে ঘরের কোনায় বসে থাকে। অভিমানে ফোলানো গাল নিয়ে মাথা নীচু করে রাখে, কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলে কাঁদো কাঁদো গলায় জবাব দেয়,

'মা, আমাদেরকে বাবা কেন মসজিদে নিয়ে যায় না? সবার বাবা আসে, ক্যান্ডি কিনে দেয়, শুধু আমাদের বাবা আসে না। একলা একলা ঈদের নামাজ পড়তে যাব না।'

নীলা তখন বিপদে পড়ে যায়, এইটুকু বাচ্চাদের সে কিভাবে বোঝাবে? মসজিদের সামনে দাড়িয়ে ওরা যখন দেখে অন্য সবার বাবা এসেছে, মুঠোর ভিতর হাত ধরে রেখেছে, তখন আর কোন আনন্দই বাচ্চাগুলোকে আন্দোলিত করতে পারে না। শুধু কি ঈদের দিন সকালে? স্কুলের প্যারেন্টস টিচার মিটিং, মুভি নাইট, ফাদারস ডে, এসব দিনেও ছেলেদুটো মন খারাপ করে থাকে। এই তো সেদিন বড় ছেলে 'স্টুডেন্ট অফ দ্য মান্থ' হল, সন্ধ্যায় স্কুলে এওয়ার্ড আনতে যাবার সময় ছেলের সে কি কান্না। একটাই কথা, 'আমাদের বাবা কেন সাথে থাকেনা? বাবা কেন অন্য বাসায় থাকে?'

এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে নীলা খুব বেসামাল হয়ে পড়ে। তার স্বামী যখন তাদের একলা ফেলে রেখে চলে যায় বাচ্চারা তখন বেশ ছোট। নীলা বাচ্চাদের মিথ্যে বলেছিল, বলেছিল যে তাদের বাবা অফিসের কাজে অন্য স্টেটে গিয়েছে। দিন গেলে, মাস গেলে একদিন বাচ্চারা বুঝলো তার বাবা আর ফিরবে না, এখন থেকে দূরের কোন বাসায় থাকবে। ছেলে দুটোর বোবা চোখের চাহনি বুঝে পায় না যে বাবাকে কেন অন্য বাসায় থাকতে হবে। একদিন তারা আবিষ্কার করল তাদের বাবা আসলে বেশী দূরে থাকে না, ৫-৬ বিল্ডিং পাশেই থাকে। প্রায় এক বছর ধরে ডিভোর্স প্রসেস চলার পর বাচ্চারা তাদের বাবা কে আর দেখেনি। আর লোকটাও ছেলেদের কাস্টডি নেয়নি, কোনদিন ভুল করে দেখতেও চায়নি। নীলা কোর্টে যেয়ে কিছুটা চাইল্ড সাপোর্টের টাকা আদায় করেছিল। যদিও চালাক লোকটা সেসময় কাজ ছেড়ে দিয়ে নানান রকম বাহানায় ব্যাস্ত ছিল।

নিউইয়র্কের মতো ব্যায়বহুল শহরে একলা হাতে খরচ চালাতে গিয়ে প্রতিনিয়ত হিমশিম খেতে হত নীলাকে। এর মাঝে ছেলেদের অবুঝ প্রশ্ন, তবুও মাথা ঠান্ডা রাখত নীলা। বুঝতে পেরেছিল যে তাকে বাবা-মা দুই চরিত্রেই সমান দায়িত্বে থাকতে হবে। দেশ থেকে পড়ালেখা শেষ না করে এদেশে এসেছিল নীলা, প্রবাসী পাত্র পেয়ে আর কেও দেরী করতে চায়নি। তাই স্কুলের গন্ডি পার হয়ে কলেজে না ঢুকতেই বিয়ে পাকা হয়েছিল। কিন্তু মেধাবী নীলার তখন আরো পড়বার স্বপ্ন, গুরুজনদের মুখের দিকে তাকিয়ে তাই বিয়েটা না করতে পারেনি। বান্ধবীরা সব হাসাহাসি করে বলেছিল, 'ভালোই তো হল, তুই বিয়ে করে বিদেশে থাকবি। তোর বর সুন্দর সুন্দর গিফট কিনে দেবে, গাড়ি করে ঘোরাতে নিয়ে যাবে।" কিন্তু স্বপ্নের সাথে বাস্তবতার মিল খায়নি শেষমেশ। বিয়ের পর আমেরিকায় চলে আসল, দুটো বাচ্চা হবার পর পড়ালেখার স্বপ্ন জনালা দিয়ে উধাও। নীলাও পাকা গৃহিণীর মতো ডুব দিল সংসারে, তবুও অশান্তিটা পিছু ছাড়লো না।

নীলা বুঝতে পেরেছিল এদেশে শিক্ষার জোর না থাকলে কাদায় পড়তে হয়। কিছু ভালো মানুষের থেকে বুদ্ধি আর উৎসাহের জোরে জি-ই-ডি পরীক্ষা দিয়ে হাইস্কুল গ্রাজুয়েশন পার করেছিল। তারপর লোন নিয়ে সোজা কলেজে, সাথে বাচ্চাদের সময় দেয়া, সংসারের সব কাজ, সব একলাই সামাল দিত। এখন নীলা স্কুলে শিক্ষকতা করে, সারাদিন বাচ্চাদের সাথে উঠা-বসা করতে হয়। অন্যের বাচ্চাদের সাথে পরিমিত আচরণ করতে করতেই সে হয়ে ওঠে একজন দক্ষ শিশু মনো বিশেষজ্ঞ। কিন্তু তারপরেও আজ মনে হয় নিজের সন্তানের কিছুই নীলা বুঝে উঠতে পারে নাই। কোথায় যেন একটা ব্যবধান থেকে যাচ্ছে, তাদের বাবার অভাব পূরণে ব্যর্থ হচ্ছে।

আজও ঈদের দিন ভোরে নীলার ঘুম ভেঙ্গেছে, আজকেও যদি ঈদের নামাজ নিয়ে ঝামেলা হয় এই দুশ্চিন্তা ছেকে ধরলো তাকে। ছেলেরা ওঠার আগে দুটো পাঞ্জাবী ভাঁজ করে ড্রেসারের উপর রেখে দিয়েছিল। বেশ কিছুক্ষন কোন সাড়া শব্দ না পেয়ে উঁকি দিয়ে দেখে দুজনেই ল্যাপটপে গেম খেলায় মত্ত। নীলা ধীর পায়ে ওদের কাছে গেল, হাতদুটো মাথায় আলতো ছোঁয়াল। মোলায়েম সুরে বলল,চলো, আমরা তিনজন মিলে ঈদের নামাজ পড়তে যাই, আজ আমিই তোমাদের বাবা হব।

: মা, নামাজ বাসায় পড়লে হয় না?"

: না বাবুরা, ঈদের নামাজ সবার সাথে জামাতে পড়তে হয়, এটাই তো ঈদের আনন্দ।

এলাকার এলিমেন্টারি স্কুল পার হয়ে একটা মসজিদ, পাশের পার্কের পুরো মাঠ নেয়া হয়েছে আজকের স্পেশ্যাল জমায়েতের জন্যে। রাস্তার মুখে বেরিক্যাড দিয়ে বন্ধ রাখা যাতে করে শুধুমাত্র নামাজীরা ঢুকতে পারে। পাশেই অনেকগুলো আইস্ক্রীমের গাড়ী দাঁড়ানো, বাচ্চাদের জন্যে ফ্রী। অনেকে আবার ক্যান্ডি-বেলুন নিয়ে বসে আছে, হাতে ঈদ শুভেচ্ছার প্ল্যাকার্ড। ছেলেদের নামাজের ব্যাবস্থা হয়েছে মসজিদ বিল্ডিংয়ের নীচতলায়, আর মেয়েরা সব উপরে। নীলা ছেলেদুটোর হাত ছেড়ে দিয়ে বলল,যাও তোমরা, মোনাজাত শেষে ঠিক এই চেরী গাছটার নীচে এসে দাঁড়াবে। আমি এখানেই অপেক্ষায় থাকবো, বুঝলে? তারপর আইসক্রিম খাবো।

মাথা নেড়ে ওরা চলে গেল, কিছুক্ষন আগে হয়ে যাওয়া বৃষ্টিতে পেভমেন্ট ভিজে আছে। ঝরে যাওয়া ফুলের গোলাপী পাপড়ি ছড়িয়ে আছে ঘাসের উপরে। নীলা ভাবছিলো মনে মনে, একসাথে বাবা এবং মা হয়ে ওঠাটা ভীষণ কঠিন। তবুও তাকে পারতে হবে, অন্তত সন্তানদের হাসি ফোটানোর জন্যে পারতেই হবে।

পরমার পরম পাওয়া

পরমার মুখে বিশ্বজয়ীর হাসি। চাঁদের হাসি যেন আজ বাঁধ ভেঙেছে। কয়েক বছর আগের পরমার সাথে আজকের পরমার যেন কোন মিলই খুঁজে পাওয়া যায় না। আত্মপ্রত্যয়ী পরমা গভীর আবেগে তার গ্রাজুয়েশন সার্টিফিকেট গ্রহণ করল।

কয়েক বছর আগেও এই পরমার জীবনটা অন্যরকম ছিল। সামনে ছিল এক অন্ধকার অনিশ্চিত পথ। সে অনিশ্চিত পথের শেষ হবে এমন বিজয়ের হাসি দিয়ে তা হয়তো কেউ কল্পনা করেনি। মাত্র ২২ বছর বয়সে পরমা আমেরিকা এসেছিল স্বামীর সাথে। স্বামী বয়সে অপেক্ষকৃত বড়। কিন্তু বিদেশে ছেলে থাকে এটা শুনলে সব বাবা-মার যেরকম সাইকোলজিক্যাল একটা পরিবর্তন আসে পরমার বাবা-মাও এর থেকে ভিন্ন কিছু নয়। পারমা লেখাপড়ায় অনেক ভালো। আমেরিকার কথা শুনে তার মন নেচে উঠলো। ভাবলো আমেরিকায় গিয়ে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হবে ,বাবা মায়ের মুখ উজ্জ্বল করবে।

যথা সময়ে আমেরিকা চলে আসে পরমা। আমেরিকা আসার পরে খুব খুব তাড়াতাড়িই সে বুঝতে পারে কল্পণা আর বাস্তবতা যেন যোজন যোজন দূরে। স্বামী উচ্চ শিক্ষিত হলেও কাজ করে একটা পিৎজ্জা সপে। সকালে যায় কাজে ফিরে আসে মধ্যরাতে। সামাজিকতা তার ভেতর নেই বললেই চলে। পারমা তার আত্মীয়-স্বজনদের সাথে মেলামেশা করতে চায় কিন্তু বাধ সাধে ওর স্বামী। শুধু তাই না স্বামীর অনুমতি ছাড়া কোথাও যাওয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে। ফোনে কথা বলার উপরও জারি করে নিষেধ । পরমা কলেজে ভর্তি হতে চায় কিন্তু স্বামীর প্রচন্ড অনীহা তাতে। পরমা অনেকটাই হতাশ হয়ে যায়। কাজ করতে চায়। সেখানেও অনেক রকম নিষেধাজ্ঞা। সব নিষেধাজ্ঞা মেনে পরমা কাজে যায়। ওকে বলা হয় একটা টাকাও তার ইনকাম থেকে খেয়াল খুশি মতো খরচ করতে পারবে না। সবকিছু মেনে পরমা ঘরের কাছেই একটা পার্লারে কাজ করে। শুধু আর্জি জানায় তাকে যেনো একটু কলেজে যেতে দেয়। অনেক বাধা পেরিয়ে পরমা কলেজে ভর্তি হয় কিন্তু কন্টিনিউ করতে পারে না। স্বামীর নিত্যদিনের নানা রকম তালবাহানা ,মানসিক অত্যাচার, শারীরিক অত্যাচার পরমাকে চরম অনিশ্চিত এক জীবনে নিপতিত করে।

২২ বছরের একটা মেয়ের জীবনে বয়স্ক স্বামীর এমন অত্যাচার অসহনীয় হয়ে ওঠে। একটা সময় ভিতর থাকা মনটা বিদ্রোহ করে ওঠে। পরমা পুলিশের কাছে যায়, পরমা ল'ইয়ারের কাছে যায়। সবাই তাকে সাহায্য করে। একপর্যায়ে সাহস সঞ্চয় করে পরমা তার স্বামীকে ডিভোর্স দেয়।

এরপর পরমা আর পিছনে ফিরে তাকায়নি। নিজের শক্তিটুকু হাতে নিয়ে, মনের শক্তিটা বুকে নিয়ে সে কাজ এবং পড়া একসাথে চালিয়ে যায়। অবশেষে সেই সোনার হরিণ পরমার হাতে ধরা দেয়। আজ পরমা ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে তার গ্রাজুয়েশন সম্পন্ন করে। নিউইয়র্ক এর বুকে এক সাহসী মেয়ের এগিয়ে চলার ইতিহাস রচিত হলো।

পরমার পরম সৌন্দর্য আজ চোখে মুখে ঝরছে। গ্রাজুয়েশন এর সার্টিফিকেট হাতে মাথায় গ্রাজুয়েশন টুপি, এ এক অপূর্ব দৃশ্য।

আজ পরমা ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে তার গ্রাজুয়েশন সম্পন্ন করে। নিউইয়র্ক এর বুকে এক সাহসী মেয়ের এগিয়ে চলার ইতিহাস রচিত হলো। পরমার পরম সৌন্দর্য আজ চোখে মুখে ঝরছে।

তবারক হোসেইনের 'খোলাসা বয়ান'

উত্তর আমেরিকা অফিস

অনুষ্ঠিত হলো তোবারক হোসেইনের 'খোলাসা বয়ান' গ্রন্থের অন্তরঙ্গ পাঠ। ২২ জুলাই শনিবার সিলেট জেলা পরিষদ মিলনায়তনে গ্রন্থ প্রণেতা তবারক হোসেইনকে নিয়ে আলোচনা করেন অতিথিরা। গ্রন্থের প্রাসঙ্গিকতা, প্রেক্ষাপট এবং সার্বিক বিষয়ে যেমন পর্যালোচনা করেন অতিথিরা তেমনই লেখকের জীবনের বিভিন্ন দিকও উঠে আসে আলোচনায়।

এক সময়ের তুখোড় সাংবাদিক এবং আইনজীবী তবারক হোসেইনের ১৯৭৪ সাল থেকে ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত সাপ্তাহিক যুগভেরী এবং দেশবার্তা পত্রিকায় প্রকাশিত নিবন্ধ দিয়ে সাজানো হয়েছে খোলাসা বয়ান-এর ক্যাম্পাস। তাঁর সাড়ে চার দশক পূর্বের লেখাগুলো যেন আজও প্রাসঙ্গিক। সে কথাই উঠে এসেছে অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি বাংলা একাডেমি পুরস্কারপ্রাপ্ত কথাসাহিত্যিক পারভেজ হোসেনের বক্তব্যে। তিনি বলেন, যে স্বপ্ন নিয়ে যুদ্ধে গিয়েছিলাম তা-কি সফল হয়েছে? এই প্রশ্নটি যদি তবারক হোসেইন এই বয়সে রাখতে পারেন এবং সুদূঢ় আমেরিকাতে গিয়েও উত্থাপন করতে পারেন, তাহলে সেই মানুষটিকে আমরা কিভাবে মূল্যায়ন করবো। অবশ্যই তিনি অন্যদের চেয়ে আলাদা। সাহসীতো বটেই।

বিশিষ্ট লোক গবেষক অধ্যাপক কবি ড. আবুল ফতেহ ফাত্তাহ'র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা পর্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন লেখক অধ্যাপক সুনির্মলকুমার দেব মীন, কবি ও গবেষক এ কে শেরাম, জেলা আইনজীবী সমিতির সাবেক সভাপতি এমাদ উল্লাহ শহীদুল ইসলাম শাহীন।

অনুষ্ঠানে নির্ধারিত আলোচক ছিলেন, মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটির ডেপুটি রেজিস্ট্রার মিহির কান্তি চৌধুরী, দৈনিক সিলেট মিরর'র সম্পাদক আহমেদ নূর, দৈনিক উত্তর পূর্ব'র নির্বাহী সম্পাদক তাপস দাস পুরকায়স্থ, সাংবাদিক অপূর্ব শর্মা। এছাড়াও আলোচনায় অংশ নেন জাসদ নেতা লোকমান আহমদ।

স্বাগত বক্তব্যে উৎস প্রকাশনের সত্বাধিকারী মোস্তফা সেলিম গ্রন্থ প্রকাশের প্রেক্ষাপট বর্ণনা করে বলেন, এ গ্রন্থটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে উৎস প্রকাশন একটি দায়িত্ব পালন করেছে। সিলেটের ইতিহাস ও ঐতিহ্য এবং কৃষ্টিকে ধারাবাহিকভাবে জাতীয় পর্যায়ে তুলে ধরার যে অভিযাত্রা আমরা চালিয়ে যাচ্ছি এটি তারই অংশ। তিনি নাগরী লিপির প্রচারের ক্ষেত্রে সংস্থাটি ভূমিকাও তুলে ধরেন।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি সুনির্মল কুমার দেব মীন তার বক্তব্যে বলেন, 'যে মানুষ আজীবন প্রতিবাদী ছিলেন, তিনি সঠিক কথাটিই লিখবেন-আমরা এটা বিশ্বাস করতে পারি। আশা করছি, তবারক ভাই স্মৃতিচারণমূলক গ্রন্থও রচনা করবেন। এতে সমাজ-সংস্কৃতি সমৃদ্ধ হবে। তবারক হোসেইনের আজকের অগ্রযাত্রার পেছনে তার সহধর্মিনীর ভূমিকাও কোন অংশে কম নয়। তার সাহচর্যই আজকের তবারক হোসেইনকে বিনির্মাণ করেছে।

কবি এ কে শেরাম বলেন, 'তবারক হোসেইন সাংস্কৃতিক অঙ্গনে পুরোধা ছিলেন। সাংবাদিক অঙ্গনেও তাঁর বিচরণ ছিল। তার খোলাসা বয়ান বইটি স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ের একটি অনন্য দলিল। সেই সময়ের সমাজ জীবনের কথা যেমন উঠে এসেছে গ্রন্থে, তেমনই অনাচার-অবিচারের কথাও স্থান পেয়েছে। তিনি নির্মোহভাবে উপস্থাপন করেছেন তার বক্তব্যে।

জাসদ নেতা লোকমান আহমদ বলেন, 'খোলাসা বয়ান পড়ার সময় আমি বারবার সেই দিনগুলোতে ফিরে গিয়েছিলাম। ৪৯ বছর পরও এই গ্রন্থ প্রাসঙ্গিক থাকার কারণ, সমাজ ও রাষ্ট্রের চালিকা শক্তি আজও পরিবর্তিত হয়নি। চালিকা শক্তি পরিবর্তিত না হলে আরও ৪৯ বছর প্রাসঙ্গিক থাকবে বইটি। আমাদের এই বই থেকে অনেক কিছু শেখার আছে। যা আমাদেরকে শুধু ঋদ্ধ করবে না, পথও দেখাবে। তবারক হোসেন সাংবাদিকতার সাথে তার সম্পৃক্ত হওয়ার ইতিহাস তুলে ধরেন।

CHEERS TO BIPA'S 30 YEARS

JAMAICA PERFORMING ARTS CENTER | JULY 27-30 2023

THURSDAY 27 JULY

Anniversary Kick Off

8 PM

- FogoAzul NYC- Women/Trans/Non-Binary Drumline, dance & more
- আলাপন - বিপা এবং আপনি

FRIDAY 28 JULY

Children's Festival

8 PM

- Legacy Parade: Honoring Alumni
- বিপা তারকা ২০২৩ পরিবেশনা
- Cotton Candy, Face Painting, & More!

SATURDAY 29 JULY

5 PM Indoor
$10 Ticket Entry

Tagore's Musical Tasher Desh

Vocal performance Arzeen & Friends

8 PM Outdoor
Free Entry

Vocal Performance
'হৃদয়ে স্বদেশ, আমার বাংলাদেশ'
গানে গানে দেশ বন্দনা

SUNDAY 30 JULY

5 PM Indoor
$10 Ticket Entry

Vocal Performance
ফুল, কুঁড়ি ও আমরা

ধ্রুপদী ছন্দে
Kathak & Bharatnatyam

8 PM Outdoor
Free Entry

"Let's Talk"
A Dance Production

The Birsa Chatterjee Quartet

Arts & Crafts Exhibition , Clothing & Food Stalls & MUCH MORE

CREATIVES REBUILD NEW YORK
বাঙালী
NYC Cultural Affairs
BC
iB TV USA

917.673.1105 II 347.237.1628 II 917.674.4746 bipainc.team@gmail.com

FACEBOOK.COM/BIPAINC YouTube BIPA OFFICIAL www.bipainc.com @BIPA.INC

This event is supported in part by public funds from the New York City department of Cultural Affairs in partnership with the City Council Members

অনুষ্ঠিত হলো উনবাঙ্গালের ৩৮তম সাহিত্য সভা

ফরিদা ইয়াসমীন

২২ জুলাই শনিবার এস্টোরিয়ার জালালাবাদ ভবনে অনুষ্ঠিত হলো 'উনবাঙাল'এর ৩৮ তম সাহিত্য সভা। সভার মূল আলোচ্য বিষয় ছিল 'সাহিত্যে অসাম্প্রদায়িকতা'। মূল আলোচক ছিলেন ডঃ পার্থ ব্যানার্জী ও কবি কাজী জহিরুল ইসলাম। সভাপতিত্ব করেন মুক্তি জহীর। সঞ্চালনায় ছিলেন ইমাম চৌধুরী।

আলোচনার শুরুতেই কাজী জহিরুল ইসলাম বলেন 'নিজের ধর্মকে ভালোবাসা, নিজের ধর্মকে নিয়ে কথা বলা কখনোই সাম্প্রদায়িকতা নয় কিন্তু যখন নিজের ধর্মকে উচ্চ আসনে বসাতে অন্য ধর্মকে হেয় করা হয় তখনই তা সাম্প্রদায়িকতা। উদাহরণ হিসেবে উনি চর্যাপদের কথা, বৈষ্ণব পদাবলীর কথা স্মরণ করিয়ে দেন। যেখানে কখনোই ধর্মকে সম্প্রদায়িক হিসাবে ব্যবহার করা হয়নি। তিনি মধ্যযুগীয় সাহিত্য বৈষ্ণব পদাবলীর কবি চন্ডীদাসের উদাহরণ দেন---

'শুনহে মানুষ ভাই
সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই'

চন্ডীদাসের এই অমর পদাবলী সেই সময়কার সাহিত্যের অসম্প্রদায়িকতাকেই তুলে ধরে বলে তিনি উল্লেখ করেন। কবি কাজী নজরুল ইসলামের উদাহরণ দেন--- 'হিন্দু না ওরা মুসলিম ?ওই জিজ্ঞাসে কোন জন? কান্ডারী !বল ডুবিছে মানুষ ,সন্তান মোর মা'র!

ড: পার্থ ব্যানার্জি দুই বাংলার তুলনা করে সাম্প্রদায়িকতা এবং অসাম্প্রদায়িকতার বিভিন্ন তুলনামূলক আলোচনা করেন। বর্তমানে বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক ঘটনার কথা তুলে ধরে তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন। আলোচ্য বিষয়ের উপর আরো বক্তব্য রাখেন উনবাঙালের সভাপতি মুক্তি জহির, সৈয়দ ফজলুর রহমান, ফরিদা ইয়াসমীন এবং রওশন হক।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্যায়ে ছিল স্বরচিত কবিতা পাঠ এবং আবৃত্তি।

আলবেনি মাতিয়ে গেলেন

শেষ পৃষ্ঠার পর

মাতিয়ে তোলেন চিত্রনায়ক জায়েদ খান ও তরুণ কন্ঠশিল্পী প্রতিক হাসান। গত রবিবার (২৩ জুলাই) আলবেনির ফার্ষ্ট ইউনিটারিয়ান হলে অনুষ্ঠিত হয় এ অনুষ্ঠান। প্রথমবারের মতো আলবেনিতে কোন চিত্রনায়কের পদচারণায় প্রবাসীদের মধ্যে এ অন্যরকম অনুভুতি দেখা দেয়।

বিকেল থেকে শুরু হওয়া এ অনুষ্ঠান চলে মধ্যরাত পর্যন্ত। অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করেন তরুণ কন্ঠশিল্পী প্রতিক হাসান, ইশরাত সামি, চিত্রানায়ক জায়েদ খান, পিয়া বিপাশা ও রোমানা নির, হারুন রশিদ ও সোনিয়া তাহমিনা। তাদের নাচ আর গানে মুগ্ধ হয়ে দর্শক মুহুর্মুহু করতালি দিয়ে শিল্পীদের উৎসাহিত করেন। হারুন রশিদ ও তানিয়া রশিদের তত্ত্বাবধানে এ অনুষ্ঠানে সঙ্গীতায়োজনে ছিলেন মোহাম্মদ মোস্তাফা জামান। তারা জানান এবারের সাংস্কৃতিক সন্ধ্যাটি সর্বাত্মক সফল হয়েছে এবং দর্শকরাও বেশ আনন্দিত হয়ে ঘরে ফিয়েছেন। দর্শদের খুশি ও অনুষ্ঠান সফল করতে আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করছি মাত্র। আশা করি আগত অতিথিবৃন্দের যথাযথ বিনোদন উপহার দিতে পেরেছি। শুধু তাই নয়, এটা আমাদের প্রথম আয়োজন, সেজন্য সার্বিক নানা সমস্যাও মোকাবেলা করতে হচ্ছে। তবে সবকিছু ম্যানেজ করে অনুষ্ঠানটি সফল হয়েছে নিঃসন্দেহেই বলা যায়।

হারুন রশিদ, মোহাম্মদ জামান, তানিয়া রশিদ ও সুমাইয়া এলিজার যৌথ আয়োজনে ঢাকাই শিল্পীদের এটাই ছিল প্রথম পরিবেশনা। হারুন-জামান ইন্টারটেইনমেন্ট এর অন্যতম কর্ণধার হারুন রশিদ জানান আমরা যতটুকু আশা করেছিলাম তার চেয়ে বেশি সংখ্যক দর্শকের উপস্থিতি ছিলো। ফলে প্রথমবারেই আমরা সফল ও সার্থক হয়েছি। তিনি অনুষ্ঠানে আগত সকল অতিথি, কলা-কুশলী ও নেপথ্য কারিগরদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। আগামীতে আলবেনি সকল বাধা পেরিয়ে আরো ভালো কিছু করার চেষ্টা করবেন বলে জানান আয়োজক হারুন রশিদ।

মোহাম্মদ মোস্তাফা জামান জানান, প্রথম অনুষ্ঠানে কিছু ভুলত্রুটি থাকাটাই স্বাভাবিক। কিন্ত আমাদের আয়োজনে তেমন কোন ত্রুটি চোখে পড়েনি। আমরা চেষ্টা করেছি স্থানীয় প্রবাসীদের আনন্দ দেওয়ার। বাকিটুকু দর্শকরাই বলবে অনুষ্ঠান কেমন হয়েছে। আয়োজিত এটাই প্রবাসীদের জন্য প্রথম সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা বলে জানিয়েছেন আয়োজকবৃন্দ। এবারের প্রথম সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার আয়োজনে স্থানীয় প্রবাসীদের ব্যাপক মাঝে উৎসাহ দেখা দিয়েছে।

উক্ত সফল করতে যাদের যথেষ্ট অবদান রয়েছে, তারা হলেন-প্রথম সাংস্কৃতিক সন্ধ্যায় পৃষ্ঠপোষক হিসেবে থাকবেন-তানি বুটিক, ফারমার্স ইন্ডিয়া মার্কেট, মাই কালার ইভেন্টস অ্যান্ড ডিজাইন, আলাউদ্দিন হালাল মার্কেট, প্রোস্পার ফার্ষ্ট ফান্ডিং কর্পোরেশন, রামিজ তুরান পিই এমই, মার্ক হোম কেয়ার ও হালাল বিবিকিউ হাউজ।

দুর্বৃত্তের হামলায় আরেক

শেষ পৃষ্ঠার পর

নিহত হলেন।

আবুল হাশিমের হত্যাকাণ্ড নিয়ে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম টুইট করেন। টুইটে তিনি লিখেছেন, 'যুক্তরাষ্ট্রে গত পাঁচ দিনে দুজন বাংলাদেশি নিহত হওয়ার খবরে আমরা আতঙ্কিত। সর্বশেষ শিকার হলেন আবুল হাশিম।'

কাসা গ্রান্ডে সিটির সানল্যান্ড জিন রোড এবং ওয়েস্ট কংকোর্ডিয়া ড্রাইভে অবস্থিত 'সানলাইট মার্কেটে' রোববার সকাল সোয়া সাতটায় বন্দুকধারীর গুলিতে ঘটনাস্থলেই কুমিল্লার বুড়িচং উপজেলার আবুল হাশিম নিহত হন। হাশিম হত্যার ঘটনায় পুলিশ এরমধ্যেই একজনকে গ্রেপ্তার করেছে। ছয় বছর বয়সী এক ছেলে ও দুই বছর বয়সী কন্যাসহ স্ত্রী ও মা–বাবাকে নিয়ে বসতি গড়েছিলেন আবুল হাশিম।

তানহার হাতে সাসটেইনেবল

শেষ পৃষ্ঠার পর

শুরুতেই চিন্তা করেন পরিবেশের কথা। পোশাক উৎপাদনে ব্যবহৃত কৃত্রিম রঙ পরিবেশের জন্য কতখানি হুমকি হতে পারে সেই ভাবনা থেকেই গবেষনা শুরু করেন। সিদ্ধান্ত নেন সাসটেইনেবল পোষাক উৎপাদনের। পরিবেশ বান্ধব বা কম বিপজ্জনক পদ্ধতি ব্যবহার করে পোশাক উৎপাদন শুরু করেন তিনি। উৎপাদন ব্যয় বেশি হওয়ার পরেও পরিবেশ বিবেচনায় তিনি তার পোশাক উৎপাদন পদ্ধতি অপরিবর্তিত রাখেন।

কাজের সম্মাননা স্বরুপ নতুনধরা প্রেজেন্টস বাংলাদেশ অ্যাচিভার্স অ্যাওয়ার্ড ২০২৩'র জমকালো আয়োজনের দ্বিতীয় আসরে রাজধানীর অভিজাত এলাকা বনানীর লেকসোর হোটেলের ব্যাঙ্কুয়েট হলে সাসটেইনেবল ফ্যাশন ডিজাইনার অব দ্যা ইয়ার সম্মাননা গ্রহণ করেন তিনি। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পরিকল্পনা মন্ত্রনালয়ের মন্ত্রী এম এ মান্নান, এমপি ও বিরোধী দলীয় চীফ হুইপ মশিউর রহমান রাঙ্গা এই সম্মাননা ক্রেস্ট তুলে দেন তার হাতে। এসময় একই মঞ্চে ছোট পর্দার জনপ্রিয় অভিনেতা জিয়াউল হক পলাশ, অভিনেত্রী রাফিয়াত রশিদ মিথিলা, সাবিলা নূর, জনপ্রিয় চিত্রনায়ক বাপ্পী চৌধুরী, চিত্রনায়িকা বিদ্যা সিনহা মিম, নির্মাতা আশফাক নিপুণ, কাজল আরেফিন অমি, সংগীত তারকা দিলশাদ নাহার কনা, ইমরান মাহমুদুল, সোমনূর মনির কোনাল, আছিয়া ইসলাম দোলা, কম্পোজার ইমন চৌধুরী, জনপ্রিয় উপস্থাপক ও অভিনয়শিল্পী শ্রাবণ্য তৌহিদা, ইমতু রাতিশ, কোরিওগ্রাফার ইভান শাহরিয়ার সোহাগ প্রমুখদের সাথে সম্মাননা গ্রহণ করেন তিনি।

অ্যাওয়ার্ড পেয়ে উচ্ছসিত শেখ তানহা বলেন অ্যাওয়ার্ড পাওয়া বরাবরই আনন্দের ব্যপার। তবে আমি চাই তরুণদেরকে বাংলাদেশের ইতিহাস ঐতিহ্য সম্পর্কে জানাতে এবং আমাদের নিজস্ব ঐতিহ্য রক্ষা করে আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও দেশের বার্তাটি পৌঁছে দিতে। আপনাদের সকলের ভালোবাসা ও উৎসাহ নিয়ে এগিয়ে যেতে চাই।

সিটিকে নিরাপদ রাখতে

শেষ পৃষ্ঠার পর

উল্লেখযোগ্য অপরাধ কমিয়ে অগ্রগতি অর্জন করেছে। তিনি বলেন, গত সপ্তাহে এন ওয়াইপিডিতে আরেকটি নেতৃত্ব যুক্ত হয়েছে। যা আমাদের সিটি জুড়ে নিরাপত্তার উন্নতিসহ নিউইয়র্ককে আমেরিকার সবচেয়ে বড় নিরাপদ শহর হিসাবে গড়ে তুলতে সহায়ক হবে।

অ্যাডামস্ বলেন, নেতৃত্বের এই নতুন দলটি কেবল সংবাদ তৈরি করছে না- তারা বিশ্বে একটি চিহ্ন রেখে যাচ্ছে। পুলিশ কমিশনার এডওয়ার্ড ক্যাবান হলেন আমাদের শহরের ইতিহাসে প্রথম হিস্পানিক পুলিশ কমিশনার, যিনি এই কাজে বহু বছর ধরে জড়িত এবং কর্তব্য পালন করে আসছেন। ডেপুটি কমিশনার, তানিয়া কিনসেলা তিনি এই ভূমিকায় কাজকরা প্রথম ভিন্ন বর্ণের নারী। আমাদের নতুন ডেপুটি কমিশনার ফর ইন্টেলিজেন্স এন্ড কাউন্টারটেররিজমে আছেন রেবেকা ওয়েনার, তিনিও এই চাকরিতে দায়িত্ব পালন করা প্রথম নারী বলে মেয়র তাঁর কলামে উল্লেখ করেন।

নতুন পুলিশ কমিশনার হিসাবে এডওয়ার্ড ক্যাবানের নিয়োগ সম্ভবত তাঁর জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং আবেগময় মুহূর্তগুলির মধ্যে একটি হবে বলে জানান মেয়র অ্যাডামস্। তিনি বলেন, এডি একজন খাঁটি ওয়ার্রকার, তিনি একজন কর্মজীবী নিউইয়র্কার। তার গল্প নিউইয়র্ক সিটির গল্প। আমি যখন ট্রানজিট পুলিশ ছিলাম তখন এডির বাবা ছিলেন একজন ট্রানজিট পুলিশ।ট্রানজিট পুলিশ হিস্পানিক সংস্কৃতির শীর্ষস্থানীয় হিসাবে ছিলেন এডির বাবা। NYPD এর সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশে কাজ করার জন্য ধারাবাহিকভাবে লড়াই করেছিলেন যিনি, আজ তাঁর ছেলে পুলিশ কমিশনার। মেয়র বলেন, এরাই NYPD এর নতুন মুখ। তারা অভিবাসী পরিবার, হিস্পানিক, কৃষ্ণাঙ্গ এবং নারী। তারা সকলের কাজের জন্য উল্লেখযোগ্য সার্টিফিকেশন এবং অগ্রগতির রেকর্ড রয়েছে এবং পুলিশ কমিশনার সিওয়েল দ্বারা শুরু করা স্মরণীয় সব উদ্যোগকে তারা প্রসারিত করবে বলে মেয়র উল্লেখ করেছেন।

অ্যাডামস্ বলেন, আমরা যখন ২০২২ সালের জানুয়ারিতে অফিসে আসি, তখন আমাদের শহরটি একেবারে তলানির দিকে ছিল। আইন শৃংখলার উন্নতিতে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে বলে তিনি জানান। শুটিং এবং খুন হ্রাস পেয়েছে এবং সাধারণ অপরাধ অনেক হ্রাস পেয়েছে বলে মেয়র জানান।

ক্ষমতা গ্রহণের পর পর ১০ হাজারের বেশি বন্দুক বাজেয়াপ্ত করেছেন বলে তিনি উল্লেখ করেন। এছাড়া অ্যাডামস্ প্রশাসন প্রাক-মহামারী প্রাইভেট সেক্টরের ৯৯.৯ শতাংশ চাকরি পুনরুদ্ধার করেছে বলে মেয়র জানান। তিনি বলেন, পর্যটকরা আমাদের ব্রডওয়ে থিয়েটারগুলি পূরণ করছে এবং পাঁচটি বরো জুড়ে অর্থ ব্যয় করছে। এই অগ্রগতি এটা স্পষ্ট করে যে, নিউইয়র্ক সিটি ফিরে আসছে না, আমরা ফিরে এসেছি। যাই হোক, আমাদের আসলে এখনো অনেক কিছু করার বাকি আছে।

এই নতুন নেতৃত্বের দল অপরাধকে কমিয়ে আনতে, ট্রানজিট অপরাধ কমাতে, গাড়ি চুরি কমাতে এবং খুচরা চুরির মতো জীবন-মানের বিষয়ে NYPD-এর মনোযোগ বাড়াবে বলে, অ্যাডামস্ জানান। তিনি বলেন, তারা নিউইয়র্কের সেরা নিরাপত্তা এবং ন্যায়বিচার উভয়ের গুরুত্ব বোঝে। বৈচিত্র্যময় এই পদক্ষেপ আমাদের শহরের জন্য একটি আশ্চর্যজনক মুহূর্ত। এই দলের মধ্যে সঠিক নেতৃত্ব রয়েছে বলে মেয়র তাঁর অপ এড কলামে বলেছেন।

সাংবাদিক পার্থ সারথীর পিতার মৃত্যু

বিশেষ প্রতিনিধি

রবীন্দ্র কুমার দেব

বিশিষ্ট সাংবাদিক বাংলা প্রেসক্লাব অব মিশিগান ইউএস-এর সহ-সভাপতি এবং প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার মিশিগান প্রতিনিধি পার্থ সারথী দেবের পিতা রবীন্দ্র কুমার দেব ২৫ জুলাই মঙ্গলবার ভোর ১টা ১৪মিনিটে কানাডার টরেন্টোর স্কারবরোর একটি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৯২ বছর। তিনি স্ত্রী, দুই আত্মজ, দুই কন্যা, নাতি নাতনীসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

বেশ কিছুদিন যাবৎ রবীন্দ্র কুমার দেব বার্ধক্যজনিত সমস্যায় ভোগছিলেন। তার জন্ম মৌলভীবাজারে, লেখাপড়া করেছেন শ্রীমঙ্গলে, বৃটিশ মালিকানাধীন জেমস ফিনলে কোম্পানীর বিভিন্ন চা বাগানে তিনি চাকরি করেছেন। রবীন্দ্র কুমার দেব একজন ভাল বক্তা ছিলেন। সব সময়ই বক্তব্যের বিষয় থাকতো মানবতা। তিনি সবসময়ই জাতিভেদ, বর্ণভেদ, শ্রেণী বৈষম্যের বিরুদ্ধে কাজ করে গেছেন। একজন স্বজন, বন্ধুবৎসল ও প্রগতিশীল ব্যক্তি হিসাবে সুপরিচিত ছিলেন।

ইভেন্ট ডিরেক্টর

শেষ পৃষ্ঠার পর

মার্কেটিং ও ইভেন্ট অর্গানাইজিং প্রতিষ্ঠান সেরা ডিজিটাল ৩৬০'র আয়োজনে দেশের সবচেয়ে বড় ফ্যাশন ইভেন্ট বাংলাদেশ ফ্যাশন উইক ২০২৩ পরিচালনা করে ইভেন্ট ডিরেক্টর অব দ্যা ইয়ার ক্যাটাগরীতে মনোনয়ন পান তিনি।

২৮ জুলাই সোমবার রাজধানীর অভিজাত এলাকা বনানীর লেকসোর হোটেলের ব্যাঙ্কয়েট হলে এই সম্মাননা গ্রহণ করেন তিনি। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পরিকল্পনা মন্ত্রনালয়ের মন্ত্রী এম এ মান্নান, এমপি ও বিরোধী দলীয় চীফ হুইপ মশিউর রহমান রাঙ্গা এই সম্মাননা ক্রেস্ট তুলে দেন তার হাতে। জমকালো আয়োজনে নতুনধরা প্রেজেন্টস বাংলাদেশ অ্যাচিভার্স অ্যাওয়ার্ড ২০২৩'র আয়োজনের দ্বিতীয় আসরে দেশের প্রথম সারির ২০ শোবিজ তারকা ও বিভিন্ন পেশায় সফল ব্যক্তিদের বিভিন্ন ক্যাটাগরীতে সম্মাননা তুলে দেয়া হয়।

এসময় উপস্থিত থেকে সম্মাননা স্মারক গ্রহণ করেন ছোট পর্দার জনপ্রিয় অভিনেতা জিয়াউল হক পলাশ, অভিনেত্রী রাফিয়াত রশিদ মিথিলা, সাবিলা নরূ, জনপ্রিয় চিত্রনায়ক বাপ্পী চৌধুরী, চিত্রনায়িকা বিদ্যা সিনহা মিম, নির্মাতা র্ম আশফাক নিপুণ, কাজল আরেফিন অমি, সংগীত তারকা দিলশাদ নাহার কনা, ইমরান মাহমদুলু, সোমনরূ মনির কোনাল, আছিয়া ইসলাম দোলা, কম্পোজার ইমন চৌধুরী, জনপ্রিয় উপস্থাপক ও অভিনয়শিল্পী শ্রাবণ্য তৌহিদা, ইমতুরাতিশ, কোরিওগ্রাফার ইভান শাহরিয়ার সোহাগ প্রমুখ।

সম্মাননা স্মারক পেয়ে অভিব্যক্তি জানিয়ে ফাহিম ফয়সাল বলেন, প্রত্যেকটা সম্মাননাই আনন্দের। এটাকে আমি সম্মাননার চাইতে কাজের স্বিকৃতি হিসেবে বেশি প্রাধান্য দেই। আমি মনে করি এই সম্মাননা আমার কাজের প্রতি ডেডিকেশন আরও অনেকগুন বাড়িয়ে দেবে। ইভেন্ট ডিরেকশন এর পাশাপাশি ফাহিম ফয়সাল কাজ করছেন ডিজিটাল মার্কেটিং এবং দেশের লোকাল আর্টিসানদের ডেভেলপমেন্ট নিয়ে। বর্তমান কাজের পাশাপাশি আগামী দিনগুলোতে আমেরিকার মাটিতে ইভেন্ট করার জন্যে সময় দিয়ে কাজ করে যাচ্ছেন তিনি।

বাসা ভাড়া

জ্যাকসন হাইটস ৩২-৫৬, ৮৬ স্ট্রীট, নর্দার্ন বুলেভার্ড এর কর্নার এ ২ বেডরুমের নিউলি রিনোভেটেড এপার্টমেন্ট ভাড়া হবে। যোগাযোগ: 347-484-6385, 347-617- 3433.

বাসা ভাড়া

Parkchester Bronx, 3 bed room Apartment with large living room, dinning & kitchen, close to trains / Buses/ Bangladeshi Gorceries/ Rstaurants/ Supermarkets/ other shopping complexes ST আগস্ট ২০২৩ হতে
ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগ: 718-973- 2802.

স্টুডিও রুম ভাড়া

সাউথ ওজনপার্ক এ ট্রেন, ১১১ স্ট্রীট সাবওয়ে স্টেশন থেকে মাত্র ২ ব্লক দূরে বেসমেন্টে ১টি স্টুডিও রুম ভাড়া হবে। ১ বেড, ১ বাথরুম, ১ কিচেন। যোগাযোগ: 347-260-7770, 347-891- 7145.

সেমিবেসমেন্ট ভাড়া

১৭ স্ট্রীট উডহ্যাভেন জ্যামাইকা ট্রেন, বাস থেকে মাত্র ৩ ব্লকের মধ্যে। ২ বেডরুম, বাথরুম, লিভিং রুম, কিচেন। অধূমপায়ী, কর্মজীবী ফ্যামি- লির কাছে ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগ: 631-871-3511

ফ্ল্যাট বিক্রয়

নোয়াখালী বসুরহাট পৌরসভায় অবস্থিত পোস্ট অফিসসংলগ্ন ৫ তলা বাড়ি শাহানাজ ভিউ। প্রতিটা ফ্লোরে ৪টা ফ্ল্যাট। গ্যাস সংযোগসহ ফ্ল্যাট বিক্রয় করা হবে। যোগাযোগ বাংলাদেশ: 016-16531283. USA: 347-237-3012

বেসমেন্ট ভাড়া

৯০-৩৫, ১৮৪ স্ট্রীট হলিস নতুন বেসমেন্ট ভাড়া হবে। PS, স্বামী-স্ত্রী কিংবা দুইজন মহিলার নিকট ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগ: 347-740-2701, 718-874-3675

বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকা কুইন্স সে ভিলেজের ২১৫ প্লেস এবং ৯২ রোডে ২ বেডরুম, ফুল বাথরুম, কিচেন, বড় লিভিং, ডাইনিং রুমের বেসমেন্ট আগামী আগস্ট মাস হতে ছোট ফ্যামিলির কাছে ভাড়া হবে। যোগাযোগ: 646-897-5496

লোক আবশ্যক

জ্যাকসন হাইটসের অতি নিকটে (৬৯-১৭ নর্দার্ন বুলেভার্ড) একটি বাংলাদেশী গ্রোসারীতে কাজ করার জন্য মিট কাটার/ স্টোর হেলপার আবশ্যক। 646-250-7975.

ন্যানি আবশ্যক

We are looking for a live-in or live-out nanny near the Elmont area. PH#Hemel 917-826-3498. Aysha 347-545-8669

রুম ভাড়া

বড় দুটি রুম ভাড়া দেওয়া হবে।কিচেন শিয়ার।সার্টফিন ব্লোবার্ড এবং হিলসাইড এবিনিউতে।F,E,air train, bus station ,মসজিদ,মাদ্রাসা,বাংঙ্গালী গ্রোসারী সব কিছু অতি নিকটে।বাসা এখন খালি আছে। ৯২৯৩২৮৫০৪২

স্টুডিও ভাড়া

আগস্ট মাস থেকে জ্যামাইকা এলাকায় প্রাইভেট বাসার একটি স্টুডিও রুম ভাড়া হবে। সম্পূর্ণ আলাদা কিচেন, বাথরুম এবং আলাদা প্রবেশ পথ। শুধুমাত্র একজন কর্মজীবী মহিলা/ দুইজন ছাত্রীর জন্য । যোগাযোগ: 347-221-4947

রুম ভাড়া

বড় দুটি রুম ভাড়া দেওয়া হবে।কিচেন শিয়ার।সার্টফিন ব্লোবার্ড এবং হিলসাইড এবিনিউতে।F,E,air train ,bus station, মসজিদ,মাদ্রাসা,বাংঙ্গালী গ্রোসারী সব কিছু অতি নিকটে।বাসা এখন খালি আছে। ৯২৯৩২৮৫০৪২

পাত্র-পাত্রী চাই

১)আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইনে ডিগ্রীপ্রাপ্ত । মুসলিম। সাতাশ বছর। সিলেট বাড়ী। যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক পাত্রী চাই।
২) ডাটা সাইন্সে আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়রত। মুসলিম। তেইশ বছর। সিলেট বাড়ী। যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক পাত্র চাই।
এসএমএস করুন। গোপনীয়তা রক্ষা করা হবে।
৩৪৭-৩৪৫-৮২০৭

Convenience Store

জ্যামাইকা হিলসাইড এবং PARSONS BLRD ২টা হাই স্কুল ২টা Middle School-এর মধ্যে সাবওয়ে থেকে উঠলে Very busy Convenience Store Sale করা হবে। মালিক অসুস্থ থাকার কারণে Sale হবে। শুধু সিরিয়াস ক্রেতারা যোগাযোগ করুন। ফোন: ৫১৬-৪৫১-৩৭৪৮

ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলি নিউইয়র্ক ও নিউজার্সি'র বার্ষিক বনভোজন

উত্তর আমেরিকা অফিস

গ্লোবাল পিস অ্যামব্যাসেডর ড. আবু জাফর মাহমুদ বলেছেন, আমার প্রেম ভালোবাসা ও হৃদয়ের অংশ সিলেট। আল্লাহ মনোনীত ৩৬০ আউলিয়ার চারণ ক্ষেত্র পবিত্রভূমি সিলেট। তিনি হযরত শাহজালাল (র.)সহ বাংলার সকল ধর্মপ্রচারকের নাম স্মরণ করার পাশাপাশি পবিত্রভূমির ধর্মপ্রচারকদের সিপাহসালার নাসিরউদ্দিনের নাম শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেন। একই সঙ্গে মহান স্বাধীনতার সিপাহসালার বঙ্গবীর এম এ জি ওসমানীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে বলেন, সিলেটের মানুষ তাদেরই আত্মীয় স্বজন, ওই পবিত্রভূমির বাসিন্দা।

গত সপ্তাহান্তে তিনি রকল্যান্ড লেক স্টেট পার্কে ফ্রেন্ডস এন্ড ফ্যামিলি, নিউইয়র্ক অ্যান্ড নিউজার্সি আয়োজিত বার্ষিক বনভোজনের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করছিলেন। সুলেমান আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন শিক্ষানুরাগী, সমাজসেবক জনাব আলমগীর হোসেন, সাবেক পোস্টাল ইন্সপেক্টর আব্দুল মালিক চাকলাদার, বাংলা জামে মসজিদের সেক্রেটারি জনাব লালন আহমদ চৌধুরী। বক্তব্য রাখেন মিজানুর রহমান শিকদার, মাহমুদ হোসেন, এডভোকেট নুরুল ইসলাম, মামুন রশীদ, কাজী কামিল আহমদ, শাহেল আহমদ, রেজাউল হক রেজা, আবুল হাসনাত, অলিদ আহমদ প্রমুখ।

বাসা ভাড়া

৯৫ এভিনিউ, রিচমন্ডহিল, ১ম তলায় ৩ বেড রুম বাসা ভাড়া হবে। A & J Train, Q-24, Q- 37 Bus 1 block. যোগাযোগঃ 646-457-5505.

বাসা ভাড়া

উডসাইডে ৫৭ স্ট্রীট ও ব্রডওয়ে এর ক্রস স্ট্রীটে প্রাইভেট হাউজের এক তলায় এক বেডরুমের এপার্টমেন্ট অতি সত্বর ভাড়া হবে। ভাড়া ১৭৫০ ডলার। Only cou ple or Two bachelors. Tel : 212-470-3118

রুম ভাড়া

১৪৫ লেকউড এভিনিউ, সাউথ জ্যামাইকা, মসজিদ আলকুবার সন্নিকটে, বেসমেন্টে ছোট একটি রুম একজন অধুমপায়ী কর্মজীবি পুরুষ এর নিকট ভাড়া দেয়া হবে। এখন উঠতে পারবেন। কিউ-40, কিউ-6, কিউ-60 বাস বাসার সামনে। যোগাযোগ 347-475-5883

বেসমেন্ট ভাড়া

৯০-৩৫, ১৮৪ স্ট্রীট হলিস নতুন বেসমেন্ট ভাড়া হবে। । স্বামী-স্ত্রী কিংবা দুইজন মহিলার নিকট ভাড়া দেয়া হবে । যোগাযোগ : 347-740-2701,718-874-3675

সেমিবেসমেন্ট ভাড়া

সেমিবেসমেন্ট গ্যারেজসহ ভাড়া হবে। ২ বেডরুম, কিচেন, বাথ, লিভিং এখনই ভাড়া হবে। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে। যোগাযোগ : 347-484-6385, 347-686- 5591.

রুম ভাড়া

জ্যাকসন হাইটসের দুই বেডরুমের এপার্টমেন্ট ফ্যামিলি বাসায় মাস্টার বেডরুম মুসলিম অধূমপায়ী স্বামী-স্ত্রীর নিকট ১লা আগস্ট হতে ভাড়া হবে। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে । যোগাযোগঃ 929-344-9248, 347-771-2282.

মহিলা রুমমেট চাই

ইয়াংকি ষ্টেডিয়ামের কাছে ১টি রুম একজন মহিলা/ছাত্রী এর কাছে ভাড়া দেওয়া হবে। Bronx এর D train এর কাছে। যোগাযোগ : 986-837-7230

স্টুডিও ভাড়া

জ্যামাইকার সাটফিন বুলেভার্ড এবং ১০৮ এভিনিউতে ফুল রিনোভেটেড সেমি-বেসমেন্টে একটি স্টুডিও ১জন স্টুডেন্ট/ ব্যাচেলারের কাছে ভাড়া দেয়া হবে। ফোন : 718- 839-5479

লোক আবশ্যক

কুইন্সে কনভিনিয়েন্ট ষ্টোরে কাজের জন্য অভিজ্ঞ লোক আবশ্যক। বেতন আলোচনা সাপেক্ষে । যোগাযোগ : 646-464-4245.

আইন প্রতিষ্ঠানের জন্য রিসিপশনিষ্ট আবশ্যক

কুইন্সের একটি প্রতিষ্ঠিত ইমিগ্রেশন বিষয়ক আইন প্রতিষ্ঠানে রিসিপশনিষ্ট নিয়োগ করা হবে। প্রার্থীকে খুবই অরগেনাইজড, কমিনিউকেশনে ও জনসংযোগে দক্ষ হতে হবে। ইংরেজির সাথে বাংলায় কথা বলা জানতে হবে। আইন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। আকর্ষনীয় বেতন ও সুবধাদি দেয়া হবে। রিজুমি ইমেইল করুনঃ ravi@gehilaw.com

পার্টনার আবশ্যক

পেনসিলভিনিয়া York এ অবস্থিত Solar Panel ও Garment Factory এর জন্য পাটনার এবং বিনিয়োগকারী আবশ্যক। EB5 বিনিয়োগ ভিসার আওতায় পরিবার শুদ্ধ গ্রিনকার্ডের সুযোগ আছে। যোগাযোগের ঠিকানা : 202-683-5854.
Email : amrsolarllc@yahoo.com

বাসা ভাড়া

হাওয়াড বীচ এ ৯০ ষ্ট্রীট, বিটুইন ১৬১-১৬২ এভিনিউতে সুন্দর ও মনোরম পরিবেশে ৩ বেডরুমের বাসা বাড়া দেওয়া হবে। সেন্ট্রাল এসি, লিভিং রুম এবং পাকিং সুবিধা। হাইওয়ে বেল্ট পার্কওয়ে থেকে মিনিট এবং বাস, রেস্তোরাঁ, কেনাকাটা এবং ট্রেন ষ্টেশনে ৫ মিনিট যাত্রায়। যোগাযোগ : 646-457-5746 or contact

বেসমেন্ট ভাড়া

বেসমেন্টে দুই বেডরুমের বাসা ভাড়া দেয়া হবে। মে মাসের ১ তারিখ থেকে। ঠিকানাঃ ১০৫-১৪, ইনউড, স্ট্রীট, জ্যামাইকা, নিউইয়র্ক-১১৪৩৫। যোগাযোগ : 917-650-0546.

বেসমেন্ট ভাড়া

১ বেডরুম বাথরুম, রান্নাঘর শুধু বড়দের জন্য। এস্টোরিয়া ৩৫-৪৭ ১০ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক-১১১০৬ ভাড়া হবে। যোগাযোগঃ 917-662- 0275, 718-205-8412.

বেসমেন্ট ভাড়া

150-16 Shore Ave Jamaica Ny 11433 1 বেডরুম এর বেসমেন্ট ভারা দেওয়া হবে। সাথে বাথরুম রান্নাঘর আর ছোটো একটি লিভিং রুম আছে। বাসার পাশেই মসজিদ, স্কুল, বাংলাদেশী গ্রোসারী এবং বাস ও ট্রেন বাসার কাছে। ই/জে ১০ মিনিটের হাঁটা দূরত্ব। মোবাইল : (646) - 717-7404.

বেসমেন্ট ভাড়া

এস্টোরিয়া ৪৬ স্ট্রীট সাবওয়ে আর, এম, ই ট্রেনের অতি নিকটে দুই বেডরুমের একটি বেসমেন্টের একটি রুম শুধু ভদ্র, শিক্ষিত, অধুমপায়ী পুরুষ ব্যাচেলারদের নিকট ভাড়া দেয়া হবে । কিচেন ও লিভিং রুম শেয়ার করতে হবে। 347-438-7884.

বেসমেন্ট ভাড়া

বেসমেন্টে দুই বেডরুমের বাসা ভাড়া দেয়া হবে। মে মাসের ১ তারিখ থেকে। ঠিকানাঃ ১০৫-১৪, ইনউড, স্ট্রীট, জ্যামাইকা, নিউইয়র্ক-১১৪৩৫। যোগাযোগঃ 917-650-0546

এটিক ভাড়া দেওয়া হবে

Hollis এ 197-03 99th road এর কাছে সুন্দর পরিবেশে সম্পূর্ণ রেনভেটেড ২টি রুম কিচেন বাথরুমসহ ৩জন ব্যাচেলার অথবা ছাত্রের কাছে ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ : 347-986-4707 (২৪ ঘন্টা পাকিং এর সুবিধা আছে)

গাড়ি বিক্রয়

নিসান এন ভি -২০০, ১৪৮ হাজার মাইলস, ইয়ার ২০১৭, ক্লিন নাইস, ইয়ালো ট্যাক্সি বিক্রয় করা হবে। হুইল চেয়ার এক্সেস এবেল। যোগাযোগ 347-235-7322

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

জ্যাকসন হাইটসের প্রানকেন্দ্রে অবস্থিত কর্ণফুলী ইনকাম ট্যাক্স কোম্পানীতে ট্যাক্স, একাউন্টিং ও অফিস সহকারি পদে কিছু লোক জরুরি ভিত্তিতে নিয়োগ দেয়া হবে। অনুগ্রহ করে রিজ্যুমি ইমেইল করুন Karnafullytax@yahoo.com

হেল্প ওয়ান্টেড

জ্যামাইকা হিলসাইড এভিনিও এবং ১৬৪ স্ট্রিট এ অবস্থিত অফিসের কাজের জন্য এমএস এক্সেল ও বিশেষ করে ইন্টারনেট ব্রাউজিং এ জ্ঞানসম্পন্ন দায়িত্ববান লোক (ফুল টাইম - মহিলা অথবা পুরুষ; ওয়ার্ক পার্মিট না থাকলেও সমস্যা নেই) আবশ্যক। যোগাযোগ (718) 839-5812

বেবি সিটার আবশ্যক

NewHyde Park এ N25/N26 Bus Stop থেকে ১০ মিনিট হাঁটা দূরে Part Time Babysitter আবশ্যক। সপ্তাহে ৫ দিন; 2 pm to 6pm. মেসেজ রাখুন 929-225-9363

ইমিগ্রেশনে সহযোগিতা

আমেরিকায় নতুন বা পুরাতন- আপনার দরকার ওয়ার্ক পারমিট, সোশ্যাল এবং ফাইনালি গ্রীনকার্ড। যেভাবেই এদেশে এসে থাকুন, যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন- একটা ব্যবস্থা আমরা করে দেবই। দেশে থাকা আত্মীয়-বন্ধুকে আনতেও আমরা সহযোগিতার পথ দেখাই। ইমিগ্রেশনের যে-কোন জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য কল বা টেক্সট করুন **(৭১৮) ৮৩৯-৫৮১২**

হাউস কীপার আবশ্যক

জ্যামায়কার হিলসাইড ও ১৬৯ স্ট্রীটে একজন বয়স্ক মহিলাকে সপ্তাহের ৬ দিন দেখাশুনার জন্য একজন অভিজ্ঞ মহিলা হাউস কীপার আবশ্যক । **থাকা-খাওয়া ফ্রি + আকর্ষণীয় বেতন** । দীর্ঘমেয়াদী চিন্তায় বিশ্বাসী শুধুমাত্র সিরিয়াস প্রার্থীগণ কল করুন ।
ফোন: **৩৪৭-৪৪৫-৫০৯৩**, ৯১৭-৪৩৫-৯৪১৬

ড্রাইভিং ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন

জ্যাকসন হাইটস্-এ এআর ড্রাইভিং স্কুলের জন্য একজন ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন ।
যোগাযোগঃ ৩৪৭-৪৫৯-৭০৯২

ওমরা ভিসা, হজ্বের জন্য প্যাকেজসহ যেকোনো বিমানযাত্রার সব ব্যবস্থার জন্য আমাদের পেশাদারিত্ব আর বিশ্বস্থতার প্রতিষ্ঠান। দয়া করে ফোনে বা ইমেইলে যোগাযোগ করুন।

চুক্তিতে ড্রাইভিং লাইসেন্স

১০০ ভাগ নিশ্চয়তাসহকারে ড্রাইভিং লাইসেন্স পাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।

যারা বার বার ড্রাইভিং টেষ্ট দিয়ে বিফল হয়েছেন তাদের জন্য এটি একটি সুবর্ণ সুযোগ।

যোগাযোগ সাঈদ–৯১৭–৮০৭–৪৮৫১

স্ট্যাটেন আইল্যান্ডে বাসা ভাড়া হইবে

ভিক্টোরি ব্লুবার্ড এন্ড কুইনলান অভ্যেনুর উপর অত্যন্ত মনোরম, নিরিবিলি ও নিরাপদ পরিবেশে ১ (এক) বেডরুমের একটি বাসা ভাড়া হবে। সবরকমের শপিং দোকানপাট ১-২ মিনিটের মধ্যে পাওয়া যাবে, ইন্ডিয়ান, পাকিস্তানী গ্রোসারী ওয়াকিং ডিস্টেন্সের মধ্যে পাওয়া যায়। ভেরাজোনা ব্রিজ এবং i 278 এক্সপ্রেস ওয়ে থেকে খুব সহজে এক্সিট নেয়া যায়। বাসা ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে যোগাযোগে : ফারুক হোসাইন মোবাইল : ৯২৯৪৪৪৫৩০৫

বেসমেন্ট ভাড়া

বেসমেন্ট ভাড়া হবে ১লা আগস্ট হতে। এক বেডরুম এবং লিভিং রুম, সাবওয়ে '৩' ট্রেন (দুই ব্লক) ৪৬৯ জর্জর্জিয়া এভিনিউ, ব্রুকলীন, নিউইয়র্ক। যোগাযোগ করুন : 917-362-3190

ব্রঙ্কসে অফিস ভাড়া

ব্রঙ্কসের ক্যাসেল হিল এন্ড জেরেগা ওয়েসচেষ্টার এভিনিউতে ১০ রুমের অফিস ভাড়া হবে। ডাক্তার অফিস হলে ভাল হয়। ইকবাল-347-337-2144

হিন্দু পাত্র আবশ্যক

শিলিগুড়ি বসবাসরত এবং ব্যাঙ্গালোরে নার্সিং (৩য় বর্ষ)অধ্যয়নরত সুন্দরী পাত্রীর জন্য হিন্দু পাত্র আবশ্যক। যোগাযোগঃ 347-235-7322 পাত্রীর মামা New York

হিন্দু পাত্র আবশ্যক

ঢাকায় বসবাসরত এবং ইডেন কলেজে স্নাতক (প্রথম বর্ষ) অধ্যয়নরত সুন্দরী পাত্রীর জন্য হিন্দু পাত্র আবশ্যক। যোগাযোগ : 347-235-7322 পাত্রীর কাকা New York

পাত্র চাই

সিলেটি পিতামাতার নিউইয়র্কে জন্ম নেয়া ডাক্তার এবং মে মাস থেকে নিউইয়র্কে রেসিডেন্সি প্রাপ্ত (২৬-৫-৬) নামাজি ও হিজাবী পাত্রীর জন্য ধার্মিক ও উচ্চ শিক্ষিত পাত্র আবশ্যক। যোগাযোগ : 646-577-8290, e-mail : zamanmehdad227@gmail.com

পাত্রী চাই

নিউইয়র্কে বসবাসরত ৩২ বছর (৫-৬) (অনার্স) সুশিক্ষিত পাত্রের জন্য আমেরিকান সিটিজেন পাত্রী আবশ্যক। ডিভোর্সী হলেও সমস্যা নেই। যোগাযোগঃ516-247-8260 Email : jj1831847@gmail.com

পাত্রী চাই

US সিটিজেন ডিভোর্স পাত্রের জন্য (৫৫) ৫ ফট ৬" শিক্ষাগত যোগ্যতা ইন্জিনিয়ার, সরকারি চাকুরিজীবি সু প্রতিষ্ঠিত মুসলিম পাত্রের জন্য বিধবা, ডিভোর্স বা বৈধ কাগজপত্র না থাকলেও চলবে পাত্রী চাই। 646-707-9614

পাত্র চাই

কাপ্তাই কর্ণফুলী পেপার মিলস এলাকায় Born & Raise ১৯ দিনের শর্ট ডিভোর্সী পাত্রীর জন্য American Citizen & Green Card Holder পাত্র আবশ্যক। পাত্রীর বয়স ২৬ বছর। বড় ভাই 347-612-9207, বাবা 01912340475. (কল করুন দুপুর ২টা থেকে রাত ২টা পর্যন্ত)।

পাত্র চাই

সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের পি.এইচ.ডি চাকরিজীবী (৩৪ + 5-6) সিটিজেন পাত্রীর জন্য, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, পি.এইচ.ডি বা উপযুক্ত পাত্র চাই । যোগাযোগ : অভিভাবক 929-247-9441

পাত্র চাই

একজন ম্যাকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার সুন্দরী হিন্দু পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। উচ্চতা ৫ ফুট ৫"। বয়স ২৭। যোগাযোগ : 347-641-8353, 718-200-6396

পাত্রপাত্রীর খোঁজে

অভিভাবক বা পাত্রপাত্রী নিজে যোগাযোগ করুন। কোন ফি নাই। সম্পূর্ণ অলাভজনক সেবামূলক উদ্যোগ। যোগাযোগ email : drmah007@gmail.com, **ফোন : ৫৭১–৪৮৯–৯০১৩**

পাত্র চাই

পাত্রী আমেরিকান গ্রীনকার্ডধারী উচ্চশিক্ষীতা Sociology (ঢা.বি.)। সঙ্গত কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ, নি :সন্তান। ৫০ উর্ধ্ব পাত্র চাই। আগ্রহী ইচ্ছুক পাত্র বা অভিভাবক যোগাযোগ করুন। zaibunnessa14@gmail.com

মেচম্যাকিং

দেশী মেচম্যাকিং (Deshi Match Making) একটি বিশ্বস্ত ম্যারেজ মিডিয়া। আমাদের আছে অনলাইন ও অফলাইন সিস্টেম। বাংলাদেশে ঢাকা, বনানীতে ও নিউইয়র্কে অফিস। যোগাযোগ : desipatropatri@gmail.com, রিমা আবেদীন (929-278-6294)

জীবনসঙ্গীর প্রত্যাশায়

মার্জিত, শিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত ও সিটিজেন (৪৪) একজন ব্যাচেলর পাত্র তার জীবন সঙ্গীর প্রত্যাশায়। জীবন খুব একটা জটিল না; আমরাই জীবনকে জটিল বানাই; আপনার বর্তমান জীবনযাত্রা যাইহোক না কেন? আত্মবিশ্বাস, খোলা মন ও আন্তরিকতার সাথে ছবি ও টেলিফোন নম্বর সহ যোগাযোগ করুন। (সকল প্রকার গোপনীয়তার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।) যোগাযোগ : (718) 524-9777, everlybrown@yahoo.com

FOR RENT

১০৭ এভিনিউ, পাইনগ্রোভ স্ট্রিট, সাউথ জ্যামাইকা এর কর্নারে প্রাইভেট হাউজের ১টি ইউনিট (৩ বেডরুম, লিভিং রুম, ২ বাথরুম) ভাড়া হবে। ভাড়া ২৩০০ ডলার।
যোগাযোগ: 646-302-2153
646-291-9845, 646-641-5348

আবশ্যক

একটি ড্রাইভিং স্কুলের জন্য অভিজ্ঞ ইন্সট্রাক্টর আবশ্যক। বেতন আলোচনা সাপেক্ষে।
যোগাযোগ: এম ডি আলী- 917-500-3937

ARMAN CHOWDHURY, CPA

- INDIVIDUAL INCOME TAX RETURN
- BUSINESS TAX RETURN
- NON-PROFIT TAX RETURN
- ACCOUNTING & BOOKKEEPING
- RETIREMENT AND INVESTMENT PLANNING
- TAX RESOLUTION SPECIALIST
- ISLAMIC HOME FINANCING

সঠিক ও নির্ভুলভাবে ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়

7 DAYS OPEN
AUTHORIZED e-file PROVIDER

718-475-5686

87-54 168TH STREET, SUITE 201, JAMAICA, NY 11432
Email: armancpa@gmail.com | www.armancpa.com
TO 169 STREET

জে.এম. আলম মাল্টি সার্ভিসেস ইনক্

ট্যাক্স		ইমিগ্রেশন
★ পারসনাল ট্যাক্স	AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER	★ ফ্যামিলি পিটিশন
★ বিজনেস ট্যাক্স		★ সিটিজেনশীপ আবেদন
★ সেলস ট্যাক্স		★ গ্রীণকার্ড নবায়ন
★ বিজনেস সেটআপ		★ সব ধরনের এফিডেভিট

আলম টুর এন্ড ট্রাভেলস

AIR TICKET

•Emirates •Qatar Airways • Etihad Airways • Turkish Airlines •Saudia & More
(646) 685-3785, (212) 810-0449
E: Alamttravels@gmail.com, WWW.Alamtourandtravels.com

Immigrant Elder Home care LLC

ঘরে বসেই প্রিয়জনদের সেবার মাধ্যমে প্রতি ঘণ্টা ২১.০০ ডলার পর্যন্ত উপার্জন করুন

কোন প্রশিক্ষনের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।

Jahangir M Alam
President & CEO

72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Suite # 201, Jackson Heights, NY 11372
Office: (718) 433-9283, Cell: (212) 810-0449
E: jmalamms@gmail.com (347) 891-7070

নিউইয়র্ক সিটির রেজিস্ট্রার কাজী

MATRIMONIAL SERVICE
NYC REGISTERED

মাওলানা নজরুল ইসলাম
খতিব মসজিদ আর রাইয়ান (MUNA Center of Jamaica)

MATRIMONIAL SERVICE – NYC REGISTERED – MAULANA NAZRUL ISLAM – Masjid AR-Raiyyan

কাজী অফিস নিউইয়র্ক

MAULANA NAZRUL ISLAM
Khatib Masjid AR-Raiyyan
I Speak Bangla,Urdu,Arabic,English

Email: islam1072@gmail.com Phone: 347-251-2937
196- 43 Foothill Ave, Hollis, NY 11423

JOY TECH ELECTRONICS & COMPUTER

সেলস এবং রিপেয়ার

Laptop এবং Desktop কম্পিউটার রিপেয়ার।
Cellphone, TAB, iPad রিপেয়ার ও আনলক করা হয়।
GSM আনলক সেলফোন বিক্রয়।
সবধরনের Accesories পাওয়া যায়
সিম কার্ড এক্টিভেশন / সব ফোন বিল পে করা হয়।

ultra | h2o | T-Mobile | Univision mobile | Lycamobile

Ph : (347) 730-5984 | Cell: (646) 707-7733
37-22 73RD ST, SUITE # 1D, JACKSON HEIGHTS, NY 11372

পায়ের রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক
Bangladeshi Foot Specialist

DR. SADI ALAM, DPM

আপনি পায়ের কোন সমস্যায় ভুগছেন?

নিউইয়র্কে বাংলাদেশী চিকিৎসকের পরামর্শ নিন
PLEASE ASK YOUR DOCTOR FOR REFERRAL

Jamaica Office: 168-32 Highland Ave, Jamaica, NY 11432

Hollis: 196-22 Hillside Ave, Hollis, NY 11423
Jackson Heights Office: 7017 37th Ave, Jackson Heights, NY 11372
Brooklyn Office: 486 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218

Alam Podiatry, P.C.

Ozone Park Office: 530 Conduit Blvd, Brooklyn, NY 11208
Bronx Office: 3099 Bainbridge Ave, Bronx, NY 10467
Parkchester Office: 1381 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462

FOR APPOINTMENT
Phone: 347-509-4470 | Fax: 646-845-1861 | Email: dralamdpm@gmail.com

WE ACCEPT ALL MAJOR INSURANCE PLANS

স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ বহালের দাবিতে প্রবাসী গাইবান্ধাবাসীর মানববন্ধন

সুব্রত বিশ্বাস

মুক্তিযুদ্ধে পাকবাহিনীর হত্যাযজ্ঞের চিহ্নিত বধ্যভূমিতে নির্ধারিত স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ বলবত রাখার দাবিতে গত ১৬ জুলাই প্রবাসী গাইবান্ধাবাসী একটি মানববন্ধনের আয়োজন করেন। মানববন্ধনটি ছিল নিউইয়র্কে বইমেলা অনুষ্ঠানের চত্বরের রাস্তায়। প্রচারের বিজ্ঞাপন দেখে লেখক, কলামিস্ট, প্রাক্তন টিভি প্রযোজক জনাব বেলাল বেগ মন্তব্য করেন, গণকবরটি বাংলাদেশের গাইবন্ধায়, নিউইয়র্কে দাবি জানিয়ে কি লাভ। শ্রদ্ধেয় বেলাল বেগের কথা একেবারে উড়িয়ে দেয়ার নয়। তবে ইতিমধ্যে গণকবরটি রক্ষার জন্য গাইবান্ধার সর্বস্তরের জনগণ ও বিভিন্ন সংগঠন সরকারের প্রতি দাবি জানিয়ে মানববন্ধন করেছেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপি প্রদান করেছেন বলেও পত্রপত্রিকায় দেখেছি।

এরই মধ্যে প্রধানমন্ত্রীকে দেওয়া স্মারকলিপিটি আমার হাতে এসেছে। তাতে দেখা যায়, বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর প্রতিটি বধ্যভূমির উপর স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণের পরিকল্পনা হাতে নেয়। পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মুক্তিযোদ্ধা মন্ত্রণালয় ২০১০ ও ২০১৪ সালের ২৫শে নভেম্বরে প্রকাশিত মন্ত্রণালয়ের বিজ্ঞপ্তি অনুসারে ২০৪টি এবং ২০১৮ সালের বিজ্ঞপ্তি অনুসারে ২৮১টি বধ্যভূমিতে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণের কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। স্বারকলিপিতে আরও লক্ষ্য করা যায়, মুক্তিযোদ্ধা মন্ত্রণালয়ের প্রকাশিত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত গাইবান্ধা জেলার ১১টি বধ্যভূমি লিপিবদ্ধ রয়েছে। এই এগারোটির মধ্যে দাবিজনিত গাইবান্ধা স্টেডিয়াম সংলগ্ন বধ্যভূমিটি অন্যতম। সেখানে গাইবান্ধার সদর উপজেলার গোবিন্দপুর মৌজার গোরস্থানপাড়ায় ২২৪৬,২২৫৩ ও ২৫৫৬ দাগ নং এবং ১০০২ ও ১৭৯৪ খতিয়ান নম্বরের জমিতে বধ্যভূমির উপর স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে। এমনকি প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য ৮০ লক্ষ ৯২ হাজার টাকা বরাদ্দও দেওয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গত, ৭ই ফেব্রুয়ায়ারি ২০২২ গণপূর্ত বিভাগের গাইবান্ধার নির্বাহী প্রকৌশলী এক প্রতিবেদনে জানান, জমি বুঝে পাওয়া মাত্র স্মৃতিস্তম্ভের কাজ শুরু হবে। কিন্তু লক্ষণীয়, জেলার একাধিক বধ্যভূমিতে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণের কাজ শুরু হলেও প্রভাবশালী সরকারদলীয় একটি স্বার্থান্বেষী মহলের প্ররোচনায় এবং তাদের চক্রান্তে জমি আধিগ্রহনে পরিকল্পিতভাবে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা সৃষ্টি করে স্টেডিয়াম সংলগ্ন জেলার প্রধান বধ্যভূমির নির্মাণকাজ বিলম্ব করার কৌশল নেওয়া হয়েছে।

মেরিল্যান্ডে সন্ত্রাসী হামলার শিকার প্রবাসী বাঙালি নারী

সুবীর কাস্মীর পেরেরা

মেরিল্যান্ড অঙ্গরাজ্যের সিলভার স্প্রিং শহরের ফোর কর্নার শপিং সেন্টারে কর্মরত অবস্থায় এক ষাটোর্ধ বাঙালি নারী হামলার শিকার হয়েছেন। তিনি একটি আসবাবপত্রের দোকানে কর্মরত থাকা অবস্থায় ২২ জুলাই শনিবার সকালে ছুরিকাহত হয়েছেন।

হামলাকারী সন্দেহভাজনকারী ল্যাটিনো বলে মন্টগোমেরি কাউন্টি পুলিশ এসিস্টেন্ট চিফ ডেরেন ফ্রাঙ্ক নিশ্চিত করেছেন। হামলাকারী বাঙালি নারীর সাথে আরো দুইজন নারীকে ছুরিকাঘাত করে। এসময় তাকে বাধা দিতে গেলে ক্রেতা ও কর্মীদের উপর চড়াও হয়। মন্টগোমেরি পুলিশ ওই সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে ক্ষান্ত করতে গেলে সে পুলিশকে আক্রমণ করতে যায়। পুলিশ একাধিক রাউন্ড গুলি করলে ঘটনাস্থনে হামলাকারী নিহত হয়।

গুরুতর আহত বাঙালি নারী মিনতি রোজারিও বর্তমানে স্থানীয় একটি হাসপাতালে ভর্তি আছেন। তার দেশের বাড়ি ঢাকার নবাবগঞ্জের হাসনাবাদ এলাকায়।

সন্দ্বীপ সোসাইটির নির্বাচন নিয়ে জমজমাট প্রচারণা

উত্তর আমেরিকা অফিস

সন্দ্বীপ সোসাইটির আসন্ন নির্বাচনকে কেন্দ্র করে নির্বাচনী আমেজে জমে উঠছে ব্রুকলিনের চার্চ ম্যাকডোনাল্ডস এলাকা। সন্দ্বীপের অধিকাংশ প্রবাসীই বাস করেন ব্রুকলিন ও ওজনপার্ক এলাকায়। এই উপজেলার প্রায় ২০ হাজার মানুষ আমেরিকায় বাস করেন।

নির্বাচনে ইতিমধ্যেই দুটি প্যানেল প্রকাশ্যে লিফলেট ও পোষ্টার বিতরন শুরু করেছে বলে দেখা গেছে। সোশাল মিডিয়াতেও তাদের রং বেরংয়ের পোষ্টার সয়লাব। একটি প্যানেলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন সভাপতি পদপ্রার্থী কমিউনিটির অতি পরিচিত মুখ, মূলধারার রাজনীতিক ও ফোবানার কেন্দ্রীয় নেতা ফিরোজ আহমেদ। ফিরোজ আহমেদ অতীতে সন্দ্বীপ সোসাইটির প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও সাধারন সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাচন কমিশনারও ছিলেন। তাঁর রানিংমেট হিসেবে সাধারন সম্পাদক পদে প্রার্থীতা ঘোষণা করেছেন আলমগীর হোসাইন।

অপর প্যানেলে নেতৃত্ব দিচ্ছেন এমলাক হোসেন ফয়সল। তিনিও সন্দ্বীপ তথা চট্রগ্রাম অঞ্চলের মানুষের মধ্যে ব্যাপক পরিচিত। তিনি অতীতে সন্দ্বীপ সোসাইটির সাধারন সম্পাদক, প্রধান নির্বাচন কমিশনার, সন্দ্বীপ স্পোর্টিং ক্লাব ও সন্দ্বীপ এডুকেশন সোসাইটির সভাপতি হিসেবে কাজ করেছেন। সোসাইটি বর্তমান কমিটির সভাপতি পান্না ও আলাউদ্দীনের আর্শীবাদ রয়েছে তার প্যানেলের ওপর। সভাপতি প্রার্থী ফয়সলের রানিংমেট হিসেবে সাধারন সম্পাদক পদে লড়বেন আমজাদ হোসেন। ২০১৯ সালের পর সন্দ্বীপ সোসাইটির আর কোন নির্বাচন হয়নি।

গত দেড় মাস যাবৎ সোসাইটির সদস্য সংগ্রহ ও ভোটার প্রক্রিয়া চলছিল। ১৫ জুলাই ছিল সদস্য হবার শেষ সময়।

২৯ জুলাই সোসাইটির বনভোজন। এরপর আরও ২ সপ্তাহ সদস্য সংগ্রহ অভিযান চলবে। এতে ভোটার সংখ্যা ৫ হাজারের বেশি হতে পারে।

বই ও বইমেলা নিয়ে অনুভূতি জানালেন তিন লেখক ও কবি

সোহানা নাজনীন

২০ জুলাই বৃহস্পতিবার প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার সাপ্তাহিক সম্প্রচার 'টক অব দ্যা উইক' অনুষ্ঠানে বই এবং বইমেলা নিয়ে কথা বলেছেন তিন বিশেষ অতিথি। লিজি রহমান, মাসুম আহমদ এবং জেবুন্নেছা জোৎস্না। আগের সপ্তাহে চারদিন ব্যাপী মুক্তধারা ফাউন্ডেশন আয়োজিত নিউইয়র্কের ৩২তম বইমেলা শেষ হলো। এই বইমেলায় মৌ মৌ করছিল নতুন ছাপা কাগজের গন্ধ। এ আয়োজনে যুক্ত হয়েছিলেন লেখক, পাঠক ও প্রকাশকরা।

বইমেলায় নিজের প্রকাশিত বইয়ের বিষয়বস্তু, প্রথম বই প্রকাশের অনুভূতি এবং সর্বোপরি মেলার সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেছেন অতিথিগণ। প্রথমেই কথা বলেন মাসুম আহমদ, তিনি লেখালেখি করছেন দীর্ঘদিন ধরে। মাসুম আহমেদ সিলেটে জন্মেছেন। সিলেট এমসি কলেজ থেকে ইংরেজি সাহিত্যে মাষ্টার্স করেছেন। পঞ্চায়েত-নামক একটি লিটল ম্যাগাজিন সম্পা

দনা করছেন তিনি। বর্তমানে বাস করছেন নিউইয়র্কে, আইটিতে চাকরিরত।

লিজি রহমান, দীর্ঘ তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে লেখালেখিতে যুক্ত। ইংরেজি পত্রিকায়ও লিখেন তিনি। লিজি রহমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে মাষ্টার্স এবং নিউইয়র্কের কুইন্স কলেজ থেকে এডুকেশনে মাষ্টার্স করে দীর্ঘদিন স্কুলে শিক্ষকতা করেছেন। বর্তমানে ফুলটাইম লেখক।

জেবুন্নেছা জোৎস্না যশোরে জন্মগ্রহণ করেছেন। বর্তমানে বাস করছেন নিউইয়র্কে। পেশায় তিনি একজন ডায়াগনষ্টিক মেডিকেল সনোগ্রাফার। বাংলাদেশ থেকে মাইক্রোবায়োলজীতে মাষ্টার্স করেছেন তিনি। এরপর নিউইর্য়কের সিটি ইউনিভার্সিটি থেকে 'ম্যাথমেটিক্স এন্ড সাইন্সে' এ্যাসোসিয়েট করেন এবং লং আইল্যান্ড ইউনিভার্সিটি থেকে 'ডায়াগনষ্টিক মেডিক্যাল সনোগ্রামে' ব্যাচেলর করেছেন।

এবারের বইমেলায় প্রথম প্রকাশিত বইয়ের লিখিত বিষয় এবং প্রচ্ছদ সম্পর্কে কবি মাসুম আহমেদ বলেন, "একজন সার্টিফাইড কবি হওয়ার প্রস্তুতি-নামক বইটি এবছর বইমেলায় এসেছে যার প্রচ্ছদ করেছে আমার বারো বছরের মেয়ে আমায়া আহমেদ। বুনন প্রকাশনীর এই বইটিতে মোট পঁচাত্তরটি কবিতা আছে। মানুষের কথা, প্রকৃতির কথা, প্রেম-মুক্তি-বিপ্লবের কথাই বলে আমার কবিতা।'

তিনি বলেন, আমি মনে করি এই কবিতাগুলো আধুনিক ও উত্তর আধুনিক কবিতার ফিউশন করে লিখেছি। অনেকেই আমাকে কবি হিসাবে পরিচিতি দিতে চাইতেন না, তাই বইয়ের নাম এবং প্রচ্ছদ কিছুটা ব্যঙ্গাত্মক ধাঁচের হয়েছে। প্রথম বই প্রকাশিত হবার অনুভূতি সম্পর্কে মাসুম আহমেদ বলেন, এ এক অন্যরকম অব্যাক্ত অনুভূতি। পাঠকরা আমার কবিতা কিভাবে গ্রহণ করবে, ভালো লাগবে কিনা-এ নিয়ে অনেক শঙ্কা ছিল। কিন্তু পরিশেষে দেখলাম পাঠক আমার বই ভালোবেসে কিনেছে। মেলায় তাঁর সর্বাধিক বই বিক্রি হয়েছে বলে তিনি জানান।

এবারের ৩২তম বইমেলার আয়োজন সম্পর্কে মাসুম আহমদ বলেন, ছোট-খাটো কিছু সমস্যা থাকা সত্ত্বেও সব কিছু মিলিয়ে এবারের বইমেলা ছিল সফল। মেলার আয়োজকরা তাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছেন মানুষের কাছে বই পৌঁছে দেয়ার।

এবারের বইমেলায় লিজি রহমানের 'আমেরিকায় বাঙ্গালির চাষবাস' বইটি প্রকাশ হযেছে। এ নিয়ে লিজি রহমান বলেন, এবারের বইমেলায় আমার লেখা-'আমেরিকায় বাঙ্গালির চাষবাস' প্রকাশিত হয়। আমি বাগান করতে ভালোবাসি, বিশেষ করে করোনার সময় মন দিয়ে বাগান করেছিলাম। দেশে এবং প্রবাসে বাগান করাটা ভিন্ন ব্যাপার আমার কাছে। ভালোবাসার বাগানবিলাস-নামক ফেসবুকে একটি পেইজ খুলি যেখানে আমার এক্সপেরিমেন্টাল চাষবাস খুঁটিনাটি তুলে ধরতাম। আর এভাবেই অনেকগুলো পর্বে তথ্যমূলক বইটি তুলে ধরি। এখানে বসবাসরত বাঙালির অনেকে উৎসাহ দিয়েছেন বলে তিনি বলেন।

বাংলা লেখার পাশাপাশি ইংরেজিতেও লিখেন লিজি রহমান। বাংলাদেশের ডেইলি অভজার্ভার দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন বিষয়ে লিজি রহমানের লেখা আর্টিকেল ছেপে আসছে। তাছাড়া লিজি রহামানের ছেলে আমেরিকায় সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যাওয়ার পর নিউইয়র্কের ডেইলি নিউজ পেপারের অনুরোধে সেখানেও লেখেন তিনি। নিজের অ-বাঙালি বন্ধুদের জন্যে তিনি ইংরেজিতে লেখেন। তাঁর লেখায় থাকে সমাজ সচেতনতা ও পরিবর্তনের ডাক।

লিজি রহমান এবারের বইমেলা সম্পর্কে নিজ অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করে বলেন, প্রচণ্ড গরম থাকা সত্ত্বেও আমি অনেক আনন্দ করেছি। বৃষ্টিতে তেমন কোন অসুবিধা হয়নি। লিজি রহমান মনে করেন, আগামিতে বইমেলা সম্ভব হলে মেমোরিয়াল কিংবা লেবার ডে উইকেন্ডের সময় ব্যবস্থা করলে সেটা সবার জন্য ভালো হবে।

জেবুন্নেছা জোৎস্নার প্রথম বই প্রকাশ হয়েছে এ বছর, 'জলের আয়নায় আকাশ দূর চিরদিন।' নিজের প্রকাশিত প্রথম বই সম্পর্কে কবি জেবুন্নেছা জোৎস্না বলেন, ছোটবেলা থেকে ডায়েরি লিখতাম। আমেরিকান জীবনে লেখাপড়া ও সংসার নিয়ে কঠিন সংগ্রামের সময় আমার লেখালিখি আবারো শুরু হয়। কবিতার সাথেই আমার যত প্রেম। ২০১৬ থেকে আমি নিয়মিত ঠিকানা পত্রিকায় কবিতা প্রকাশ করি। এখন বাঙালি ও প্রথম আলো পত্রিকাতেও লিখছি অনেকদিন ধরে। তবে বই প্রকাশ করার জন্য প্রয়োজনীয় সময় দিতে পারিনি। তাছাড়া সবসময় চেয়েছি পাঠকের কাছে গ্রহণযোগ্য কিছু লিখতে, আর সেইজন্যেই বই প্রকাশে দেরি হয়েছে।আমার লেখা 'জলের আয়নার আকাশ দূর চিরদিন' নামটা ব্যবহার করেছি কাব্যিক অর্থে।

বইমেলায় প্রথম বই প্রকাশের অনুভূতি সম্পর্কে জেবুন্নেছা জোৎস্না বলেন, প্রথমদিনে আমার অনুভুতিটা ছিল কিছুটা ভয়ের। ভালো কবি হয়ে উঠতে পারিনি ভেবে এখনও আমার ভিতরে একটা অতৃপ্তি রয়ে গেছে। অপেক্ষায় আছি অবসরে যাবার পর পুরোপুরি কবি হয়ে উঠবো আশাকরি।

জেবুন্নেসা প্রবন্ধও লিখেন। করোনাকালীন সময়ে অজানা ভাইরাস নিয়ে বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণামূলক লেখাও লিখেছেন তিনি। তবে তিনি ভবিষ্যতে গল্প লিখবেন বলে আশা রাখেন।

এভাবেই তিনজন লেখক ও কবির বই এবং বইমেলা সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা জানানোর মাধ্যমে সেদিনের 'টক অফ দ্য উইক' অনুষ্ঠানটি শেষ হয়। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনায় ছিলেন সোহানা নাজনীন এবং কারিগরি সহযোগিতায় ছিলেন এইচ বি রিতা। প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার এই জনপ্রিয় সম্প্রচার প্রতি বৃহস্পতিবার আমেরিকা সময় রাত ৯ টায় ফেসবুক পেইজ Prothom Alo USA-তে সরাসরি সম্প্রচারিত হয়ে থাকে।

ভিজিট বা ষ্টুডেন্ট অথবা ট্রানজিট (সি-১) বা অন্য যে-কোন ভিসায় কিংস্বা মেক্সিকো বর্ডার দিয়ে আগতদের আমেরিকায় বৈধতার বিষয়ে ফ্রি পরামর্শ নিন।
বিয়ের মাধ্যমে পাওয়া কন্ডিশনাল গ্রীনকার্ডটি পারিবারিক সমস্যা-অশান্তি অথবা কোন ভুলের কারণে টিকিয়ে রাখা ঝুঁকিপূর্ণ হলে নিশ্চিন্তে আমাদের সংগে কথা বলুন।
আমেরিকান সিটিজেন বিয়ে করার পরও যদি গ্রীনকার্ড পেতে সমস্যায় পরে যান - চলে আসুন আমাদের কাছে। আমরা গ্রীনকার্ড (I-485) এপ্লিকেশনও প্রসেস করি।
আমরা ইবি-থ্রি (এমপ্লয়মেন্ট বেইজড গ্রীনকার্ড) ভিসা প্রসেস করি এবং বাংলাদেশে বসবাসরতদেরও ইবি-থ্রি ভিসার মাধ্যমে আমেরিকায় নিয়ে আসতে সহায়তা করি।
ভিজিটরদের আমেরিকায় নিজস্ব কোম্পানী রেজিষ্ট্রেশন, নিজ নামে ইআইএন প্রাপ্তি ও ব্যাংক একাউন্ট; এবং ব্যবসায় শুরু করতে যাবতীয় সহায়তা করি।

এসাইলাম | ওয়ার্ক পার্মিট (EAD) | সোসাল সিকিউরিটি (SSN) | ভাওয়া (VAWA) | গ্রীনকার্ড | সিটিজেনশীপ

আমেরিকায় নতুন এসে থাকলে আমাদের সংগে অন্তত একবার কথা বলুন -
গ্যারান্টি দিচ্ছি এদেশে আপনার চলার পথ অনেকটাই মসৃণ ও সহজ হয়ে উঠবে

(718) 839-5812
163-10 Hillside Ave, Jamaica, NY 11432

নিউইয়র্কে স্বনামধন্য বাংলাদেশী বিশেষজ্ঞ
Utpal Chowdhury, MD.
Board certified internal medicine
Attending physician(Emergency)-New York Community Hospital, Brooklyn. Jamaica Hospital Medical Center, Queens.

TREATMENT / SERVICES
- COMPLETE PHYSICAL
- HIGH BLOOD PRESSURE
- SCHOOL /JOB PHYSICAL
- HIGH CHOLESTEROL
- TLC
- ASTHMA
- VACCINATION
- SKIN PROBLEM
- DIABETES
- EKG

Please call for Appointment
At# 917-503-5002

ডাঃ উৎপল চৌধুরী

Jamaica office
167-02 Highland Ave, 1st Floor,
Jamaica, NY 11432
Phone: (718) 297-4444 & (917) 503-5006
Fax: (718) 297-4443& (917) 503-5005
Office Hours:
Monday & Thursday, 5pm-9pm
Wednesday & Friday, Sunday 9am-3pm

Jackson Heights office
40-37 76th Street, 1st Floor, Elmhurst, NY 11373
Phone: (917) 503-5002 & (718) 533-0002
Fax: (917) 503-5004 & (718) 533-0005
Office Hours:
Monday, Tuesday Thursday
9am-3pm
Wednesday & Friday
5pm-9pm
Sunday: Lab. Work only.
9am-1pm

Tel: 917-503-5002,
Fax: 917-503-5004

True Medical Care P.C.
40-37 76th Street, 1st Floor Elmhurst, NY 11373 167-02 Highland Ave, 1st Floor Jamaica, NY 11432

বাড়ি বিক্রয়

ব্রঙ্কসে E 229 ষ্ট্রিটে বাড়ি বিক্রয় হবে। Sell by Owner. বাড়িটিতে স্বতন্ত্র ভাবে তিন পরিবার বসবাস করতে করতে পারবে। মূল্য 4 লাখ 75 হাজার ডলার। 929-218-3748

EMPLOYMENT AGENCY
Can help you get a job and also find the best employees
Baby Sitter, Housekeeper,
Companion aide constructions
Factory, warehouse, driver,
Customer service, clerical day
Work cashier sales, general help
Restaurant and more

Phone: 929-431- 4206

আগামী এডুকেশনের তহবিল সংগ্রহ

রোকেয়া দীপা

২১ জুলাই শুক্রবার ভার্জিনিয়ায় স্প্রিংফিল্ড হলিডে ইনের হলরুমে আগামী ফাউন্ডেশন, ২০২৩ সালের ফান্ড রেইজিং অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। আগামী এডুকেশন ফাউন্ডেশন একটি অলাভজনক, অরাজনৈতিক, ধর্ম নিরপেক্ষ স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। যার প্রধান উদ্দেশ্যই হল সুবিধা বঞ্চিত শিশুদের মধ্যে গুণগত শিক্ষা বিস্তার করা।

সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের পড়ালেখা শেখানোর জন্য যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী ও বাংলাদেশীদের অনুদানে চলে 'আগামী এডুকেশন ফাউন্ডেশন'। সুবিধা বঞ্চিত শিশুদের পাশাপাশি ডিজিটাল প্লাটফর্মের মাধ্যমে সারাদেশে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার্থীদের মাঝে শিক্ষাকে আরও প্রাণবন্ত এবং সহজতর করে পৌঁছে দেওয়াও সংগঠনটির অন্যতম লক্ষ্য।

২০২৩ সালের ফান্ড রেইজিংয়ের টার্গেট ছিল ১ লাখ ২৫ হাজার ডলার। অনুষ্ঠান চলাকালীন তাদের তহবিলে জমা পড়েছে ১লাখ ২৭ হাজার ডলার। আগামীর প্রেসিডেন্ট ডঃ সাবির এ. মজুমদার অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন এবং সকলকে ধন্যবাদ জানান। অনুষ্ঠানে যারা এসেছেন এবং যারা সাহায্য করয়েছেন সকলের প্রতি তিনি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন। ডঃ সাবির এ. মজুমদার শুরু থেকেই আগামী ফাউন্ডেশনের সাথে ছিলেন এবং তিনি আজীবন সংগঠনের কাজে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বলে জানান।

ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিচার শুরু হবে মে মাসে

উত্তর আমেরিকা অফিস

ডোনাল্ড ট্রাম্প

সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নামে সবচেয়ে কঠিন মামলাটির বিচার শুরু হবে আগামী নির্বাচনের আগেই। রাষ্ট্রীয় গোপন নথি অব্যবস্থাপনার অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে এ মামলা হয়েছে। ২১ জুলাই শুক্রবার আদালতের দেয়া এক আদেশে এ কথা জানা গেছে।

২০২৪ সালের নভেম্বরে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন। নির্বাচনে ট্রাম্প রিপাবলিকান দলীয় প্রার্থী হিসেবে সমনের সারিতেই আছেন এখন পর্যন্ত। ভোটের লড়াইয়ের কয়েক মাস আগে প্রচারণার সময় ৭৭ বছর বয়সী ট্রাম্পের বিচারপ্রক্রিয়া শুরুর বিষয়টি যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতিতে ভিন্ন মাত্রা যোগ করতে পারে।

মামলায় ট্রাম্পের বিচার কার্যক্রম শুরুর কথা জানিয়েছেন ইউএস ডিস্ট্রিক্ট কোর্টের বিচারক অ্যাইলেন ক্যাননন। তিনি জানান, ২০২৪ সালের ২০ মে মামলাটির বিচারপ্রক্রিয়া শুরু করা হবে। প্রসিকিউটররা চলতি বছরের ডিসেম্বরে মামলাটির কার্যক্রম শুরুর পক্ষে ছিলেন। তবে ট্রাম্পের অ্যাটর্নি আগামী বছরের নভেম্বরে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হয়ে যাওয়ার পর বিচার শুরুর অনুরোধ করেছিলেন। ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট থাকার সময় বিচারক পদে নিয়োগ পেয়েছিলেন ক্যাননন।

ট্রাম্পের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি রাষ্ট্রীয় গোপন নথি নিজের কাছে রেখেছিলেন। মার্কিন প্রেসিডেন্টদের আবশ্যিকভাবে তাঁদের সব নথি ও ই-মেইল কেন্দ্রীয় সরকারি সংস্থা ন্যাশনাল আর্কাইভে জমা দিতে হয়।

আটলান্টিক সিটিতে বিএএসজের ফুড ব্যাংক

সুব্রত চৌধুরী

নিউজার্সি রাজ্যের আটলান্টিক সিটিতে বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব সাউথ জার্সির উদ্যোগে 'ফুড ব্যাংক' এর আয়োজন করা হয়। ২০ জুলাই বৃহস্পতিবার ফেয়ারমাউণ্ট এভিনিউতে অবস্থিত 'বাংলাদেশ কমিউনিটি সেন্টার' এ সকাল সাড়ে দশটা থেকে দুপুর একটা পর্যন্ত 'ফুড ব্যাংক' এর কার্যক্রম চলে।

'ফুড ব্যাংক' কার্যক্রম এর আওতায় তাজা শাকসব্জি,ফল,টিনজাত খাবার সহ বিভিন্ন ধরনের খাদ্য সামগ্রী বিতরন করা হয়। আটলান্টিক সিটির বিভিন্ন কমিউনিটির বিপুল সংখ্যক লোক এই "ফুড ব্যাংক" কার্যক্রমে অংশ নেয়। ফুড ব্যাংক কার্যক্রমে সহায়তা করে "কমিউনিটি ফুড ব্যাংক অব নিউজার্সি"।

বাজারে দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতির সময়কালে এই ফুড ব্যাংকের কার্যক্রম কমিউনিটিতে বেশ সাড়া ফেলেছে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব সাউথ জার্সির মহতী কার্যক্রম এর অংশ হিসাবে মাসে চার বার 'ফুড ব্যাংক' এর আয়োজন করা হয়।

বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব সাউথ জার্সির সভাপতি মো: জহিরুল ইসলাম বাবুল, সাধারণ সম্পাদক মো: জাকিরুল ইসলাম খোকা ও ট্রাস্টি বোর্ড এর চেয়ারম্যান আব্দুর রফিক ফুড ব্যাংক এর কার্যক্রম সফল করায় সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

পোরশে গাড়িতে এসে মার্সিডিজ নিয়ে চম্পট

রোকেয়া দীপা

অভিনব উপায়ে চুরি ডাকাতি হচ্ছে নিউইয়র্কে। পোরশে গাড়িতে আসা এফবিআই পরিচয়ের দুই প্রতারককে খোঁজছে নিউইয়র্ক পুলিশ। এরা কুইনসের এক দম্পতির কাছ থেকে মার্সিডিজ গাড়ি, ৪০ হাজার ডলার সহ ঘরের মূল্যবান সামগ্রী নিয়ে চম্পট দিয়েছে।

ঘটনাটি ঘটেছে ১৬ জুলাই রোববার। সকাল সাড়ে সাতটার দিকে ফ্লাসিং এলাকার এক তরুণ দম্পতি বাড়ি ফিরছিলেন। কালো রঙের পোরশে গাড়ি থেকে নেমে দুই ব্যাক্তি নিজেদের এফবিআই এজেন্ট হিসেবে পরিচয় দেয়। পকেটে গুঁজা পিস্তল প্রদর্শন করে তারা দম্পতির ঘরে প্রবেশ করে। কথাবার্তার এক পর্যায়ে দুইজনকেই বেধে ফেলে এবং মুখে টেপ লাগিয়ে দেয়।দম্পতির মার্সিডিজ গাড়ির চাবি নিয়ে যায়। ঘরে নগদ ২০ হাজার ডলার এবং সমান মূল্যের ক্রিপ্টো কারেন্সি, মূল্যবান অন্যান্য সামগ্রী নিয়ে একজন পোরশে এবং অন্যজন মার্সিডিজ গাড়ি নিয়ে চম্পট দেয়। সার্ভিল্যান্স ক্যামেরায় ধরা পড়া ছবি থেকে পুলিশ এ দুই দুর্বৃত্বকে গ্রেফতার করার চেষ্টা করছে।

টরেন্টো ফোবানা কনভেনশন ২০২৩ কমিটি ঘোষনা

উত্তর আমেরিকা অফিস

বহু বিভক্ত 'ফোবানা কনভেনশন' আয়োজনের প্রস্তুতি সভার আয়োজন করা হয় গত ১৭ জুলাই।। টরেন্টো ফোবানা'র প্রস্তুতি সভায় আগামী ২ ও ৩ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিতব্য ফোবানা কনভেনশনের কনভেনশন কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে।

ফোবানা কনভেনশন ২০২৩ 'র চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ ইলিয়াছ মিয়ার সভাপতিত্বে ও সাংবাদিক বাবলু চৌধুরীর সঞ্চালনায়অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখেন ফোবানা কনভেনশন ২০২৩'র প্রধান উপদেষ্টা প্রবীণ সাংবাদিক নজরুল ইসলাম মিন্টো ও প্রধান পৃষ্টপোষক ইঞ্জিনিয়ার রেজাউর রহমান।

১৭ জুলাই সন্ধ্যা ৭টায় ড্যানফোর্থ এরিয়ার রেডহট রেষ্টুরেন্টে অনুষ্টিত এ প্রস্তুতি সভায় কনভেনশন ২০২৩'র লক্ষ্য উদ্দেশ্যও প্রস্তুতি সংক্রান্ত বিষয় তুলে ধরেন কনভেনের আবুল আজাদ, চীফ কো-অর্ডিনেটর আহমেদ হোসেন ও মেম্বার সেক্রেটারী রিয়েলটর রিমন ইসলাম।

প্রস্তুতি সভায় আরো গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন, ভোরের আলো পত্রিকার সম্পাদক ও কনভেনশন কমিটির উপদেষ্টা আহাদ খন্দকার, কনভেনশন কমিটির উপদেষ্টা রেশাদ চৌধুরী, কো-চেয়ারম্যান ফায়জুল করিম, কো-চেয়ারম্যান সিরাজুল ইসলাম, কো-কনভেনের আজম মিয়া। আরো বক্তব্য রাখেন, সাংবাদিক জাহাঙ্গীর আলম, লিটন আলী মাসুদ, সমাজ ও সাহিত্য কর্মী ফারজানা চৌধুরী বিন্দু, এনআরবি টিভির সিইও ও সাংবাদিক শহীদুল ইসলাম মিন্টু, রফিকুল ইসলাম বাবুল, জালালাবাদ এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক মেহেদী শরীফ, ব্যরিস্টার আরিফ হোসাইন, জেরিন ফারহানা খান, সংস্কৃতিকর্মী ও উপস্থাপিকা অজন্তা চৌধুরী, মার্জিয়া হক, নাঈমা ফেরদৌসী, সাংবাদিক দীন ইসলাম, সাংবাদিক সঞ্জয় চাকী, সাংবাদিক আরিফ আহমেদ, সাংবাদিক জামাল আহমেদ, হীরা রহমান, কন্ঠশিল্পী শিরিন চৌধুরী, শামীম আহমেদ, সংস্কৃতিকর্মী রিনিঝিনি, বনি আব্রাহাম, নাজমা হক, ফেরদৌসি সুলতানা, আফরোজা বেগম, রিনা বেগম, শারিফুল হক, এমডি হামিদ, শেখ আনোয়ার, মহিউদ্দিন মহি, মোস্তফা প্রমূখ।উপস্থিত ছিলেন, কনভেনশনের উপদেষ্টা আলীমুর হায়দারী বাবু, বনি আব্রাহাম, রিয়েলটর ফরহাদ আহমেদ মিশুসহ আরো অনেকে।

২৯ জুলাই লং আইল্যান্ডের বেবিলন টাউন হলে বাংলাদেশ মেলা

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্কের লং আইল্যান্ড বেবিলন টাউন হলে অনুষ্ঠিত হবে বাংলাদেশ মেলা। ২৯ জুলাই শনিবার দুপুর আড়াইটা থেকে মধ্যরাত অবধি চলবে এই মেলার নানা অনুষ্ঠান। এর প্রধান আর্কষন হিসেবে থাকছে নগর বাউল জেমস এর লাইভ কনসার্ট। বাংলাদেশ থেকে আগত অনেক নায়ক নায়িকা ও গায়ক গায়িকা এ মেলায় উপস্থিত থাকবেন।

মেলায় ফ্রি এডমিশন, ফ্রি কনসার্ট ও ফ্রি পার্কি'র ব্যবস্থা থাকবে। র‍্যাফেল ড্র-তে থাকবে ব্রান্ড নিউ গাড়ি। মেলাটিকে স্মরণীয় ও আর্কষনীয় করে তুলতে গঠন করা হয়েছে একটি শক্তিশালী কমিটি। যার আহবায়ক হচ্ছেন মূলধারার রাজনীতিক, ফোবানার (একাংশ) চেয়ারম্যান ও জেবিবিএ'র সভাপতি গিয়াস আহমেদ। সদস্য সচিব হিসেবে কাজ করছেন তরুন প্রজন্মের প্রতিনিধি রিয়াজ মাহমুদ। চীফ কো অর্ডিনেটর হিসেবে রয়েছেন কমিউনিটির পরিচিত মুখ ও রাজনীতিক গোলাম ফারুক শাহীন। কো কনভেনর হিসেবে রয়েছেন লায়ন আসেফ বারী টুটুল, মোহাম্মদ মহসীন প্রমুখ।

আল্লামা আরশাদ মাদানী আমেরিকা আসছেন ২ আগষ্ট

রশীদ আহমদ

আমীরুল হিন্দ, ছদরুল মুদাররিছিন, দারুল উলূম দেওবন্দ ও সভাপতি জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ আল্লামা হাফেজ সাইয়্যিদ আরশাদ মাদানী হাফিজাহুল্লাহ ২ আগষ্ট বুধবার মাদানী একাডেমী অফ নিউইয়র্ক ও দারুল উলূম নিউইয়র্ক এর যৌথ আমন্ত্রণে এক সপ্তাহের সংক্ষিপ্ত সফরে আমেরিকা আসছেন। তাঁর উক্ত সফরে নিউইয়র্ক, নিউজার্সী, শিকাগো, মিশিগান ও বাফেলোসহ কয়েকটি অঙ্গরাজ্যের বিভিন্ন মসজিদ-মাদরাসার দ্বীনি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে আলোচনা পেশ করবেন। আল্লামা আরশাদ মাদানী হাফিজাহুল্লাহর প্রোগ্রাম সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য জানতে নিম্নে উল্লেখিত নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারেন।

৩৪৭৭৩৭৪৭৪০,৩৪৭৯৬৩০২১৩,৬৪৬২৯৬৭৬০৩।

LEGAL NETWORK INTERNATIONAL, LLC

প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

ইমিগ্রেশন/ এসাইলাম সেন্টার: গ্রিন কার্ড ও নাগরিকত্ব

অর্ধ শতাধিক ATTORNEY এবং CPA দের সমন্বয়ে গড়া

ALL SERVICE PROVIDED BY ATTORNEYS ADMITTED IN STATE & FEDERAL COURT, CPA, P.E ARCHITECT AND LICENSED PROFESSIONALS.

৩৭-৪৮-৭২ স্ট্রিট ২ তালা জ্যাকসন হাইটস নিউ ইয়র্ক ১১৩৭২
ফোন: ৯১৭-৭২২-১৪০৫,৯১৭-৭২২-১৪৮
www.legalnetworkusa.com

বালাগঞ্জ ওসমানী নগর প্রবাসী কল্যাণ সোসাইটির বনভোজন

উত্তর আমেরিকা অফিস

বালাগঞ্জ ওসমানী নগর প্রবাসী কল্যাণ সোসাইটির বার্ষিক বনভোজন ২৩ জুলাই ব্রঙ্কস ফেরী পয়েন্ট পার্কের মনোরম পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে। নিউ ইয়র্ক সিটি মেয়র এরিক এডামস সম্মানিত অথিতি হিসেবে উপস্থিত থাকার কথা ছিল। মেয়রের প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেয়রের সিনিয়র এডভাইজার ও মেয়র অফিসের এশিয়ান এফেয়ার্সের ডিরেক্টর উইনি গ্রেসো ।

সংগঠনের সভাপতি মিজানুর রহমানের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রব কাওসারের সঞ্চালনায় দিনের শুরতে বেলুন উড়িয়ে বনভোজনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন পিকনিকের প্রধান অথিতি, বিশিষ্ট কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব এলেগ্রা হোম কেয়ারের সিইও ডক্টর আবু জাফর মাহমুদ। সংগঠনের পক্ষ থেকে বিশেষ সম্মাননা ক্রেস্ট দেয়া হয় যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশীদের গর্ব, বালাগন্জের সন্তান, নিউ ইয়র্ক পুলিশ ডিপার্টমেন্টের ডেপুটি ইন্সপেক্টর, প্রথম বাংলাদেশী এনওয়াইপিডি ক্যাপ্টেন খন্দকার আব্দুল্লাহকে।

কাউন্সিল নির্বাচনে প্রার্থী

প্রথম পৃষ্ঠার পর

করে যে আপনারা আমাকে কত ভালোবাসেন।আপনাদের এই উপস্থিতিই আমার নির্বাচনে অবতীর্ণ হওয়ার প্রেরণা। আমি আপনাদের সবার দোয়া নিয়ে আগামী ২০২৪ সালের মে মাসে প্যাটারসন সিটির ২ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলম্যান পদে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করব ইনশাআল্লাহ। নির্বাচিত হতে পারলে প্যাটারসন সিটির ২ নং ওয়ার্ডকে মডেল ওয়ার্ড গড়ার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।

তিনি আরোও বলেন, প্যাটারসন সিটির ২ নং ওয়ার্ডের সর্বস্তরের জনসাধারণের নাগরিক সুবিধা নিশ্চিত করা আমার নৈতিক দায়িত্ব। আমি নির্বাচিত হলে দল মত নির্বিশেষে সবার জন্য কাজ করবো প্যাটারসন সিটির ২ নং ওয়ার্ডের মানুষের ভাগ্যোন্নয়নের জন্য। আমি কথা দিচ্ছি, আমি আপনাদের জনপ্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত হলে আগামী দিনগুলোতে আমার সব প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করব। কথা দিচ্ছি, আপনারা যদি আমাকে সমর্থন দেন, আপনাদের সেবা করার সুযোগ যদি পাই, তবে আপনাদের অসুবিধাগুলো আমার সাধ্যমতো সমাধানের চেষ্টা করব।

উল্লেখ্য, ফায়ারম্যান হলে নির্বাচনী মতবিনিময় সভায় হিস্পানিক, আফ্রিকান আমেরিকান সহ বিভিন্ন কমিউনিটি থেকে শত শত নাগরিক উপস্থিত ছিলেন এবং আহেয়া খানকে নিউজার্সি প্যাটারসন সিটির ২ নং ওয়ার্ডে নির্বাচিত করার জন্য অনুরোধ করেন। সভায় উপস্থিত জনসাধারণ মধ্যে চলমান দুর্নীতি ও চরম অব্যবস্থাপনা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন ।

নির্বাচনী সভায় প্যাটারসন সিটির ২ নং ওয়ার্ডের সাবেক কাউন্সিলম্যান আক্তারুজ্জামান ফয়সল এবং কাউন্সিলর এট লার্জ ফরিদ উদ্দিন আহেয়া খানকে সমর্থন দিয়েছেন। আক্তারুজ্জামান ফয়সল প্যাটারসন সিটির প্রথম নির্বাচিত বাংলাদেশী কাউন্সিলম্যান ।

যুক্তরাষ্ট্রের নিউজার্সি অঙ্গরাজ্যের প্যাটারসন সিটি নির্বাচনে ২ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলম্যান পদে গত বছর ৩ নভেম্বর প্যাটারসন সিটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ২০ নভেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে ভোটের ফল প্রকাশ করা হয়। এই ভোটে শাহীন খালিক তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বাংলাদেশি মার্কিন নাগরিক আক্তারুজ্জামান ফয়সলকে ৯৮ ভোটে হারিয়ে দ্বিতীয়বারের মতো কাউন্সিলম্যান নির্বাচিত হন।

আদালতের রায় বাইডেন

প্রথম পৃষ্ঠার পর

উল্লেখ্য, প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ক্ষমতা গ্রহণের পর সীমান্ত দিয়ে এসাইলাম প্রার্থীর নিয়ন্ত্রণহীন প্রবেশ শুরু হয়। সীমান্তের রাজ্যগুলো ছাড়াও নিউইয়র্ক, শিকাগো, ওয়াশিংটন ডিসিসহ অন্যত্র পাঠাতে হয়েছে এসাইলাম প্রার্থীদের। আশ্রয়প্রার্থীদের সামাল দেয়া কঠিন হয়ে উঠে প্রশাসনের জন্য।

রিপাবলিকান দল অভিযোগ করতে থাকে, প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের ব্যর্থতার কারণেই সীমান্ত বেসামাল হয়ে উঠেছে। সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এ নিয়ে মাঠ গরম করে রেখেছেন। রাজনৈতিক ফায়দা নেয়ার জন্যই তিনি প্রতিদিন সীমান্ত দিয়ে অবাধে লোকজনের প্রবেশের সমালোচনা করে আসছেন।

এ নিয়ে অভিবাসী অধিকার গ্রুপের মামলার পরিপ্রেক্ষিতে নর্দার্ন ক্যালিফোর্নিয়ার ফেডারেল বিচারক জন টাইগার মে মাসে আরোপিত বিধিটি বেআইনি ঘোষনা করেছেন। আদেশে তিনি প্রশাসনকে ১৪ দিনের মধ্যে এ নিয়ে আপিল করার সুযোগ দিয়েছেন। বাইডেন প্রশাসন দ্রুতই উচ্চ আদালতে আপিল করে বিচারকের এ আদেশের উপর স্থগিতাদেশ চেয়েছে। সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার নিয়োগ দেয়া উদারনৈতিক বিচারক জন টাইগার তাঁর আদেশে লিখেছেন, আরোপিত বিধি কোন অবস্থায়ই কার্যকর থাকতে পারে না।

বাইডেন প্রশসনের বিরুদ্ধে গেলেও অভিবাসী গ্রুপগুলো এ রায়কে স্বাগত জানিয়েছে। আমেরিকান সিভিল লিবার্টিজ ইউনিয়নের আইনজীবী ক্যাটরিনা আইল্যান্ড মামলাটির শুনানিতে ছিলেন। তিনি এক বিবৃতিতে বলেছেন, আমেরিকার প্রতিশ্রুতিই হচ্ছে স্বাধীনতা ও প্রত্যাশাকে জাগ্রত করা। প্রশাসন এ প্রতিশ্রুতিকে শক্তিশালী করতে ভূমিকা রাখতে পারে। তা না করে নিষ্ঠুর সব পদক্ষেপ গ্রহণ করে আমেরিকার প্রতিশ্রুতির সাথে প্রশাসন যেন বিশ্বাসঘাতকতা করছে।

সিভিল লিবার্টিজ ইউনিয়ন সহ অন্যান্য অভিবাসী গ্রুপ বলছে, আমেরিকার মতো অন্য কোন দেশে এমন উদার আশ্রয় ব্যবস্থা নেই। যুক্তরাষ্ট্রের আইনে বলা হয়েছে সীমান্তে পা রেখে কেউ আশ্রয় প্রার্থনা করলে, তার আবেদন গ্রহণ করতে হবে। ঢালাওভাবে সীমান্ত থেকে তৃতীয় দেশে ফিরিয়ে দেয়া আইন বিরুদ্ধ বলে তারা উল্লেখ করছে।

বিচারক জন টাইগার তাঁর রায়ে উল্লেখ করেছেন, সীমান্ত থেকে ম্যাক্সিকোতে ঠেলে দেয়া আশ্রয়প্রার্থীরা কোন অবস্থায়ই নিরাপদ নয়। যারা নিজেদের দেশ ছেড়ে যুক্তরাষ্ট্রে আশ্রয়ের জন্য আসছে তারা ম্যাক্সিকোতে অপেক্ষমাণ সময়ে সরকারি ও বেসরকারি পক্ষের সহিংসতার ঝুঁকিতে থাকে। এ অবস্থা আশ্রয়প্রার্থী বিপন্ন লোকজনের জন্য অমানবিক বলে বিচারক উল্লেখ করেছেন।

যুক্তরাষ্ট্রের কাস্টম এন্ড বর্ডার সার্ভিসের এপস- সিবিপি'র মাধ্যমে অনলাইনে সীমান্তের বাইরে থেকেও আশ্রয়ের আবেদন করা যাচ্ছে বলে বাইডেন প্রশসনের পক্ষ থেকে যুক্তি দেয়া হয়েছে। প্রতিদিন মাত্র ১৪৫০ জনকে এমন আবেদনের সুযোগ দেয়া হচ্ছে। এ সংখ্যাটি অপ্রতুল এবং যারা আবেদন করতে পারছে না, তারা সীমান্তের বাইরে তৃতীয় দেশে ঝুঁকিতে রয়েছে বলে বিচারক উল্লেখ করেছেন।

প্রশাসন থেকে বলা হয়েছে, কিউবা, ভেনেজুয়েলা, হেইতি এবং নিকারাগুয়া থেকে আসা আশয়প্রার্থীর জন্য স্পন্সর থাকা সাপেক্ষে মাসে ৩০ হাজার জনকে প্রবেশের সুযোগ দেয়া হচ্ছে। বিচারক বলেছেন, অন্যান্য দেশ থেকে আসা আশ্রয়প্রার্থীর জন্য ব্যবস্থাটি উন্মুক্ত নয়।

বিশ্বজুড়ে চলমান অর্থনৈতিক বাস্তবতায় যুক্তরাষ্ট্র অভিমুখে আশ্রয়প্রার্থী মানুষের ঢল অব্যাহত রয়েছে। আফ্রিকা ও এশিয়ার বিভিন্ন এলাকা থেকে লোকজনের ব্যাপক আগমন ঘটছে। দক্ষিণ আমেরিকা সহ পূর্ব ইউরোপের দেশ থেকেও প্রতিদিন সীমান্তে আশ্রয়প্রার্থীদের ভিড় মার্কিন অভিবাসন ব্যবস্থাকে নাজুক করে তুলেছে। প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ক্ষমতা গ্রহণ করে একটি মানবিক অভিবাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রতিশ্রুতি দিলেও এ নিয়ে তিনি কিছুই করতে পারেননি। বাইরের লোকজনের ব্যাপক প্রবেশের ফলে রাজনৈতিকভাবে হামলার শিকার হচ্ছেন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। উদারনৈতিক পক্ষ বলছে, প্রেসিডেন্ট বাইডেন কিছুই করছেন না। রক্ষণশীল মহল বলছে, সীমান্ত সামাল দিতে ব্যর্থ হচ্ছেন প্রেসিডেন্ট। আগামী নির্বাচনে এ ইস্যুটি প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের জন্য কাল হয়ে দাঁড়াবে বলেই মনে করা হচ্ছে।

এমন আচরণ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

প্রতিমন্ত্রী লিখিত বক্তব্যে বলেন, ১৭ জুলাই ভোটের দিন স্বতন্ত্র প্রার্থী আশরাফুল আলমকে কেন্দ্র করে একটি অনাকাঙ্ক্ষিত ও বিচ্ছিন্ন ঘটনা ঘটে। সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে যেসব দূতাবাস কূটনৈতিক রীতিনীতি ভঙ্গ করে গণমাধ্যমে একটি যৌথ বিবৃতি দিয়েছিল, সেসব দূতাবাসের রাষ্ট্রদূতকে ডেকে 'কূটনৈতিক শিষ্টাচারবহির্ভূত আচরণের' জন্য অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়েছে। বিদেশি মিশনপ্রধানদের কূটনৈতিক আচরণবিধি সম্পর্কিত ভিয়েনা কনভেনশন স্মরণ করিয়ে দিয়ে গঠনমূলক হওয়ার জন্য পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

শাহরিয়ার আলম বলেন, ঘটনার পর ১৯ জুলাই কূটনীতিকেরা বিবৃতি দেওয়ার অনেক আগেই দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার পরেও কূটনীতিকেরা আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন, যা অযাচিত ও অপ্রয়োজনীয়। যে দ্রুততা ও গুরুত্বের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন একটি ঘটনার সমালোচনা তাঁরা করেছেন, সেই গুরুত্ব ও দ্রুততার সঙ্গে কিন্তু তাঁরা সরকারের গৃহীত তাৎক্ষণিক ও ত্বরিত আইনানুগ ব্যবস্থাকে মূল্যায়ন করেননি। তাই, যৌথ বিবৃতিটির বস্তুনিষ্ঠতা ও উদ্দেশ্য নিয়ে ভাবনার অবকাশ থেকেই যায়।

দূতাবাসগুলোর কিছু বলার থাকলে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট উইংয়ের মাধ্যমে সরকারকে জানানোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে বলে প্রতিমন্ত্রী জানান। তিনি বলেন, ১৩ দূতাবাসের কূটনৈতিক শিষ্টাচার লঙ্ঘনের বিষয়ে সরকারের বক্তব্য দূতাবাসগুলোকে এবং ওই দেশগুলোর সরকার ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকেও বাংলাদেশ দূতাবাসগুলোর মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হবে।

একই বিষয়ে টুইট করায় ঢাকায় জাতিসংঘের আবাসিক প্রতিনিধিকে আগে তলব করে সরকারের অসন্তোষের কথা অবহিত করেছিল পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

ঢাকায় ব্যাপক

প্রথম পৃষ্ঠার পর

মঙ্গলবার বিএনপি'র ৭৫ জন নেতাকর্মীকে গ্রেপ্তার করে আদালতে পাঠানো হয়েছে। এদিকে বিএনপি দাবি করছে, সমাবেশকে ঠেকানোর জন্য পুলিশ পরিকল্পিতভাবে ধরপাকড় শুরু করেছে। পুলিশের দেয়া তথ্যের চেয়ে অনেক বেশিসংখ্যক নেতাকর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

বিএনপি'র সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী গতকাল এক সংবাদ সম্মেলনে অভিযোগ করে বলেছেন, একদিনে ঢাকায় ৫০০ নেতাকর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

আমি গ্রেপ্তারকৃত সকল নেতৃবৃন্দের নিঃশর্ত মুক্তি দাবি করছি। পুলিশের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে এটি তাদের নিয়মিত কাজ। যাদের নামে আগের মামলা ও গ্রেপ্তারি পরোয়ানা আছে কেবলমাত্র তাদেরকেই গ্রেপ্তার করা হচ্ছে। এ ছাড়া শনিবার আশুরা ও দুই বড় দলের সমাবেশকে ঘিরে যাতে কেউ কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটাতে না পারে সেজন্য চেকপোস্ট দিয়ে সন্দেহভাজনদের আটক করা হচ্ছে। গতকাল এক সংবাদ সম্মেলনে ডিএমপি কমিশনার খন্দকার গোলাম ফারুকের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল বিরোধী দলের নেতাকর্মীদের কেন গ্রেপ্তার করা হচ্ছে? জবাবে তিনি বলেন, ২০১৫ সালে তাজিয়া মিছিলে বোমা হামলা হয়েছিল। এখন মহরমের তাজিয়া মিছিল চলছে, আমরা ২০১৫ সালের সেই জঙ্গি হামলার কথা ভুলে যাইনি। দুইটা বড় রাজনৈতিক দলের সমাবেশে এখানে যে কেউ বাইরে থেকে এসে দুর্ঘটনা ঘটাতে পারে। তাই সার্বিক নিরাপত্তার বিষয়টি মাথায় রেখে আমাদের চেকপোস্ট। সন্দেহভাজন ব্যক্তি, নিয়মিত মামলার আসামি ও ওয়ারেন্টের আসামিকে গ্রেপ্তার করতে হয়। এটা আমাদের নিয়মিত কাজের পার্ট। সমাবেশ ঠেকানোর জন্য গ্রেপ্তার করা হচ্ছে কিনা জানতে চাইলে সাংবাদিকদের তিনি বলেন, আমাদের কোনো অফিসারের বিরুদ্ধে এই ধরনের অভিযোগ পাওয়া গেলে তদন্ত করে দেখবো। আমরা কোনো রাজনৈতিক দলের কারও বিরুদ্ধে অভিযান করিনি।

বিএনপি ও পুলিশের সূত্রগুলো বলছে, নয়াপল্টনে বিএনপি অফিসের কাছাকাছি মিডওয়ে হোটেলে অভিযান চালায় ডিবি মতিঝিল বিভাগ। দুইঘণ্টা ধরে চলা সেই অভিযানে অর্ধ শতাধিক নেতাকর্মীকে আটক করে পরে তাদেরকে মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতে পাঠানো হয়। এর বাইরে নয়াপল্টনের হোটেল ভিক্টোরিয়ায় অভিযান চালিয়েও আরও কিছু নেতাকর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়। ডিবির দাবি, আটক ব্যক্তিরা আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির জন্য ওই হোটেলে জড়ো হয়েছিল। গোপন তথ্য থাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে। রাজবাড়ীর পাংশা থেকে মহাসমাবেশে যোগ দিতে এসে মিরপুর এলাকা থেকে গ্রেপ্তার হয়েছেন বিএনপির ১৯ জন নেতাকর্মী। কোতোয়ালি থানার পুলিশ মানিকগঞ্জের ঘিউর উপজেলা ছাত্রদলের ৫ নেতাকে আটক করেছে।

অ্যাসাল হেলথ কেয়ার

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বছর সময় দিন। আপনার আস্থা এবং সময় দিন আমরা আগামী দুই বছরের মধ্যে এটি ঘটতে পারব। তিনি বলেন, হেলথ কেয়ার প্রফেশনালসদের সহযোগীতা করতে তাদের পরিকল্পনাগুলো বাস্তবায়নে তাদের সাথে একযোগে কাজ করে যাবো।

এরপর তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে হেলথ কেয়ার প্রফেশনালস চ্যাপ্টারের নতুন কমিটি নাম ঘোষণা এবং শপথ গ্রহণ করান।

অ্যাসাল হেলথ কেয়ার প্রফেশনালস চ্যাপ্টারের ২০২৩-২০২৪ সালের জন্য গঠিত নতুন কমিটির অভিষিক্তরা হলেন, প্রেসিডেন্ট ডা. রফিক আহমদ, এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট ডা. শাহ রহমান, জেনারেল সেক্রেটারী ডা. মাহফুজ হোসেন, করেসপন্ডিং সেক্রেটারী ডা. ইমরান খান, ট্রেজারার ডা. একেএম নজরুল ইসলাম, পলিটিকেল একশান ডাইরেক্টর ডা. জাহিদুর রহমান, উইমেন্স কমিটি চেয়ার ডা. শিমিলী, ইমিগ্রেশান ডাইরেক্টর ডা. সামিরা খান, এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর ডা. মুহাম্মদ শহিদুল ইসলাম, ভাইস প্রেসিডেন্ট ডা. জোশুয়া নিলি, ডা. যুবরাজ ভানোট, ডা. উসমান জেড আলভি, ডা. মোহাম্মদ আমিনুল্লাহ শেখ, ডা. আমিনুল চৌধুরী, ডা. ফিলিপ ফাউদ হক, ডা. অতীন সাহা, ডা. মোহাম্মদ হক, ডা. মুহাম্মদ সেলিম শহীদ, ডা. জেভিয়ার সোলোজানো, ডা. মোহাম্মদ নাজমুল ইসলাম, ডা. এনামুল খান, ডা. মোহাম্মদ নাজমুল ইসলাম, ডা. মোহাম্মদ মাহমুদ, ডা. শামসুল হুদা ও ডা. জিনাত আরা বেগম।

ট্রাস্টি বোর্ডে রয়েছেন, ডা. মুজিবুল হক, ডা. মুজিবুর রহমান মজুমদার, ডা. আশফাক হোসেন, ডা. আবু মুহাম্মদ হক, ডা. নন্দ পাঞ্জওয়ানী, ডা. এলসা মোরা ও ডা. সাজ্জাদ হোসেন। উইমেন্স কমিটিতে রয়েছেন, ডা. হিনা নিয়াজী, ডা. সালমা আহমেদ, ডা. শাহিনা হক, ডা. মাহফুজা এ খান, ডা. সুলতানা রহমান, ডা. ফারজানা রহমান, ডা. সাবিহা আক্তার, ডা. নারগেস জোসাঘনী, ডা. ফাতেমাতুজ জোহরা, ডা. রুজিনা মুনিম, ডা. সামিয়া জাহান, ডা. সুলতানিয়া রাজিয়া, ডা. লুবনা ইসলাম, ডা. পারভীন ঘানি, ডা. ইভেট এল ল্যারি স্যাডলার ও ডা. শ্রদ্ধা লোহানী।

ইয়ুথ কমিটি : ডা. রাশেদুল হাসান, ডা. মোরশেদ আলম এবং ডা. হাসানুল ইসলাম চৌধুরী।

অনুষ্ঠানে নিউইয়র্ক স্টেট সিনেট সংখ্যাগরিষ্ঠ নেতা আন্দ্রেয়া স্টুয়ার্ট-কাজিন মূল বক্তা হিসেবে তার ভিডিও বার্তা প্রদান করেন। তিনি বলেন, আমরা আমাদের স্টেটসহ সমগ্র দেশে অ্যাসাল এবং তাদের কাজকে ধন্যবাদ জানাই। হেলথ কেয়ার প্রফেশনালদের সমস্যা আমাদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং আমরা সম্ভাব্য সর্বোত্তম সমাধান খুঁজতে আপনাদের সাথে কাজ করব।

ইউএস সিনেটর কার্স্টেন গিলিব্র্যান্ড তার ভিডিও বার্তায় সমাধানের অংশ হিসেবে আবাসিক স্লট বাড়ানোর প্রতি তার দৃঢ় সমর্থন প্রকাশ করেন। এবং এ ব্যাপারে অ্যাসাল নেতৃত্বের সাথে কাজ করার প্রতিশ্রুতি দেন। কংগ্রেসওম্যান গ্রেস মেং তার ভিডিও বার্তায় অ্যাসাল'র কাজের গুরুত্বের ওপর জোর দেন। এবং এসংক্রান্ত বিল ফ্লোরে উপস্থাপন হলে তিনি সম্ভাব্য সর্বোত্তম সহযোগিতা প্রদান করার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন।

অ্যাসাল'র ন্যাশনাল কমিটির সেক্রেটারী করিম চৌধুরী তার বক্তব্যে স্বাস্থ্যসেবা পেশাজীবীদের বিদ্যমান সমস্যা সমাধান না হওয়া পর্যন্ত অ্যাসালের আন্দোলনে আরও সক্রিয় হওয়ার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, যখন এ সংক্রান্ত বিল ফ্লোরে যাবে তখন নিউইয়র্ক স্টেট স্পিকার আপনাদের পৃষ্ঠপোষক এবং সমর্থক হবেন। অ্যাসাল হেলথকেয়ার প্রফেশনাল চ্যাপ্টারের সভাপতি ডা. রফিক আহমদ বলেন, "অ্যাসাল আমাদের জীবনে একটি আশীর্বাদ হিসেবে এসেছে, তাদের দৃষ্টি না থাকলে এই চ্যাপ্টারটি করা সম্ভব হতো না।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন এবং রেকর্ড করা ভিডিও বার্তা পাঠান স্টেট সিনেটর জন ল্যু, সিনেটর নাথালিয়া ফার্নান্দেজ, সিনেটর টবি অ্যান স্ট্যাভিস্কি, সিনেটর জেসিকা রামোস, সিনেটর লরি কমরী, সিনেটর রক্সান পারসাউড, সিনেটর কেভিন পার্কার, সিনেটর রবার্ট জ্যাকসন, সিনেটর লুইস সেপুলভেদা, সহকারী সংখ্যাগরিষ্ঠ নেতা চার্লস ফল, অ্যাসেম্বলিওম্যান ক্যাটালিনা ক্রুজ, অ্যাসেম্বলিম্যান ডেভিড ওয়েপ্রিন, অ্যাসেম্বলিওম্যান অ্যালিসিয়া এল হাইন্ডম্যান, অ্যাসেম্বলিওম্যান ইউডেলকা তাপিয়া, অ্যাসেম্বলিওম্যান কারিনেস রেইস, অ্যাসেম্বলিম্যান রন কিম, অ্যাসেম্বলিম্যান খলিল অ্যান্ডারসন, অ্যাসেম্বলিম্যান ড. নাদের সায়োগ, অ্যাসেম্বলিম্যান জন জাকারো, অ্যাসেম্বলিম্যান ফারা সোফারেন্ট ফরেস্ট, ডা. মুজিবুর মজুমদার, ডা. মুজিবুল হক, ডা. শাহ রহমান, প্রজেক্ট আইএমজির পরিচালক ডা. সেবাস্তিয়ান অরুরানা, মিসেস লিসা জর্ডান প্রমুখ।

হেলথকেয়ার প্রফেশনাল চ্যাপ্টারের প্রেসিডেন্ট ড. রফিক আহমেদকে এনওয়াইএস অ্যাসেম্বলি সম্মাননা প্রদান করেন অ্যাসেম্বলিম্যান ড. নাদের সায়োগ। অ্যাসাল হেলথকেয়ার প্রফেশনাল চ্যাপ্টারের প্রেসিডেন্ট ড. রফিক আহমেদ এবং জেনারেল সেক্রেটারী ডা. মাহফুজ হোসেন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানান।

আন্দোলন করুক

প্রথম পৃষ্ঠার পর

দিয়েছি যে, ঠিক আছে, কর আন্দোলন, দেখি কত জোর!'

ইতালিতে মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রী তার বাসভবনে প্রবাসী বাংলাদেশিদের আয়োজিত এক কমিউনিটি সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন। খবর বাসসের।

সরকারপ্রধান বলেন, 'স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় আসতে হবে। নির্বাচন অবশ্যই সংবিধান অনুযায়ী হবে। বিএনপি জানে জনগণ তাদের ভোট দেবে না। তাই বিএনপি দেশকে অস্থিতিশীল করতে চায়। ভোট কারচুপির কারণে যারা বিতাড়িত হয়েছে জনগণ তাদের ভোট দিতে যাবে কেন?'

শেখ হাসিনা প্রশ্ন তোলেন, অগ্নিসংযোগের মাধ্যমে মানুষ হত্যার পর কীভাবে তারা ভোট চায়?

তিনি বলেন, 'তারা (বিএনপি) নির্বাচন চায় না। তারা তাদের কিছু বিদেশি প্রভুর পা চাটে এবং তারা চায় দেশের মানুষ তাদের (বিদেশি প্রভুদের) দ্বারা কষ্টভোগ করুক।'

তিনি আরও বলেন, 'তারা দেশের চলমান উন্নয়নের ধারাকে বাধাগ্রস্ত করতে চায়।'

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'বিএনপি কখনো দেশবাসীর কল্যাণ চায় না। তাদের (বিএনপি) উদ্দেশ্য হলো ঘোলা পানিতে মাছ শিকার করা। তাই তাদের লক্ষ্য বাংলাদেশের অগ্রগতি ব্যাহত করা।'

র‌্যাবের কয়েকজন কর্মকর্তার ওপর নিষেধাজ্ঞা এবং যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা বিধিনিষেধের কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'যাদের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে, তাদের দ্বারা আমরা সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ দমন করেছি। আমরা এর রহস্য বুঝতে পারছি না।'

যারা স্বাধীনতা যুদ্ধে সমর্থন করেনি তারা এখন বাংলাদেশের সঙ্গে বিভিন্নভাবে খেলা খেলতে চায় উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'খেলোয়াড়দের খেলতে দেয়া যাবে না।'

তিনি বলেন, 'যেকোনো অসৎ উদ্দেশ্য নস্যাৎ করতে দেশের জনগণকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে।'

বৈধ উপায়ে রেমিট্যান্স পাঠানোর জন্য প্রবাসী বাংলাদেশীদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে শেখ হাসিনা বাংলাদেশে বিশেষ করে আইসিটি খাত, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প এবং ক্ষুদ্রশিল্পে বিনিয়োগের জন্য বিদেশি অংশীদারদের সন্ধান করার জন্য তাদের অনুরোধ করেন।

তিনি প্রবাসীদের যে দেশে তারা থাকছে, সে দেশের আইন মেনে চলার জন্য এবং বিদেশে চাকরি প্রার্থীদের অবৈধ চ্যানেলের মাধ্যমে অন্য দেশে পাড়ি জমাতে নিরুৎসাহিত করার আহ্বান জানান।

বড় সংঘাতের দিকে এগোচ্ছে দেশ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

প্রতি দেশের সুশীল সমাজ ও বিদেশী কূটনীতিকরা ইতোপূর্বে একাধিকবার আহ্বান জানালেও তা কানে তুলছেন না দল দুটির নেতারা।

দেশব্যাপী 'তারুণ্যের জয়যাত্রা' সমাবেশের ধারাবাহিকতায় আজ সোমবার বায়তুল মোকাররম মসজিদের সামনে সমাবেশ ডেকেছিল আওয়ামী যুবলীগ।

আর গত শনিবার সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের 'তারুণ্যের সমাবেশ' থেকে ২৭ জুলাই বৃহস্পতিবার রাজধানীর নয়পল্টনে দলীয় কার্যালয়ের সামনে মহাসমাবেশ কর্মসূচি ঘোষণা করে বিএনপি।

তবে গতকাল এক বিজ্ঞপ্তিতে যুবলীগের পক্ষ থেকে গণমাধ্যমকে জানানো হয়, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ডিজিটাল বাংলাদেশকে স্মার্ট বাংলাদেশে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে আওয়ামী যুবলীগের দেশব্যাপী 'তারুণ্যের জয়যাত্রা' সমাবেশের ধারাবাহিকতায় ঢাকা বিভাগীয় সমাবেশ ২৪ জুলাইয়ের পরিবর্তে ২৭ জুলাই বৃহস্পতিবার দুপুর ২টায় জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমের দক্ষিণ-পশ্চিম গেইটে অনুষ্ঠিত হবে।

মোট কথা পাল্টা কর্মসূচি থেকে সরে আসার বদলে মুখোমুখি অবস্থানে চলে গিয়ে একই দিন দল দুটি সমাবেশ ডাকায় নতুন উৎকণ্ঠা তৈরি হয়েছে রাজধানীবাসীর মধ্যে।

এদিকে গত ১২ জুলাই ঢাকায় সমাবেশ থেকে সরকারের পদত্যাগে এক দফা কর্মসূচি ঘোষণা করেছে বিএনপি। সরকারের পদত্যাগের মধ্য দিয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন চায় দলটি।

একইদিন শাসক দল আওয়ামী লীগও সমাবেশের মধ্য দিয়ে এক দফা ঘোষণা করে। তাদের এক দফা হলো-শেখ হাসিনার অধীনে ছাড়া নির্বাচন নয়।

এরপর ১৮ জুলাই বিএনপির পদযাত্রা আর আওয়ামী লীগের শান্তি ও উন্নয়ন শোভাযাত্রার দিনে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় সংঘাত ও সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। কোনোটা ছিল আওয়ামী লীগ বনাম বিএনপি। কোনোটা ছিল ত্রিমুখী। সেসব জায়গায় দুই দল এবং পুলিশ সংঘাত সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। লক্ষীপুরে বিএনপির সহযোগী সংগঠন কৃষক দলের একজন সদস্য এই সংঘাতে নিহত হন। পরের দিনও বিএনপির পদযাত্রা এবং আওয়ামী লীগের শান্তি ও উন্নয়ন শোভাযাত্রার কর্মসূচিতে সংঘর্ষ হয়। যদিও লক্ষ্মীপুরে নিহত ব্যক্তি বিএনপি বা অঙ্গসংগঠনের কর্মী নয় বলে গতকাল এক অনুষ্ঠানে দাবি করেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল।

গত শনিবার ঢাকায় সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে তারুণ্যের সবাবেশ করে বিএনপি। একই দিন আওয়ামীলীগের সহযোগী সংগঠন যুবলীগও সারাদেশে তারুণ্যের জয়যাত্রা নামে কর্মসূচি পালন করে।

বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এরই মধ্যে বলেছেন, সরকার পদত্যাগ না করলে রাজপথেই ফয়সালা হবে।

আর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, রাজনৈতিক কর্মসূচিতে বাধা নেই, তবে কোনো ধ্বংসাত্মক কাজ করলে কোনো রকম ছাড় দেয়া হবে না।

অন্যদিকে বিএনপি এখন টানা কর্মসূচির মাধ্যমে মাঠের দখল শক্ত করতে চায়। আর সেজন্য তারা শুধু বিএনপি নয়, সহযোগী সংগঠনগুলোর মাধ্যমে কর্মসূচিতে নতুনত্ব আনার চেষ্টা করছে। সমমনা ৩৭টি দলকে মাঠে আরো সক্রিয় করতে চাইছে। সমমনা দল আরো বাড়াতে চাইছে।

আর আওয়ামী লীগও আগামী নির্বাচন পর্যন্ত টানা কর্মসূচির মাধ্যমে মাঠে থাকবে। তাদের টার্গেট- এই কর্মসূচির মাধ্যমে নির্বাচন পর্যন্ত মাঠে থেকে এই সরকারের অধীনে নির্বাচন সম্পন্ন করা। অপরদিকে, বিএনপির টার্গেট- এই সরকারের অধীনে কোনো নির্বাচন হতে না দেয়া।

যদিও বিদেশিদের তৎপরতায় এখন পর্যন্ত দুই দলকে সংলাপে রাজি করানো যায়নি। দুই দলের অনড় অবস্থানের কারণে সংলাপের আশাও ক্ষীণ হয়ে এসেছে।

আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক এস এস কামাল হোসেন বলেন, 'আমরা মাঠে নেমেছি। নির্বাচন পর্যন্ত মাঠে থাকবো। শেখ হাসিনার অধীনে নির্বাচন করে তারপর আমরা ঘরে উঠবো। বিএনপি চাইলেও কোনো ধ্বংসাত্মক কাজ করতে পারবে না। দেশের মানুষ তাদের প্রতিরোধ করবে।'

আর বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক সৈয়দ এমরান সালেহ প্রিন্স বলেন, 'আমরা ধ্বংসাত্মক কাজ না করতেই তো আমাদের নেতৃবৃন্দকে গুলি করে হত্যা করা হচ্ছে। গ্রেপ্তার করছে, মামলা দিচ্ছে। কেউ বাড়িতে থাকতে পারছে না। এগুলো স্বৈরাচারী ও ফ্যাসিবাদী সরকারের কাজ।

এদিকে বেশ কয়েক মাস ধরে বিএনপি ও আওয়ামী লীগের কর্মসূচি, পাল্টা কর্মসূচি অনেকটা শান্তিপূর্ণভাবেই চললেও। ১৮ জুলাই দুই দলের কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষসহ হতাহতের ঘটনা ঘটেছে।

এর আগে গত বছর অক্টোবর-নভেম্বরের দিকে বিএনপির সরকার বিরোধী আন্দোলনের কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে কিছু বিচ্ছিন্ন সংঘর্ষের ঘটনা দেখা যায়। কিন্তু এ বছর মধ্য জুলাই পর্যন্ত দুই দলের পাল্টাপাল্টি কর্মসূচি থাকলেও বড় ধরনের সংঘর্ষের কোনো ঘটনা ঘটেনি। তবে বিএনপি গত ১২ জুলাই প্রধানমন্ত্রীর শেখ হাসিনার সরকার পতনের এক দফা ঘোষণা করায় রাজনৈতিক পরিস্থিতির দ্রুত পরিবর্তন আসে এবং প্রেক্ষাপট পাল্টে যায়। শুধু সরকার পতন নয়, এ সরকারের অধীনে নির্বাচন প্রতিহত করার ঘোষণাও দেওয়া হয়েছে। ওই দিনই আওয়ামী লীগও ঘোষণা দেয় নির্বাচনের সময় শেখ হাসিনার সরকারই ক্ষমতায় থাকবে এবং নির্বাচন ঠেকাতে এলে তা প্রতিহত করা হবে। এ ঘোষণার মধ্য দিয়ে দুই দলই লক্ষ্যে পৌঁছানো এবং অবস্থান ধরে রাখার চূড়ান্ত পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে।

রাজনৈতিক ময়দানে বিশ্বশক্তির কূটনৈতিক মহড়া

শেখর ভট্টাচার্য

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় সকল কর্মকান্ডের কেন্দ্রে থাকেন জনগণ। এটি নুতন কোন কথা নয়। বাংলাদেশের রাজনীতিতে দুঃখজনক হলেও সত্য সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পথ পরিক্রমায় জনগণকে অনেকটা নীরবতার সংস্কৃতিতে অভ্যস্থ করে ফেলা হয়েছে। জনগণকে বিযুক্ত করে অগণতান্ত্রিক অনেক শক্তি রাজনীতির অংশীজন হয়ে দাঁড়িয়েছে। জনমতকে উপেক্ষা করার রাজনীতি কোন ভাবেই গণতন্ত্রকে টেঁকসই করে তুলতে পারেনা। বাংলাদেশের রাজনীতি এই মুহূর্তে আবর্তিত হচ্ছে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে। নির্বাচন যতোই এগিয়ে আসছে, রাজনীতিতে প্রতিবেশী দেশ সমূহ এবং বিশ্ব শক্তির তৎপরতা বেড়ে যাচ্ছে।

গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় নির্বাচনে যত গুলো অংশীজন রয়েছে এর মধ্যে সব চেয়ে গুরুত্ব পূর্ণ হচ্ছেন ভোটার বা জনগণ । গণপ্রজাতন্ত্রে নির্বাচন ব্যবস্থায় ভোটাররাই সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন রাষ্ট্র ক্ষমতায় কোন রাজনৈতিক দল বা জোট তাদের দৃষ্টিতে উপযুক্ত। সারা বিশ্ব জুড়ে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলগুলো সারা বছর ভোটাদের মন জয় করার জন্য তাদের পিছনে ছোটে থাকেন। উন্নয়ন কর্মসূচি গুলো হাতে নেয়া হয়ে থাকে জনগণের কল্যাণের কথা বিবেচনা করে। যে সমস্ত দেশে ভোটারকে উপেক্ষা করে বৃহৎ শক্তির সহানুভূতি কামনা করা হয় সে সমস্ত দেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা যে ভঙ্গুর ও অপুষ্ঠ হয়ে পড়ে এ'কথাটি বলার প্রয়োজন পড়েনা।

প্রতিটি নির্বাচনের মতো আগামী ডিসেম্বর, জানুয়ারীতে অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচনকে কেন্দ্র করে আমাদের রাজনৈতিক দলগুলো জনগণের পেছনে না ছোটে, ছোটছে ভূরাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ দেশ গুলোর ঢাকাস্থ দূতাবাস গুলোতে। অনেকেই সে সব দেশের প্রভাবশালী জনপ্রতিনিধিদের, ওই দেশের সরকারের মতামত তাদের পক্ষে নিয়ে আসার জন্য লোবিষ্ট নিয়োগ দিচ্ছেন।আমাদের একান্ত অভ্যন্তরীন বিষয়ে প্রভাবশালী দেশ গুলোকে নাক গলাতে আমরা আমন্ত্রণ জানাচ্ছি তা' নিকট কিংবা অদূর ভবিষ্যতের জন্য কতো বড় বিপদ ডেকে নিয়ে আসতে পারে, তা' কী আমাদের নাগরিক সমাজ কিংবা রাজনৈতিক দল গুলো বুঝতে পারছেন না? তাঁরা বুঝতে পারছেন না এ'কথাটি শুভ শক্তি সম্পন্ন মানুষেদের বিশ্বাস করতে কষ্ট হবে। আমাদের রাজনৈতিক নেতারা লজ্জা শরমের মাথা খেয়ে বিভিন্ন সাক্ষাতকারে বলে থাকেন ক্ষমতাকে আরও শক্তিশালী করার জন্য কিংবা, ক্ষমতার পট পরিবর্তনের উদেশ্যে বিশ্বের যে কোন দেশকে নিয়ে ষড়যন্ত্র করতে তারা প্রস্তুত। কী অদ্ভুত, দায়িত্বহীন বক্তব্য। নিজের নাক কেটে অন্যের যাত্রা ভঙ্গের মতো মনে হয়।

বাংলাদশের স্বাধীনতার বয়স বায়ান্ন থকে তিপ্পানর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এ'সময় জনগণ কেন্দ্রিক রাজনীতির পরিবর্তে অপ্রয়োজনীয় শক্তিদের নির্বাচন ব্যবস্থায় যুক্ত করা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। নির্বাচনকে কেন্দ্র করে চীন, রাশিয়া, যুক্ত্ররাষ্ট্রের সরব কর্মকান্ড প্রত্যক্ষ করে সচেতন জনগণের লজ্জায় মাথা হেট হয়ে আছে। মাত্র কয়েকদিন পূর্বে ৬ জুলাই এক টুইট বার্তায় রুশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র মারিয়া জাখারোভা বলেন, 'কিছু ইউরোপীয় ও মার্কিন রাজনীতিবিদেরা বাংলাদেশে 'অবাধ ও নিরপেক্ষ' নির্বাচনের আহ্বান জানিয়ে চিঠি প্রকাশ করেছেন বলে আমরা জেনেছি। এটা নব্য-উপনিবেশবাদ এবং সার্বভৌম দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে নির্লজ্জ হস্তক্ষেপের আরও একটি অপচেষ্টা।' রুশ দূতাবাসের ওই বিবৃতি প্রকাশের পরদিন পাল্টা অবস্থান প্রকাশ করে ঢাকার মার্কিন দূতাবাস। এক টুইটে মার্কিন দূতাবাস ইউক্রেনে রুশ আক্রমণের প্রসঙ্গ টেনে আনে। মার্কিন দূতাবাসের টুইট বার্তায় বলা হয়, 'ইউক্রেনের ক্ষেত্রে কি এই নীতি মানা হয়েছে?' কী আশ্চর্য, ঢাকার মাঠে রুশ-মার্কিন কূটনৈতিক যুদ্ধ।

রুশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্রের টুইটের আগে একই দিনে ইউরোপীয় ইউনিয়নের পররাষ্ট্রনীতি ও নিরাপত্তা বিষয়ক প্রধান জোসেপ বোরেল ইউরোপীয় পার্লামেন্টের সদস্য ইভান স্টিফেনেককে একটি চিঠি দিয়েছেন। ওই চিঠিতে তিনি বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংকট নিরসনে অর্থবহ সংলাপের তাগিদ দেন। বাংলাদেশে জাতীয় নির্বাচন নিয়ে বিশ্বের বৃহৎ শক্তিগুলোর একে অন্যের বিরুদ্ধে নিজেদের অবস্থান জানানোর বিষয়টি এবারই প্রথম নয়। রাশিয়ার সর্বশেষ মন্তব্যের মাসখানেক আগে বাংলাদেশের রাজনীতি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সমালোচনা করে নিজেদের অবস্থান তুলে ধরে চীন। গত মাসে চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র ওয়াং ওয়েনবিন নিয়মিত ব্রিফিংয়ে এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন, বাংলাদেশের বিশেষায়িত নিরাপত্তা বাহিনী র‍্যাব ও এর কয়েকজন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মার্কিন নিষেধাজ্ঞা নিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অবস্থানকে সমর্থন করে চীন। একই সঙ্গে বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব, স্বাধীনতা ও অখণ্ডতা রক্ষায় চীন সব সময় সমর্থন দেবে।

বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করার জন্য বাংলাদেশের জনগণই যথেষ্ট।যে দেশের জনগণ যুক্তরাষ্ট্র এবং তার সকল মিত্র, চীনের মত দেশের সমর্থন পুষ্ট শক্তিধর পাকিস্তানী বাহিনীর পচানব্বই হাজার সেনাকে নিঃশর্ত আত্মসমর্পন করাতে বাধ্য করতে পারে সে দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য বৃহৎ শক্তিধর কোন দেশের সহযোগিতা প্রয়োজন হবে বলে এ'দেশের মানুষ মনে করেনা।এই যে রাশিয়া, চীন, যক্তরাষ্ট্রের উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা বাংলাদেশের রাজনীতি নিয়ে এই সর্বনাশা খেলার জন্য দায় নিতে হবে আমাদের রাজনৈতিক দল গুলোর। বাংলাদেশের রাজনীতি এবং নির্বাচন ব্যবস্থা নিয়ে বৃহৎশক্তি এবং প্রতিবেশী দেশ সমূহের পরোক্ষ হস্তক্ষেপের জন্য আমাদের দেশের সাধারণ মানুষের কোন দায় নেই। আমাদের রাজনৈতিক দল গুলো প্রভাবশালী দেশ সমূহকে আমন্ত্রণ না জানালে এই অযাচিত আলোচনা ও সহায়তার প্রশ্ন আসতো বলে আমারা মনে করিনা।

সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়াবিষয়ক সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডোনাল্ড লুর দুই দিনের বাংলাদেশ সফরের পরিকল্পনা থেকে শুরু করে সফর কালীন সময় এবং এর পরে ঢাকায় সরকারী দল এবং বিরোধী দল সমুহের মধ্যে আলোচনার ঝড় ওঠে। সে ঝড় তাদের সফর শেষ হওয়ার পরও অব্যাহত আছে এবং অনুমান করা যায়, আগামী কিছুদিন তা চলবে। তাদের সফরকে কেন্দ্র করে এরকম মনোভাব পরিলক্ষিত হয়েছে, আমাদের দন্ডমুন্ডের কর্তারা হাজির, তাদের নির্দেশনাই স্থির করবে বাংলাদেশের রাজনীতি এবং নির্বাচনের ভবিষ্যত। বিদেশীদের আমন্ত্রণ করে দন্ডমুন্ডের কর্তা সাজানোর এই ন্যাক্কারজনক খেলা আমাদের দেশের রাজনইতিক দল এবং রাজনীতি চর্চার দেউলিয়াত্ত্বের বহিপ্রকাশ ছাড়া কিছুই বলা যাবেনা। রাজনীতির লক্ষ্য যদি হয় নিরাপদের ক্ষ্মতার স্বাদ আস্বাদন তাহলে আমাদের দেশের রাজনীতির মাঠে এরকম ভাবে আরও দীর্ঘ কাল বিদেশী কুশীলবদের নৃত্য আমারা দেখতে পাবো বলে মনে হয়।

বাংলাদেশের রাজনীতি সম্পূর্ণ নির্বাচন কেন্দ্রিক হয়ে পড়েছে। আর এই নির্বাচনী মাঠে জনগণের অংশ গ্রহণের সুযোগ সীমিত হয়ে পড়েছে ক্রমাগত। রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় যদি জন অংশগ্রহণকে উৎসাহিত না করা যায়, নেতৃত্বের ক্ষেত্রে তৃণমূল থেকে উঠে আসা কর্মীদের স্থান দেয়া না হয়, তাহলে নিবাচন প্রক্রিয়ায় জনগণের স্বতঃস্ফুর্ত অংশ গ্রহণ কিভাবে আমরা প্রত্যাশা করত পারি । রাজনৈতিক দল গুলোর নেতৃত্বে যদি ব্যবসায়ী, সামরিক, বেসামরিক আমলারা থাকেন তাহলে গণমুখী রাজনীতির বিকাশ কোন দিনই সম্ভব নয়। বাংলাদেশের রাজনৈতিক দল গুলোর রাজনৈতিক সংস্কৃতির পরিবর্তন করে গণমুখী করে তোলা, প্রান্তিক মানুষের উপর চাপিয়ে দেয়া নীরবতার সংস্কৃতি ভংগের জন্য কাজ করতে বলা চলমান রাজনৈতিক গতি প্রবাহের বাইরে গিয়ে প্রলাপ বকার সমতুল্য। সারা দেশ জুড়ে রাজনৈতিক আলোচনার মূল বিষয় হলো, নির্বাচন ব্যবস্থা। রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্য আদর্শগত কোন মতভেদ আমাদের কাছে দৃশ্যমান নয়। ক্ষমতার মসনদে আরোহন করার উপায় যে দেশে রাজনীতির মাঠের সব চেয়ে বড় এজেন্ডা, সে দেশে আদর্শ ভত্তিক রাজনীতির কথা বলতে পারে বোকা, পাগল কিংবা অর্বাচীন শিশুর দল। প্রিয় পাঠক ভেবে দেখুন আমাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে টেনে কতো নিচে নামিয়েছি আমরা সকলে মিলে।

আমাদের এই বাংলাদেশে জন-অংশগ্রহণ মূলক রাজনীতির গৌরবময় ঐতিহ্য আছে। ১৯৬৫ সালে যখন সম্মিলিত বিরোধী দলের সম্মেলনে ৬ দফাকে অগ্রাহ্য করে দেয়া হলো তখন বঙ্গবন্ধু ছুটেছিলেন জনতার কাছে, ছুটে বেড়িয়েছিলেন বাংলার মাঠে, প্রান্তরে। এই সময় তিনি প্রায় প্রতিটি জেলায় জনগণের সামনে ৬ দফা তুলে ধরেছিলেন। বাঙালির ম্যাগনাকার্টা ৬ দফা নিয়ে বিদেশী দূতাবাস কিংবা বিদেশী কোন সরকারের কাছে ধর্ণা দিতে যেতে হয়নি তার। বঙ্গবন্ধু বিশ্বাস রেখেছিলেন জনশক্তির ওপর।সেই শক্তির প্রতি বিশ্বাস আমাদেরকে এনে দিয়েছিলো ৬ দফার পথ বেয়ে হাজার বছরের স্বপ্নের স্বাধীনতাকে। গণভিত্তিক রাজনীতির পাঠ নেয়ার জন্য আমাদেরকে কাঙালের মতো ছুটতে হবেনা কোথাও উদাহরণ আমাদের দেশেই আছে। রাজনীতি, নির্বাচনের দেউলিয়াপনাত্ব ঘোছাতে হলে আমাদের বিশ্বাস রাখতে হবে আমাদের নাগরিকদের ওপর। রাজনীতির খোল-নলচের পরিবর্তন করতে হলে রাজনৈতিক দল গুলোর মধ্যে নুন্যতম শর্তে ঐক্যের প্রয়োজন। আমরা চাইনা ক্ষমতার পট পরিবর্তনের জন্য ইসরায়েলের নাগরিক মেন্দি এন সাফাদির মতো মানুষের সমর্থন ও ষড়যন্ত্র। রাজনীতি কে আমরা ফিরিয়ে দেই আমাদের নাগরিকদের হাতে, আজনীতির ড্রাইভিং সিটে আমরা দেখতে চাই প্রান্তিক মানুষের প্রতিনিধিত্ব।

লেখকঃ প্রাবন্ধিক ও উন্নয়ন গবেষক

ভাল সংবাদ চাই

মোহাম্মদ সোহরাব আলী

কটন কাকা ইর্দানিং টিভিতে সংবাদ শুনতে গেলে ভয়ে থরথর করে কাঁপে। সে খারাপ কোন খবর শুনলে কেমন যে করে। তার মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে যায় আর মনটা ভারী করে মাথায় হাত দিয়ে কোথায় ও বসে থাকে এবং সৃষ্টিকর্তা কে ডাকে আর জোরে জোরে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়ে । তার অভ্যাস সে সকালে উঠে কমপক্ষে চার পাঁচটা

পত্রিকা পড়বে। সে সংবাদ পত্রের খারাপ কলাম দেখলে প্রথমে বাচ্চাদের মত ওরে আল্লাহ বলে উঠে । তারপর একই কলাম একাধিক বার পড়ে। দুঃখ করে বলে উঠে হায়রে দুনিয়ায় এসব কি হচ্ছে? কিভাবে একটা বাস নদীতে পড়ে এত লোক মারা গেল? আহারে বাসটি যখন নদীতে পড়ে ডুবে গেল যাত্রীরা প্রাণে বাঁচার জন্য কত চেষটা যে করেছিল। যারা মরে গেল তাদের নিয়ে তিনি কত যে দুঃখ করেন। তাদের পরিবার কে দেখবে? কিভাবে এই অকাল মৃত্যু তাদের পরিবার সহ্য করবে? তিনি একাই প্রশ্ন করেন কিভাবে ড্রাইভার গাড়ি চালায়? অদক্ষ ড্রাইভার কেন গাড়ি চালাতে আসে? ফেরি ও নৌকা ডুবে মানুষ মরে যাওয়া একটা মামুলি ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়ে । প্রায়ই তো সংবাদ শোনা যায় ফেরি ডুবে বা নৌকা ডুবে অনেক লোক মরে গেছে। মরা লাশ ভেঁসে উঠে নদীতে। কত লোক কত আহাজারি করে। এসব দেখে কটন কাকার চোখ দিয়ে পানি পড়ে । তিনি আর এসব সংবাদ দেখতে চান না।তিনি ভাল সংবাদ আশা করেন। তিনি বলেন খারাপ আবহাওয়া হলে প্রয়োজনবোধে ফেরি ও নৌকা চলাফেরা করবে না।প্রয়োজনের অতিরিক্ত যাত্রী নৌকায় উঠতে পারবে না। আর যেন কোন যাত্রী ফেরি ডুবে বা নৌকা ডুবে না মরে। ঈদের সময় কত যে সড়ক দুঘর্টনা ঘটে । একবারে কেন এত লোকের আসতে হবে। যাদের সুযোগ আছে তারা ঈদের অনেক আগেও গ্রামের বাড়িতে আসতে পারে। কটন কাকা আর শুনতে চান না ঈদে বাড়ি আসতে সড়ক দুঘর্টনায় লোক মারা গেছে। প্রতিবন্ধি লোক দেখলে সে তার জন্য কত দুঃখ যে করে । বলে আহারে লোকটার একটা পা নাই, বা লোকটার একটা হাত নাই। আবার সিনিয়র সিটিজেনেরা যখন ওয়াকের ভর দিয়ে হাঁটে দেখে সে কত দুঃখ করে। কটন কাকা খুবই আবেগ প্রবন মানুষ। কারো কান্না দেখলে তিনি কেঁদে দেন। একবার পানিতে পড়ে একটা বাচ্চা মারা যায়। সে বাচ্চা টাকে দেখতে গিয়ে কত যে হাউমাউ করে কাঁদেন। অন্যদের কাঁদা দেখে তার চোখে পানি এসে যায়। কারো ভালো সংবাদে তিনি হন

মহাখুশি। একবার তার গ্রামের স্কুলের অনেক ছাত্র এ প্লাস পেয়েছিল তিনি খুশি হয়ে নিজে টাকা খরচ করে মিষ্টি কিনে তাদেরকে খাওয়াই ছিলেন এবং এই সাফল্যতার জন্য তিনি সবার জন্য অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে দোয়া করেছিলেন। যদি শোনে কোন ব্যক্তি হঠাৎ অসুস্হ হয়ে হাসপিতালে আছে তাদের জন্য নামাজ কালাম পড়ে দোয়া করেন। আর যদি শোনেন কোন লোক রোগ থেকে মুক্ত হয়েছেন তিনি কত যে খুশি হন এবং সৃষ্টিকর্তার কাছে শুকরিয়া আদায় করেন। সংবাদপত্রে তেমন ভাল সংবাদ পাওয়া যায় না। সব কিছুর দাম হুহু করে বেড়ে যাচ্ছে । মানুষ আয়ের সাথে ব্যয়ের সামঞ্জস্য করতে পারছে না।

ভাই ভাই তে মিল মহব্বত নাই। ঝগড়া ও মারামারি একটা নিত্যনৈমেত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়ে । যোগ্য জায়গায় অযোগ্য লোকের ছড়াছড়ি। আইন শৃংখলার অবনতি। কত কঠিন চ্যালেঞ্জিং হয়ে যাচ্ছে মানুষের জীবন দিনে দিনে। মানুষের মধ্যে অশান্তি এসে বাসা বেঁধেছে। মানুষ আর মানুষ কে বিশ্বাস করতে চায় না। মানুষ বলে এক আর করে আর এক। মানুষের কাজ কর্ম দেখে মনে হয় তারা অমানুষ হয়ে গেছে। কে কাকে ফাঁকি দিবে? কে কাছে ক্ষতি করবে? কিভাবে মিথ্যা বলা যায় এগুলো মানুষের মধ্যে দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে । মানুষ একেবারে বির্বেকহীন হয়ে যাচ্ছে ।

আজ আর তেমন ছোট বড় মানে না। সব কিছুতে কেমন যেন একটা ধস নেমেছে। কটন কাকা এই খারাপ সংবাদ আর দেখতে চায় না। তার কথা হলো একে অপরে আমরা ভাই ভাই, ঝগড়া বিপদ করতে নাই। সেও সক্রেটিস এর মত বলে যে ন্যায় জানে, ন্যায় কি সে কখন ও অন্যায় করতে পারে না। আজ টেকনলোজি এত উন্নত । আজ সারা বিশ্ব মানুষের হাতের মধ্যে আর মানুষ বিবেকহীন হয়ে গেছে। কটন কাকার কথা হলো যদি তোমার দ্বারা মানবতার উপকার না হয় তাহলে তুমি কিসের মানুষ? তার কথা হলো মানুষ কেন মানুষ কে আঘাত করবে? মানুষ কেন একে অপরের সমালোচনা করবে, পঁচা কথা বলবে । মানুষ যদি সৃষ্টির সেরা হয় তার কাজ কর্ম ও হবে সেরা। অনেক সময় প্রাণীর ভালবাসা দেখে তিনি অবাক হয়ে যান। সেদিন তিনি দেখেন এক কৃষক তার গরুকে যেই বলছে দাঁড়া গরু অমনি দাঁড়া গেছে। প্রাণী এত প্রভু ভক্ত । আর মানুষ মানুষের কথা শোনে না। মানুষ অনেক ক্ষেত্রে এমন কাজ করে তাকে মানুষ ভাবতে অবাক লাগে। কটন কাকার মুল কথা হল সে কাউকে নিন্দা করতে চায় না সে চায় ভাল সংবাদ যা শুনে ভাল লাগে,মন সতেজ হয় এবং মুখে হাঁসি বের হয়। তার কথা হল মানুষ দাঁড়াবে মানুষের পাশে। ভাল সংবাদে ভরে থাকবে সংবাদ পত্রের পাতা। মানুষ যৌথ ভাবে চেষটা করে পৃথিবী কে আরো এক ধাপ সামনে এগিয়ে নিবে। সুন্দর পৃথিবী হবে বসবাসের যোগ্য । হানাহানি, মারামারি ও কাটাকাটি হবে পৃথিবী থেকে চিরতরে বন্ধ।

ভেনিস সুন্দরী ও মগের মুল্লুক !

ইব্রাহীম চৌধুরী খোকন

ভেনিস বিমানবন্দরে এক কাপ কফি ধরিয়ে বিদায় নিলেন বিল্লাল হোসাইন। আমেরিকা থেকে ইউরোপে গেলেই পার্থক্যটা টের পাওয়া শুরু হয় কফির কাপ থেকে। ছোট কাপ, হ্যামিওপ্যাথি ঔষধ সেবনের জন্য ঠিক আছে। স্টারবাক্স থেকে ভ্যানটি(লার্জ) সাইজের কফি নিতে হয়। কয়েক ঘণ্টা ব্যাপী এতে চুমুক দেয়ার তেতো অভ্যাস আমাদের। ইউরোপে শুধু যে কফির কাপই স্লিম হয়ে থাকে এমন নয়। ইউরোপের নারীরাও স্লিম। হাসিতে বাতাসে দোল খাওয়া স্লিম নারী। সৌন্দর্যের অপূর্ব সমাহার।

কফির টেবিলেই উল্টো দিকে বসা ভেনিস সুন্দরী সোফিয়া। স্লিম আর কাকে বলে !

হার্ভার্ডে কয়েক মাসের জন্য একটা কোর্স করতে সোফিয়া আমেরিকার পথে। জীবনে প্রথম আমেরিকা যাচ্ছে। ফ্লাইট ডিলে করছে। সোফিয়া একদম নেটিভ ইতালিয়ান। ফ্রান্স থেকে ইংরেজি ভাষার উপর উচ্চশিক্ষা তাঁর। ভাষার উপর আমেরিকান একটা ডিগ্রীর জন্য বোস্টনের পথে।

ইউরোপের স্লিম সুন্দরীরা ভাব ধরে চলাফেরা করে। সোফিয়া সাহিত্যের ছাত্রী বলেই এর ব্যতিক্রম হয়তো। দীর্ঘ অপেক্ষায় নানা বিষয়ে আলাপ জমে উঠে। আজকাল চলার পথে এমন আলাপ এর কেউ করে না। স্মার্টফোন এর কানে গুঁজা ইয়ারপিস এখন চলার পথের স্বাভাবিক চিত্র।

সোফিয়া যেন ফোনে ব্যস্ত না হয়ে উঠে, এজন্য আলাপ চালিয়ে রাখার চেষ্টা করি। তাঁর স্লিম চেহারা, কালো চুল আর ডাগর চোখ। খোলামেলা প্রশংসা করি। সহিত্যের ছাত্রী সোফিয়া আচমকা বলে উঠে, আমেরিকায় তোমার একান্ত বন্ধু কয়জন?

: শত্রুর সংখ্যা অনেক। তবে একান্ত বন্ধু গোটা তিনেক।

: সংখ্যাটি তিন জনেরই ধরে নিচ্ছি !

: উ হু ! ঠিকই আছে !

: তোমার তিন আমেরিকান বন্ধুই কি সুস্থ ?

: একদম সুস্থ। বুদ্ধিমান, সহনশীল, বিনয়ী আমার একান্ত বন্ধুরা।

: কিছুদিন আগে ভেনিসের এক স্থানীয় পত্রিকায় সংবাদটি বেরিয়েছে। প্রতি চারজন আমেরিকান লোকের মধ্যে একজনের কোন না কোন মানসিক সমস্যা রয়েছে। তোমরা চার বন্ধুর মধ্যে তিনজনই সুস্থ হলে, বাকী কে থাকলো?

ইতালীয় সুন্দরীর এমন হামলায় বিধ্বস্ত না হয়ে উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করি।

: আমেরিকানদের নিয়ে এটি পুরনো কৌতুক সোফিয়া। রিডার ডাইজেস্টে কৌতুকটি বেশ আগেই পড়েছি। তারচেয়ে একটি সত্য ঘটনা বলি। ফ্লাইটের সময় চলে আসছে।

গ্রীষ্মে আমেরিকার ফার্মার মার্কেটগুলো খুব জমে উঠে। খামারে চাষ করা সবজী বিক্রি হয় দেদারসে। জাঙ্ক ফুডের সাম্রাজ্য বিস্তার করে আমেরিকানদের মধ্যে এখন অরগানিক খাবারের ঝোঁক।

ফার্মার্স মার্কেটে সবজী কেনার জন্য লাইনে দাঁড়িয়েছে নারী পুরুষ ক্রেতা। পাশাপাশি দুটি লাইন। উভয় লাইনেই বেশ কিছু স্বাস্থ্য সচেতন সুন্দরীও দাঁড়িয়েছে। আমেরিকান লোকজন মামলা ও হামলায় যেমন অভ্যস্থ, তেমনি নিজের নয় অন্যের দিকে তাদের চোখ কান বেশীই খোলা থাকে।

প্রথম ক্রেতা, আমার একটা স্কিনি (সরু) ও লম্বা শসা চাই !

পাশের লাইনে দাঁড়ানো স্কিনি মেয়েটি খেয়াল করে। এবারে স্কিনি মেয়েটি এগিয়ে যায়, আমার একটা বেটে ও মোটাতাজা শসা চাই !

পেছনেই আমার আমেরিকান বন্ধু জর্জ।

: আমার এমন একটা শসা চাই, ভালো সালাদ বানানোর যোগ্য হলেই হবে !

হাসিতে গড়িয়ে পড়া সোফিয়া ফোন নাম্বার বিনিময় করে। বোস্টনমুখী ফ্লাইট ধরার জন্য বিদায় নেয়। নিউজার্সিমুখী ফ্লাইটের কোন ঘোষণাই বোর্ডে দেখা যাচ্ছে না।

ইতালির সৌন্দর্য্যের নগরী ভেনিস। জলে ভাসা নগর। একসময় আমরা প্রাচ্যের ভেনিস বলে জানতাম বরিশালকে।'ধান-নদী-খাল এই তিনে বরিশাল'। ইউরোপের সবচেয়ে রোমান্টিক শহর হিসেবে পরিচিত ভেনিস। শহর নগর বলতে আমাদের কাছে যে চিত্র ফুটে উঠে, ভেনিস ঠিক তেমনটি নয়। পুরো শহর যেন জলে ভাসছে। শহরের গা ঘেঁষে এঁকে বেঁকে বয়ে চলা স্বচ্ছ পানির লেক। ভাসমান এ শহরে যন্ত্রযানের বালাই খুব কম। গ্রীষ্মের উন্মাদনায় এখন পশ্চিমের নগর বন্দরে। জলে ভাসতে ভাসতে সাত সকালে সহযাত্রী দীপ আজাদ সহ এয়ারপোর্টে পৌঁছেছি।

ভেনিস শহরে নদী ও নারী একাকার হয়ে যেন বহমান। মাইলের পর মাইল পায়ে হাঁটা পথ। পুরুষদের তেমন দেখা পাওয়া যায় না। বেচারা হয়তো সরু বা মৃদু প্রশস্ত খালে গন্ডলা ভাসাতে ব্যস্ত!

জনতার কাফেলায় আমরাও হাঁটছি। সাংবাদিক বন্ধু দীপ আজাদ। বাংলাদেশে সাংবাদিকদের নেতা। দক্ষ রিপোর্টার দীপ আজাদ। স্থান ও সময়ের বর্ণনা মনে রাখতে পারেন। প্রযুক্তির এ সময়েও রিপোর্টারের নোট এবং কলম আমাকে রাখতে হয়। পুরনো অভ্যেস। আমি নোট নেই। দ্বীপ আজাদ নদী ও নারীর বহমান স্রোতধারায় মিশে কবি হওয়ার চেষ্টা করেন।

বিশ্বেরে সৌন্দর্য্যের এ নগরে বাংলাদেশীদের এমন করে পাওয়া যাবে বলে কোন ধারনাই ছিল না। এর একজন মনোয়ার ক্লার্ক। মনোয়ার নাম ঠিক আছে। ক্লার্ক নিয়ে আমরা উৎসাহী হয়ে উঠি। জানা গেলো, দেশে সরকার পদবীর পরিবারের সদ্য মনোয়ার। কৈশোর পেরুনো সময়ে ইতালিতে আসেন। নামের শেষ অংশের যুতসই একটা ব্যবস্থা করে ইতালিতে এখন এক সম্পন্ন ব্যবসায়ী মনোয়ার ক্লার্ক। ভেনিস শহরে তাঁকে বেশ সম্মানের সাথে দেখেন লোকজন।

ইতালির ভেনিসে প্রতিদিন বাংলাদেশীদের আগমন ঘটছে। গত এক দশকে স্বদেশী তারুণ্যের ব্যাপক আগমনে শহরটিতে বাংলাদেশীরা বেশ লক্ষণীয় হয়ে উঠেছেন। পুরো ভেনিস শহরে সড়কপথে পসরা সাজানো স্বদেশী তারুণ্যের কোলাহল। ভেনিসের সাগর পাড়ের মোহনায় জাহাজ নির্মানে নিয়োজিত কয়েক হাজার বাংলাদেশি।

পশ্চিমা পর্যটকদের সাথে আমাদের পার্থক্য বিরাট। অন্যদের কথা জানি না, আমাদের মতো লোকজন যেখানেই যায় স্বদেশ খোঁজে মরে। পিতজা, পাস্তার দেশে গিয়ে আমরা পান্তা ইলিশের খোঁজ করি। ভেনিসের ক্যানেল গ্রান্দের পাড়ে বসে আমরা জীবনানন্দ হয়ে উঠি,

" আবার আসিব ফিরে ধানসিঁড়িটির তীরে – এই বাংলায়
হয়তো মানুষ নয় –হয়তো বা শঙ্খচিল শালিকের বেশে,
হয়তো ভোরের কাক হয়ে এই কার্তিকের নবান্নের দেশে। "

মনোয়ারর ক্লার্ক ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। একজন বিল্লাল হাসাইন আমাদের সমাদর করেন। মুক্তিযুদ্ধের পর ভৈরব ব্রিজ উদ্ভোধন করতে যাওয়া বঙ্গবন্ধুকে অভিবাদন জানিয়েছেন। এমন সুখস্মৃতির কথা বলতে বলতে হাঁটছিলেন। দেশের নৌবাহিনীর সাবেক এ কৃতি ফুটবলার দাপিয়ে হাঁটেন ভেনিস শহরে। আমাদের শুনিয়ে যান ভেনিসের গল্প। ভেনিস শহরে যে পরিমাণ বাংলাদেশী আছেন, এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য লোকজন এরমধ্যেই ইতালির নাগরিকত্ব পেয়েছেন। তাদের ভোটেই একজন বাংলাদেশীর নগর প্রতিনিধি হয়ে যাওয়ার কথা। একজন মনোয়ার ক্লার্ক ঢাকা থেকে ভেনিসে গিয়ে নিজেকে গড়ে তোলেছেন। বিল্লাল হাসাইন জানালেন, বিভেদ সৃষ্টি না হলে আগামী বছরে নগর সরকারে একজন বাংলাদেশীর অভিষেক প্রায় নিশ্চিত।

এসব কথা শুনে বুক ভরে উঠে। বিভেদের প্রসঙ্গ আসলেই শঙ্কা লাগে। আত্মঘাতী স্বদেশীরা যদি নিজের নাক কেটে যাত্রা ভঙ্গের উৎসবে যোগ না দেন, তাহলেই একজন মনোয়ার ক্লার্ককে ভেনিস নগরে আমরা জনপ্রতিনিধি হিসেবে দেখতে পরবো।

রিয়ালতো নামের এলাকায় মনওয়ার ক্লার্কের আবাসিক হোটেল। আমাদের স্বাগত জানান মারসেলা নামের এক ইতালীয় নারী। পশ্চিমের দেশে খাবারের ম্যানু ঠিক করা এক বিরাট সমস্যা। আমেরিকার রেস্তুরায় গেলে ছেলে মেয়েদের উপর ভরসা করি। আমি ও দ্বীপ আজাদ, দুইজনই রেস্তুরার ম্যানু নামের চটি বইয়ে চোখ বুলাতে থাকি। নিশানা করা মুশকিল। মারসেলাই উদ্ধার করলেন। জানালেন, যুক্তরাজ্যে অবস্থানরত মনোয়ার ক্লার্কই সামুদ্রিক মাছের ম্যানু আমাদের জন্য ঠিক করে দিয়েছেন।

মৃদু অপেক্ষার পর সামুদ্রিক মাছ এর পাস্তার মিশ্রণের খাবারে আমাদের হামলে পড়া। ভেনিসের তপ্ত দুপুরে বন্ধুজনের সুস্বাস্থ্য কামনা করে যে যার খাবারে ঝাঁপিয়ে পড়ি।

বাংলা সংবাদমাধ্যমে কাজ করার একটা সুবিধা আছে। অন্য জাতিগোষ্টির মধ্যে এমন দেখিনি। আমেরিকায় অন্যদের জিজ্ঞেস করেও দেখা গেছে, তাদের এ সুবিধাটি(!) নেই। যেমন সাংবাদিকতা কী হইয়া উচিত এ নিয়ে সবাই পরামর্শ দেন প্রায়ই। যিনি মাথার চুল কাটেন, যিনি রুটি ভাজি বিক্রি করেন বা মাছের ব্যবসা করেন করেন - তাদের কাছেও সাংবাদিকতা কেমন হইয়া উচিত এমন মূল্যবান পরামর্শ পাওয়া যায়। বিদেশে এমন প্রান্তিক জনগোষ্টির মতামত পাওয়ার জন্য বেশ কাঠখড় পোড়াতে হয়। গবেষণার জন্য অর্থ ব্যয় করতে হয়। আমরা পাই বিনে পয়সায়।

বিদেশেও হাঁটতে গিয়ে স্বদেশীর দেখা পেলেই তাদের কাছ থেকে একটাই কথা শুনতে হয়, ভাই আপনারা নিরপেক্ষ থাকবেন। নিরপেক্ষ কথা লিখবেন। ভেনিসের সড়ক পথে মধ্যরাত পেরুনো সময়ে দেখা হয় এক স্বদেশী ভাইয়ের সাথে। রাস্তায় তিনি চিৎকার করে বলতে থাকেন,

:দেশটা রসাতলে যাচ্ছে ভাই। আপনারা বিবেক পরিষ্কার করে নিরপেক্ষ থাকবেন।

ইউরোপের পথে হাঁটছিলাম সাংবাদিক বন্ধু খালেদ মহীউদ্দিনকে নিয়ে। হলিউড তারকার মতো তাঁকে লোকজন জড়িয়ে ধরে ছবি উঠাতে দেখি। খালেদ লজ্জ্বা পান। দূর দেশে এমন দৃশ্য দেখে আমার চোখে জল আসে।

কতোটা দেশপ্রেম থাকলে দেশের বাইরে বাংলাদেশের মানুষ এমন করতে পারে। একজন সাংবাদিককে এমন জড়িয়ে ধরা অভিবাদন জানাতে পারে। প্রবাসের কাজকর্ম ফেলে ছুটে আসে সাংবাদিকদের সাথে দেখা করার জন্য। মানুষ কিছু বলতে চাচ্ছে , পারছে না। মানুষের অনেক জিজ্ঞাসা। এর জবাব পাচ্ছে না। - এমন সত্যগুলোই স্পষ্ট হয়ে উঠে !

সাংবাদিকদের নেতা দীপ আজাদ হাঁটছেন। পেছনে আমিও হাঁটছি। ঘোর লাগা ভেনিসের মধ্যরাতে আকাশের দিকে তাকাই। চাঁদের খোঁজ করি। মেঘে ঢাকা আকাশে চাঁদ উকি দিয়েও হারিয়ে যায়। স্মার্ট ফোনে দেখি পরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন, বিদেশের লোকজন কি বাংলাদেশকে মগের মুল্লুক পেয়েছে? দেশকে মগের মুল্লুক বানানোর কাজটা আমরা সবাই মিলেই কি করিনি?

নিউইয়র্ক। জুলাই ১৯ ২০২৩
ibrahim.chowdhury@gmail.com

এই শহরে লড়াইটা সবার জন্যে ভিন্ন এক অভিজ্ঞতা। কারো সাথেই কারোর গল্প দিনশেষে মেলে না। এক টুকরো সুখের আশায় মানুষ আজীবন ছুটে চলে। সম্পর্কের দ্বিখন্ডন যেমন কাউকে সংগ্রামী হতে শেখায়। তেমনি আবার ক্ষয়ে যাওয়া সম্পর্ক কাউকে নতুন করে বাঁচতে শেখায়। কোন মেয়ের স্বামী ছেড়ে গেলে সে হয়ে ওঠে একধারে মা ও বাবা। অন্যথায় কোন মেয়ে আবার জীবন যুদ্ধে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে তোলে। সংগ্রামের এই শহরে এমন দুটি ঘুরে দাড়ানোর সত্য গল্প নিয়ে ‘‘উত্তরের জনপদ’’র পাতা আজ সেজেছে। বরাবরের মতো ছদ্ম নাম দেয়া আছে। ধন্যবাদান্তে - **সোহানা নাজনীন/ফরিদা ইয়াসমীন**

ঈদের নামাজ

আজ কয়েক বছর ধরেই নীলা এই সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছে। ঈদের দিন সকালে ছেলেদুটো মাথা গোজ করে ঘরের কোনায় বসে থাকে। অভিমানে ফোলানো গাল নিয়ে মাথা নীচু করে রাখে, কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলে কাঁদো কাঁদো গলায় জবাব দেয়,

'মা, আমাদেরকে বাবা কেন মসজিদে নিয়ে যায় না? সবার বাবা আসে, ক্যান্ডি কিনে দেয়, শুধু আমাদের বাবা আসে না। একলা একলা ঈদের নামাজ পড়তে যাব না।'

নীলা তখন বিপদে পড়ে যায়, এইটুকু বাচ্চাদের সে কিভাবে বোঝাবে? মসজিদের সামনে দাড়িয়ে ওরা যখন দেখে অন্য সবার বাবা এসেছে, মুঠোর ভিতর হাত ধরে রেখেছে, তখন আর কোন আনন্দই বাচ্চাগুলোকে আন্দোলিত করতে পারে না। শুধু কি ঈদের দিন সকালে? স্কুলের প্যারেন্টস টিচার মিটিং, মুভি নাইট, ফাদারস ডে, এসব দিনেও ছেলেদুটো মন খারাপ করে থাকে। এই তো সেদিন বড় ছেলে 'স্টুডেন্ট অফ দ্য মান্থ' হল, সন্ধ্যায় স্কুলে এওয়ার্ড আনতে যাবার সময় ছেলের সে কি কান্না। একটাই কথা, 'আমাদের বাবা কেন সাথে থাকেনা? বাবা কেন অন্য বাসায় থাকে?'

এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে নীলা খুব বেসামাল হয়ে পড়ে। তার স্বামী যখন তাদের একলা ফেলে রেখে চলে যায় বাচ্চারা তখন বেশ ছোট। নীলা বাচ্চাদের মিথ্যে বলেছিল, বলেছিল যে তাদের বাবা অফিসের কাজে অন্য স্টেটে গিয়েছে। দিন গেলে, মাস গেলে একদিন বাচ্চারা বুঝলো তার বাবা আর ফিরবে না, এখন থেকে দূরের কোন বাসায় থাকবে। ছেলে দুটোর বোবা চোখের চাহনি বুঝে পায় না যে বাবাকে কেন অন্য বাসায় থাকতে হবে। একদিন তারা আবিষ্কার করল তাদের বাবা আসলে বেশী দূরে থাকে না, ৫-৬ বিল্ডিং পাশেই থাকে। প্রায় এক বছর ধরে ডিভোর্স প্রসেস চলার পর বাচ্চারা তাদের বাবা কে আর দেখেনি। আর লোকটাও ছেলেদের কাস্টডি নেয়নি, কোনদিন ভুল করে দেখতেও চায়নি। নীলা কোর্টে যেয়ে কিছুটা চাইল্ড সাপোর্টের টাকা আদায় করেছিল। যদিও চালাক লোকটা সেসময় কাজ ছেড়ে দিয়ে নানান রকম বাহানায় ব্যাস্ত ছিল।

নিউইয়র্কের মতো ব্যায়বহুল শহরে একলা হাতে খরচ চালাতে গিয়ে প্রতিনিয়ত হিমশিম খেতে হত নীলাকে। এর মাঝে ছেলেদের অবুঝ প্রশ্ন, তবুও মাথা ঠান্ডা রাখত নীলা। বুঝতে পেরেছিল যে তাকে বাবা-মা দুই চরিত্রেই সমান দায়িত্বে থাকতে হবে। দেশ থেকে পড়ালেখা শেষ না করে এদেশে এসেছিল নীলা, প্রবাসী পাত্র পেয়ে আর কেও দেরী করতে চায়নি। তাই স্কুলের গন্ডি পার হয়ে কলেজে না ঢুকতেই বিয়ে পাকা হয়েছিল। কিন্তু মেধাবী নীলার তখন আরো পড়বার স্বপ্ন, গুরুজনদের মুখের দিকে তাকিয়ে তাই বিয়েটা না করতে পারেনি। বান্ধবীরা সব হাসাহাসি করে বলেছিল, 'ভালোই তো হল, তুই বিয়ে করে বিদেশে থাকবি। তোর বর সুন্দর সুন্দর গিফট কিনে দেবে, গাড়ি করে ঘোরাতে নিয়ে যাবে।“ কিন্তু স্বপ্নের সাথে বাস্তবতার মিল খায়নি শেষমেশ। বিয়ের পর আমেরিকায় চলে আসল, দুটো বাচ্চা হবার পর পড়ালেখার স্বপ্ন জনালা দিয়ে উধাও। নীলাও পাকা গৃহিণীর মতো ডুব দিল সংসারে, তবুও অশান্তিটা পিছু ছাড়লো না।

নীলা বুঝতে পেরেছিল এদেশে শিক্ষার জোর না থাকলে কাদায় পড়তে হয়। কিছু ভালো মানুষের থেকে বুদ্ধি আর উৎসাহের জোরে জি-ই-ডি পরীক্ষা দিয়ে হাইস্কুল গ্রাজুয়েশন পার করেছিল। তারপর লোন নিয়ে সোজা কলেজে, সাথে বাচ্চাদের সময় দেয়া, সংসারের সব কাজ, সব একলাই সামাল দিত। এখন নীলা স্কুলে শিক্ষকতা করে, সারাদিন বাচ্চাদের সাথে উঠা-বসা করতে হয়। অন্যের বাচ্চাদের সাথে পরিমিত আচরণ করতে করতেই সে হয়ে ওঠে একজন দক্ষ শিশু মনো বিশেষজ্ঞ। কিন্তু তারপরেও আজ মনে হয় নিজের সন্তানের কিছুই নীলা বুঝে উঠতে পারে নাই। কোথায় যেন একটা ব্যবধান থেকে যাচ্ছে, তাদের বাবার অভাব পূরণে ব্যর্থ হচ্ছে।

আজও ঈদের দিন ভোরে নীলার ঘুম ভেঙ্গেছে, আজকেও যদি ঈদের নামাজ নিয়ে ঝামেলা হয় এই দুশ্চিন্তা ছেকে ধরলো তাকে। ছেলেরা ওঠার আগে দুটো পাঞ্জাবী ভাঁজ করে ড্রেসারের উপর রেখে দিয়েছিল। বেশ কিছুক্ষন কোন সাড়া শব্দ না পেয়ে উঁকি দিয়ে দেখে দুজনেই ল্যাপটপে গেম খেলায় মত্ত। নীলা ধীর পায়ে ওদের কাছে গেল, হাতদুটো মাথায় আলতো ছোঁয়াল। মোলায়েম সুরে বলল,চলো, আমরা তিনজন মিলে ঈদের নামাজ পড়তে যাই, আজ আমিই তোমাদের বাবা হব।

: মা, নামাজ বাসায় পড়লে হয় না?”

: না বাবুরা, ঈদের নামাজ সবার সাথে জামাতে পড়তে হয়, এটাই তো ঈদের আনন্দ।

এলাকার এলিমেন্টারি স্কুল পার হয়ে একটা মসজিদ, পাশের পার্কের পুরো মাঠ নেয়া হয়েছে আজকের স্পেশ্যাল জমায়েতের জন্যে। রাস্তার মুখে বেরিক্যাড দিয়ে বন্ধ রাখা যাতে করে শুধুমাত্র নামাজীরা ঢুকতে পারে। পাশেই অনেকগুলো আইস্ক্রীমের গাড়ী দাঁড়ানো, বাচ্চাদের জন্যে ফ্রী। অনেকে আবার ক্যান্ডি-বেলুন নিয়ে বসে আছে, হাতে ঈদ শুভেচ্ছার প্ল্যাকার্ড। ছেলেদের নামাজের ব্যাবস্থা হয়েছে মসজিদ বিল্ডিঙয়ের নীচতলায়, আর মেয়েরা সব উপরে। নীলা ছেলেদুটোর হাত ছেড়ে দিয়ে বলল,যাও তোমরা, মোনাজাত শেষে ঠিক এই চেরী গাছটার নীচে এসে দাঁড়াবে। আমি এখানেই অপেক্ষায় থাকবো, বুঝলে? তারপর আইসক্রিম খাবো।

মাথা নেড়ে ওরা চলে গেল, কিছুক্ষন আগে হয়ে যাওয়া বৃষ্টিতে পেভমেন্ট ভিজে আছে। ঝরে যাওয়া ফুলের গোলাপী পাপড়ি ছড়িয়ে আছে ঘাসের উপরে। নীলা ভাবছিলো মনে মনে, একসাথে বাবা এবং মা হয়ে ওঠাটা ভীষণ কঠিন। তবুও তাকে পারতে হবে, অন্তত সন্তানদের হাসি ফোটানোর জন্যে পারতেই হবে।

পরমার পরম পাওয়া

পরমার মুখে বিশ্বজয়ীর হাসি। চাঁদের হাসি যেন আজ বাঁধ ভেঙেছে। কয়েক বছর আগের পরমার সাথে আজকের পরমার যেন কোন মিলই খুঁজে পাওয়া যায় না। আত্মপ্রত্যয়ী পরমা গভীর আবেগে তার গ্রাজুয়েশন সার্টিফিকেট গ্রহণ করল।

কয়েক বছর আগেও এই পরমার জীবনটা অন্যরকম ছিল। সামনে ছিল এক অন্ধকার অনিশ্চিত পথ। সে অনিশ্চিত পথের শেষ হবে এমন বিজয়ের হাসি দিয়ে তা হয়তো কেউ কল্পনা করেনি। মাত্র ২২ বছর বয়সে পরমা আমেরিকা এসেছিল স্বামীর সাথে। স্বামী বয়সে অপেক্ষকৃত বড়। কিন্তু বিদেশে ছেলে থাকে এটা শুনলে সব বাবা-মার যেরকম সাইকোলজিক্যাল একটা পরিবর্তন আসে পরমার বাবা-মাও এর থেকে ভিন্ন কিছু নয়। পারমা লেখাপড়ায় অনেক ভালো। আমেরিকার কথা শুনে তার মন নেচে উঠলো। ভাবলো আমেরিকায় গিয়ে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হবে ,বাবা মায়ের মুখ উজ্জ্বল করবে।

যথা সময়ে আমেরিকা চলে আসে পরমা। আমেরিকা আসার পরে খুব খুব তাড়াতাড়িই সে বুঝতে পারে কল্পণা আর বাস্তবতা যেন যোজন যোজন দূরে। স্বামী উচ্চ শিক্ষিত হলেও কাজ করে একটা পিৎজ্জা সপে। সকালে যায় কাজে ফিরে আসে মধ্যরাতে। সামাজিকতা তার ভেতর নেই বললেই চলে। পারমা তার আত্মীয়-স্বজনদের সাথে মেলামেশা করতে চায় কিন্তু বাধ সাধে ওর স্বামী। শুধু তাই না স্বামীর অনুমতি ছাড়া কোথাও যাওয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে। ফোনে কথা বলার উপরও জারি করে নিষেধ । পরমা কলেজে ভর্তি হতে চায় কিন্তু স্বামীর প্রচন্ড অনীহা তাতে। পরমা অনেকটাই হতাশ হয়ে যায়। কাজ করতে চায়। সেখানেও অনেক রকম নিষেধাজ্ঞা। সব নিষেধাজ্ঞা মেনে পরমা কাজে যায়। ওকে বলা হয় একটা টাকাও তার ইনকাম থেকে খেয়াল খুশি মতো খরচ করতে পারবে না। সবকিছু মেনে পরমা ঘরের কাছেই একটা পার্লারে কাজ করে। শুধু আর্জি জানায় তাকে যেনো একটু কলেজে যেতে দেয়। অনেক বাধা পেরিয়ে পরমা কলেজে ভর্তি হয় কিন্তু কন্টিনিউ করতে পারে না। স্বামীর নিত্যদিনের নানা রকম তালবাহানা ,মানসিক অত্যাচার, শারীরিক অত্যাচার পরমাকে চরম অনিশ্চিত এক জীবনে নিপতিত করে।

২২ বছরের একটা মেয়ের জীবনে বয়স্ক স্বামীর এমন অত্যাচার অসহনীয় হয়ে ওঠে। একটা সময় ভিতর থাকা মনটা বিদ্রোহ করে ওঠে। পরমা পুলিশের কাছে যায়, পরমা ল’ইয়ারের কাছে যায়। সবাই তাকে সাহায্য করে। একপর্যায়ে সাহস সঞ্চয় করে পরমা তার স্বামীকে ডিভোর্স দেয়।

এরপর পরমা আর পিছনে ফিরে তাকায়নি। নিজের শক্তিটুকু হাতে নিয়ে, মনের শক্তিটা বুকে নিয়ে সে কাজ এবং পড়া একসাথে চালিয়ে যায়। অবশেষে সেই সোনার হরিণ পরমার হাতে ধরা দেয়। আজ পরমা ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে তার গ্রাজুয়েশন সম্পন্ন করে। নিউইয়র্ক এর বুকে এক সাহসী মেয়ের এগিয়ে চলার ইতিহাস রচিত হলো।

আজ পরমা ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে তার গ্রাজুয়েশন সম্পন্ন করে। নিউইয়র্ক এর বুকে এক সাহসী মেয়ের এগিয়ে চলার ইতিহাস রচিত হলো। পরমার পরম সৌন্দর্য আজ চোখে মুখে ঝরছে।

পরমার পরম সৌন্দর্য আজ চোখে মুখে ঝরছে। গ্রাজুয়েশন এর সার্টিফিকেট হাতে মাথায় গ্রাজুয়েশন টুপি, এ এক অপূর্ব দৃশ্য।

তবারক হোসেইনের ‘খোলাসা বয়ান’

উত্তর আমেরিকা অফিস

অনুষ্ঠিত হলো তোবারক হোসেইনের ‘খোলাসা বয়ান’ গ্রন্থের অন্তরঙ্গ পাঠ। ২২ জুলাই শনিবার সিলেট জেলা পরিষদ মিলনায়তনে গ্রন্থ প্রণেতা তবারক হোসেইনকে নিয়ে আলোচনা করেন অতিথিরা। গ্রন্থের প্রাসঙ্গিকতা, প্রেক্ষাপট এবং সার্বিক বিষয়ে যেমন পর্যালোচনা করেন অতিথিরা তেমনই লেখকের জীবনের বিভিন্ন দিকও উঠে আসে আলোচনায়।

এক সময়ের তুখোড় সাংবাদিক এবং আইনজীবী তবারক হোসেইনের ১৯৭৪ সাল থেকে ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত সাপ্তাহিক যুগভেরী এবং দেশবার্তা পত্রিকায় প্রকাশিত নিবন্ধ দিয়ে সাজানো হয়েছে খোলাসা বয়ান-এর ক্যাম্পাস। তাঁর সাড়ে চার দশক পূর্বের লেখাগুলো যেন আজও প্রাসঙ্গিক। সে কথাই উঠে এসেছে অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি বাংলা একাডেমি পুরস্কারপ্রাপ্ত কথাসাহিত্যিক পারভেজ হোসেনের বক্তব্যে। তিনি বলেন, যে স্বপ্ন নিয়ে যুদ্ধে গিয়েছিলাম তা-কি সফল হয়েছে? এই প্রশ্নটি যদি তবারক হোসেইন এই বয়সে রাখতে পারেন এবং সুদূঢ় আমেরিকাতে গিয়েও উত্থাপন করতে পারেন, তাহলে সেই মানুষটিকে আমরা কিভাবে মূল্যায়ন করবো। অবশ্যই তিনি অন্যদের চেয়ে আলাদা। সাহসীতো বটেই।

বিশিষ্ট লোক গবেষক অধ্যাপক কবি ড. আবুল ফতেহ ফাত্তাহ’র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা পর্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন লেখক অধ্যাপক সুনির্মলকুমার দেব মীন, কবি ও গবেষক এ কে শেরাম, জেলা আইনজীবী সমিতির সাবেক সভাপতি এমাদ উল্লাহ শহীদুল ইসলাম শাহীন।

অনুষ্ঠানে নির্ধারিত আলোচক ছিলেন, মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটির ডেপুটি রেজিস্ট্রার মিহির কান্তি চৌধুরী, দৈনিক সিলেট মিরর’র সম্পাদক আহমেদ নূর, দৈনিক উত্তর পূর্ব’র নির্বাহী সম্পাদক তাপস দাস পুরকায়স্থ, সাংবাদিক অপূর্ব শর্মা। এছাড়াও আলোচনায় অংশ নেন জাসদ নেতা লোকমান আহমদ।

স্বাগত বক্তব্যে উৎস প্রকাশনের সত্বাধিকারী মোস্তফা সেলিম গ্রন্থ প্রকাশের প্রেক্ষাপট বর্ণনা করে বলেন, এ গ্রন্থটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে উৎস প্রকাশন একটি দায়িত্ব পালন করেছে। সিলেটের ইতিহাস ও ঐতিহ্য এবং কৃষ্টিকে ধারাবাহিকভাবে জাতীয় পর্যায়ে তুলে ধরার যে অভিযাত্রা আমরা চালিয়ে যাচ্ছি এটি তারই অংশ। তিনি নাগরী লিপির প্রচারের ক্ষেত্রে সংস্থাটি ভূমিকাও তুলে ধরেন।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি সুনির্মল কুমার দেব মীন তার বক্তব্যে বলেন, ‘যে মানুষ আজীবন প্রতিবাদী ছিলেন, তিনি সঠিক কথাটিই লিখবেন-আমরা এটা বিশ্বাস করতে পারি। আশা করছি, তবারক ভাই স্মৃতিচারণমূলক গ্রন্থও রচনা করবেন। এতে সমাজ-সংস্কৃতি সমৃদ্ধ হবে। তবারক হোসেইনের আজকের অগ্রযাত্রার পেছনে তার সহধর্মিনীর ভূমিকাও কোন অংশে কম নয়। তার সাহচর্যই আজকের তবারক হোসেইনকে বিনির্মাণ করেছে।

কবি এ কে শেরাম বলেন, ‘তবারক হোসেইন সাংস্কৃতিক অঙ্গনে পুরোধা ছিলেন। সাংবাদিক অঙ্গনেও তাঁর বিচরণ ছিল। তার খোলাসা বয়ান বইটি স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ের একটি অনন্য দলিল। সেই সময়ের সমাজ জীবনের কথা যেমন উঠে এসেছে গ্রন্থে, তেমনই অনাচার-অবিচারের কথাও স্থান পেয়েছে। তিনি নির্মোহভাবে উপস্থাপন করেছেন তার বক্তব্যে।

জাসদ নেতা লোকমান আহমদ বলেন, ‘খোলাসা বয়ান পড়ার সময় আমি বারবার সেই দিনগুলোতে ফিরে গিয়েছিলাম। ৪৯ বছর পরও এই গ্রন্থ প্রাসঙ্গিক থাকার কারণ, সমাজ ও রাষ্ট্রের চালিকা শক্তি আজও পরিবর্তিত হয়নি। চালিকা শক্তি পরিবর্তিত না হলে আরও ৪৯ বছর প্রাসঙ্গিক থাকবে বইটি। আমাদের এই বই থেকে অনেক কিছু শেখার আছে। যা আমাদেরকে শুধু ঋদ্ধ করবে না, পথও দেখাবে। তবারক হোসেন সাংবাদিকতার সাথে তার সম্পৃক্ত হওয়ার ইতিহাস তুলে ধরেন।

প্রায়শ্চিত্ত

জাকিয়া শিমু

বাবা রাতা- মুরগের ঝোল-তরকারি পছন্দ করেন। সাথে আমচুর ছেড়ে দেয়া পাতলা মসুরডাল। বাবা ডাল-ঝোলে হাতের কবজি অবধি ডুবিয়ে ভাত খান। মা তালপাতার পাখায় শরীরের সবটুকু জোর নিংড়ে বাবাকে হাওয়া দেন। আমি পাশে পিঁড়িতে জোরাসনে বসে মায়ের হাতে মেখে দেয়া ভাতের দলা মুখে পুরি আর তাঁদের আলাপে কান পাতি।

বাবা অবশ্য সবসময় একাই বলেন, মা বাধ্যগত ভৃত্যের মতো মাথানত করে শোনে যান। "তরকারিতে আলু কম হয়েছে" —বাবার অযথা অভিযোগ। আমার কাঁচা বয়স, তারপরও বুঝতে পারি-বাবা ছলচাতুরী খোঁজছেন! বাবা বিনে ছুতো ছাতায় অহোরাত্র মায়ের গায়ে হাত তুলেন। মা অবশ্য কষ্ট না পাওয়ার ভান করেন। সবার কাছে বাবার পৈশাচিক কাজ-কারবার রাখঢাক করে রাখতে সদা-তটস্থ থাকেন। কিন্তু মায়ের চোখমুখের নীরব লুকানো ভাষা আমি ঠিকঠাক পড়তে পারি।

আমার বয়স ছয়। আমার চায়-চেহারা অসুন্দর, গা-গতরও বেডৌল। কিন্তু আমার মা যথেষ্ট সুন্দরী, বাবাও দেখতে আমার মতো অসুন্দর নন। কিন্তু আমি তাঁদের কারো মতো দেখতে নই। বাবা আমাকে একজন বাবার মতো আদর কখনও করেছেন বলে মনে পড়ে না। সে অবশ্য আমাকে কোনদিন মারধর করেছেন, তেমনটাও স্মরণে নেই। কিন্তু মায়ের সাথে বাবার অশ্লীল ব্যবহারে আমি সারাক্ষণ ভয়ে-ত্রস্তে ডুবে থাকি।

বাবার মৃগীরোগ। মা, বাবার এই ব্যামো নিয়ে সবসময় অস্থির থাকেন। বাবা নদীতে গোসল করতে গেলে আমি সাবানদানি হাতে দাঁড়িয়ে থাকি। এটা মায়ের গোপন আদেশ। বাবা যখন পানিতে ডুবসাঁতার করেন; একটা দাঁড়কাক বাবার সাবানদানি থেকে সাবান নিয়ে নদীর পাড়ের শিমুল গাছটার ওপর চুপচাপ বসে থাকে। আসলে মা, সাবানের উছিলায় আমাকে বাবার সাথে পাঠিয়ে বাবার ঘরে ফেরা নিশ্চিত করেন। আমি শকুনের চোখে বাবা ডুব দিলে তাকিয়ে থাকি। ঠিকঠাক পানির তলা থেকে বাবা উঠল কিনা! মৃগীরোগীর জন্য পানি মরণকূপ!

শনিবারে আমাদের তল্লাটে বড়ো হাট বসে। সারা সপ্তাহ ধরে দাদা এবং বাবা মিলে তাঁত কলে লুঙ্গি বুনেন। দাদা সেসব লুঙ্গির-গাঁটটি মাথায় নিয়ে হাটে যান। আমার সমবয়সী অনেকে বাপ-দাদার সাথে হাটে যায়। আমার যাওয়া হয় না। মায়ের বারণ। মা ভাবেন, ছেলেধরা আমাকে ধরে নিয়ে যাবে। আমি মায়ের মনের কথা পড়তে পারি। ছেলে ভুলানো বুলির আড়ালে বাবাকে নিয়ে মায়ের অস্থিরতা টের পাই। বিনা অভিযোগে বাবার পিছু পিছু নদীরঘাটে সাবানদানি হাতে দাঁড়িয়ে থাকি। বাবা সাদা ধবধবে ধবল বকের গায়ের রঙের বাসনা-সাবান গায়ে মাখেন। আমি দূর থেকে বাবার কালো কুচকুচে ধূর্ত শিয়ালের মতো চোখ জোড়ায় নষ্টনেশা দেখতে পাই!

বাবা বিশেষ দিনে শুভ্রসাদা জমিনের লুঙ্গিটা গায়ে জড়ান। খয়েরি রঙের শার্টটা প্রতি শুক্রবার গাঁয়ের বাজার থেকে ইস্ত্রি করিয়ে আনেন। শনিবার বাবার বিশেষ দিন। এ-দিনে বাবা সোনালি রঙের সিকো-ফাইভ ঘড়িটা খুব যত্ন করে পরিষ্কার করেন। বাবার গাত্রবর্ণের সাথে ঘড়িটা বড্ড সুন্দর মানিয়ে যায়। বাবা আমার মায়ের সাথে ভাব-ভালোবাসা করে বিয়ে করেছেন। নানা বিয়েতে রাজি ছিলেন না। নানা, বিষয়আশয়- মান্যগণ্যে আমার দাদা থেকে বেশ উঁচুস্তরে ছিলেন। অবশ্য কাঠখড় পুড়িয়ে হলেও বাবা-মায়ের বিয়েটা হয়। এবং নানা বিয়ের সময় এই ঘড়িটা বাবাকে উপহার দেন।

বাবা গুণগুনিয়ে গান ধরেন। নাকে-কানে-বুকপকেটের কাঁছ ঘেঁষে সুগন্ধি মাখেন। আমি আড়চোখে বাবাকে দেখি। মায়ের চোখে এসময় কষ্ট-অপমানের জল টলমল করে। মা খাটের কোণে বসে অঝোরে চোখের জল ঝরান। আমি উঠোনের কোণার বাঁশের মাচায় চুপচাপ বসে থাকি। বাবা মায়ের দীর্ঘশ্বাসকে মাড়িয়ে দুগ্রাম দূরের শেখ-পাড়ায় চলে যান। সেখানে এক রাজকন্যা থাকেন। বাবা রাজকন্যাকে আপন করে পেতে আমাদের অস্তিত্ব খুব সহজে ধুলোয় মিলিয়ে দেন।

আমাদের দাদার আমলের টিনের চালার ঘরটার মাঝ বরাবর বাঁশের চিরল ফালির বেড়া টানা। আমি আর দাদা একপাশে থাকি অন্যপাশে বাবা-মা। আমি শীত- গ্রীষ্ম সবসময় গুটিশুটি মেরে দাদার কাঁচা-পাকা লোমশ বুকটার ওমে মুখ বুজে ঘুমাই। তখন প্রকৃতির ঘরে সবে শীতের শুরু। রাত বাড়ে। টিনের চালায় টুপটাপ শিশির ঝরার শব্দ কানে আসে। আমাদের ঘরঘেঁষা কদমগাছটাতে দিনেদুপুরে বাঁদুর ঝুলে থাকে। ওদের পাখা ঝাঁপকানির শব্দে আমার ছোট্ট বুকটায় ভয়ের সমুদ্রঢেউ ছলাৎছলাৎ করে। তাঁতিপাড়ার ল্যাংড়া কুকুরটা বুকভাঙ্গা কষ্টে কুঁকড়ে কেঁদে ওঠে। আমি দাদার লোমশবুকে শক্ত করে মুখ গুঁজে রাখি।

মধ্যরাতে বাবা বাড়ি ফিরেন। বাবার সাথে মা-কে কখনো গলা উঁচিয়ে কথা বলতে শুনিনি। কিন্তু সেদিন মায়ের গলার আওয়াজ একটু বেশিই বাড়তি ছিল। মার ভেতরের সমস্ত কষ্টরা বোধকরি জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরির লাভার মত এক ছটকায় বেরিয়ে আসে। আমি কান পেতে মায়ের বুকের কষ্টের শব্দ শুনি। বাবার গলায় সবসময় বাড়ন্ত গর্জন থাকে। সে রাতেও গর্জন ছিলো কিন্তু মা-কে দমানো যায় না। হঠাৎ মায়ের কামরায় নিরবতা ফেরে। সহসা মায়ের গোঙ্গানির শব্দে দাদা আমাকে এক ঝটকায় সরিয়ে দিয়ে বাবার ঘরে ঢুকেন। আমি থরথর করে কেঁপে ওঠি। দাঁতে দাঁত চেপে নিজেকে কোনোমতে বেড়ার এপাশে ধরে রাখি। মায়ের ঘরে কুপি জ্বলছে। আমি বাঁশের বেড়ার ফাঁকে চোখ রাখি...

বাবা দুহাতে শক্ত করে মায়ের গলা চেপে ধরে আছেন। মায়ের শরীর বেঁয়ে বেরিয়ে আসা শেষ নিঃশ্বাসটুকু গলার কাছে অচেনা একটা শব্দে আওয়াজ তোলে। দাদা বাবাকে জোর করে ছাড়িয়ে নেন। মায়ের অদৃশ্য নিঃশ্বাসটা এক লহমায় ছুটি নিয়ে চলে যায় অন্যকোনো জগতে। দাদা মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েন। শেষরাতে দাদা আর বাবা মিলে মায়ের গলায় শাড়ি পেঁচিয়ে ঘরের আড়ার সাথে লটকে দেন। মা-কে নানাবাড়ির গোরস্তানে কবর দেয়া হয়।

মা চলে যেতে বাবা রাজকন্যাকে ঘরে তুলে আনেন। বাবার এখন প্রতিদিন শনিবার। উৎসবের দিন। বাসনা

লাক্স সাবানে ঘনঘন গোসল করেন। সুগন্ধি মাখেন। পাশের কামরায় রাতভর হাসি ভালোবাসার গল্প চলে। শুধু দাদা আর আমার দিন কেটে যায় কোনোমতে। আমি দাদার বুকে মুখ গুঁজে মধ্যরাতে নিঃশব্দে কাঁদি। দাদা চোখের পানিয়ে বুক ভেজান। বাবার অবহেলার খেসারত দিতে দাদা আমার মা-কে স্নেহ ভালোবাসায় জরিয়ে রেখেছিলেন। তাতে অবশ্য মায়ের শেষ রক্ষা হয়নি।

বাবা ফেনায় ভরা শরীর ধুতে, ধোঁয়া ওঠা নদীর গলা-জলে নামেন। দাঁড়কাক-টা আমার খুব নিকটে চলে আসে। বাবা সহসা জলের নিচে মাথা গোঁজেন। আমি অপলক সেদিকে তাকিয়ে থাকি। বাবার শেষ নিঃশ্বাসের বুঁদবুঁদটা স্পষ্ট দেখতে পাই।

মা চলে গেলেও কিছু অভ্যাস আমার রয়ে যায়। বাবা নদীর ঘাটে গোসলে গেলে আমি সাবানদানি হাতে দাঁড়িয়ে থাকি।

সেদিন পৌষের আকাশে কুয়াশার পোড় ছিলো একটু বেশি-ই। সূর্যের আলো আকাশ ফুঁড়ে তখনো মাটিতে ফেরেনি। চারপাশটা পোয়েলের মেঘে ঢেকে প্রায় অন্ধকার হয়ে আসে। শিমুলগাছের ডালে বসে ভেজা দাঁড়কাকটা একটানা ডেকে যায়। বাবা ফেনায় ভরা শরীর ধুতে, ধোঁয়া ওঠা নদীর গলা-জলে নামেন। দাঁড়কাক-টা আমার খুব নিকটে চলে আসে। বাবা সহসা জলের নিচে মাথা গোঁজেন। আমি অপলক সেদিকে তাকিয়ে থাকি। বাবার শেষ নিঃশ্বাসের বুঁদবুঁদটা স্পষ্ট দেখতে পাই। দাঁড়কাকটা আমার হাতের সন্নিকটে চলে আসে। আমি হাত বাড়িয়ে সাবানদানিটা এগিয়ে ধরে থাকি। দাঁড়কাকটা নির্ভয়ে সাবান মুখে শিমুলগাছের ডালে বসে। আমার বুকের ভেতর জেঁকে বসা কষ্টপাহাড়টা অবলীলায় গলতে শুরু করে। আমি বহুকাল পর কষ্টশূন্য বুকে বাড়ির পথে পা বাড়াই। বাবার নিথর দেহটা ধীরে ধীরে জলের তলে তলিয়ে যায়।

কাশফুলে বিষাদের রং

মনসুর আহমেদ

ধনাঢ্য পরিবারের সন্তান আরেফিন শৈশব। ছবি তোলা তার শখ ও নেশা। শৌখিনতা তাকে গিলে ফেলেছে। গলায় স্বর্ণের চেইন, এক হাতে মেয়েদের মতো চুড়ি। কান ফুটো করে রিং পরানো আছে। শৈশবের অবসর সময় কাটে বন্ধুদের নিয়ে হৈ-হুল্লোড় করে। তার বাড়ির পাশেই সাতছড়ি জাতীয় উদ্যান। উদ্যানের পাশের ছড়ার দু'পাশে সারি সারি দৃষ্টিনন্দন কাশফুল। বিকেল হলেই এখানে দর্শনার্থীর ভিড় জমে। শুভ্রতার প্রতীক কাশফুলের মায়াবী স্পর্শে ধু-ধু বালুতে পা মাড়িয়ে শৈশব, আবির, তালহা, জাবের হাত ধরাধরি করে দাবড়ে বেড়াচ্ছে কাশফুলের চারপাশ। শরতের চোখজুড়ানো নীলাকাশে সাদা মেঘের ভেলা দেখে যে কারও মন ভালো হয়ে যাবে। বিকেলের ধু-ধু বাতাস আর খানিকটা পরেই আকাশের নান্দনিকতায় চোখ শীতল হয়ে যায়। মনের বাতায়নে জেগে ওঠে বিশুদ্ধ শিহরণ।

পাখপাখালির কিচিরমিচির, বাঁশবনে ডাহুকের ডাকাডাকি আর উত্তর দিক থেকে ভেসে আসছে সুরভি ঘ্রাণ। হঠাৎই শৈশবের চোখ জোড়া আটকে গেল ব্রিজের ওপর রাখা কালো রঙের গাড়ির ভেতরে। গাড়ির দরজা খুলতেই শৈশব দেখে হুমায়রা শিমু তার সমবয়সী কয়েকজন মেয়ে নিয়ে গাড়ি থেকে নেমেছে। বেশ কয়েক বছর হলো শিমুর সঙ্গে দেখা নেই। শিমু বাবার চাকরির সুবাদে বৃন্দাবন সরকারি কলেজে লেখাপড়া করেছে। তার গানের গলা অসাধারণ। কলেজের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তার ডাক পড়ত সবার আগে। আরেফিন শৈশব তার বন্ধুদের নিয়ে এগিয়ে গেল। শিমু ক্র্যাচে ভর দিয়ে গাড়ি থেকে নামছে। এই দৃশ্য দেখে অবাক চোখে তাকিয়ে শৈশব বলল— আরে শিমু, তোর এই অবস্থা কীভাবে হলো?

-আর বলিস না, এটা আমার কপাল, এর জন্য ছেলেরাই দায়ী রে।

-কী বলিস শিমু, আমরা! কীভাবে?

-এগুলো বাদ দে, চল তোদের কাশবন দেখব।

-না। কষ্টে আমার ভেতরটা পুড়ে যাচ্ছে।

-আরে বাদ দে, এগুলো কিছু না। জীবন এমনই হয় মাঝে মধ্যে।

-কী বলিস? এটা হতে পারে না। খুবই নির্মম।

-শোন, ভার্সিটির একটি ছেলে আমাকে খুব বিরক্ত করত। আমার পিছু ছাড়ত না। যন্ত্রণায় আমি অতিষ্ঠ হয়ে উঠলাম। একদিন বাধ্য হয়ে প্রিন্সিপাল স্যারের কাছে অভিযোগ করলাম। আর তাই জীবনে কাল হয়ে দাঁড়ালো আমার। ছেলেটি একদিন প্রতিশোধ নিতে আমার ওপর দিয়ে গাড়ি চালিয়ে দেয়। এ কেমন ভালোবাস ছিল।

সে যাত্রায় আমি প্রাণে বেঁচে গেলেও বাম পা চিরতরে হারিয়েছি।

কথাগুলো শুনে চোখে পানি আটকে রাখতে পারিনি। এমন বিষাদের গল্প অনেকের জীবনের অন্তিম বিপর্যয় নিয়ে আসে, যা নিয়ে পৃথিবীতে মানুষকে বেঁচে থাকতে হয়।

কষ্টের তীব্রতা নীল আকাশের মেঘের ভেলাতে কালো রং ধারণ করল। প্রতিটি ভালো মানুষের ভেতরে একটি খারাপ মানুষ বাস করে। সে মানুষ জাগ্রত হলে ধ্বংস করে দেয় চারপাশের সুন্দর স্বপ্নগুলো।

-শৈশব চল কাশবন ঘুরে দেখি, মন খারাপ করতে নেই। তোর ছবি তোলার হাত অনেক ভালো। আয় কাশবনে ছবি তুলি।

-হুম, চল... চল।

-দেখ, আজ আমার পা নেই, তাতেও আমি বিচলিত নই। এই যে, ওরা সবাই আমার ঘনিষ্ঠ বান্ধবী, সবসময় আমাকে প্রেরণা দিয়ে থাকে। আমি আগের মতোই গানে গানে সমুদ্রের সঙ্গে মিশে থাকি। আকাশ দেখি মনের জানালায়।

-স্বপ্নগুলো পৃথিবীকে সুন্দর রেখেছে, কিছু কিছু মানুষকে নয়। তবুও তুমি স্বপ্নকে আলিঙ্গন করে জেগে থাক আমাদের মাঝে।

চারপাশে কাশবন। ছড়ার সোনালি বালুগুলো রোদ্দুর সঙ্গে ঝিলমিল করছে। প্রকৃতির এই রূপে পাখির মতো ডানা মেলে ঘুরছে শৈশব ও শিমু বন্ধুদের নিয়ে। বিকেলে বিশুদ্ধ বাতাস ছুঁয়ে যায় মনের জানালা। শিমুর সিল্কি চুলগুলো বারবার মুখ ডেকে নিচ্ছে। শৈশব বিভিন্ন এ্যাঙ্গেলের ক্যামেরা চালিয়ে যাচ্ছে। বিষাদের রংগুলো কাশফুলে মিশে গেছে। ঝোপঝাড়ে জোনাকির মশাল, ঝিঁ ঝিঁ পোকা ডাকে, ভেসে আসে পাখির ডাক। জ্যোৎস্নায় ভোর হয়ে গেছে ভেবে মাঝে মধ্যে ভুল করে বসে কোনো পাখির দল। হঠাৎ একসঙ্গে ডেকে ওঠে, ডানা ঝাঁপটায়। মৃদু-মন্দ হাওয়ায় ভেসে আসে শিউলির সুবাস। সময় চলে যায় নিয়ম করে। ফ্রেমবন্দি ছবিগুলো থেকে যায় স্মৃতির পাতায়।

মাসুম আহমদ এর 'একজন সার্টিফাইড কবি হওয়ার প্রস্তুতি'

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

কবি মাসুম আহমদ-এর কবিতার বই 'একজন সার্টিফাইড কবি হওয়ার প্রস্তুতি'- প্রকাশ করেছে বুনন প্রকাশনী। সর্বমোট ৭৫টিকবিতা নিয়ে এটিই তাঁর প্রথম একক কবিতার বই।

মাসুম আহমদের কবিতায় আছে আধুনিক এবং উত্তরাধুনিকতার অপূর্ব সংমিশ্রণ। প্রকাশিত কবিতার অধিকাংশ কবিতাই গদ্যকবিতা। বইয়ের কবিতায় প্রেম আছে, বিরহ আছে, জীবন আছে, মানুষ আছে, বিপ্লব আছে, প্রতিবাদ আছে, আছে অভিমান আর অপেক্ষার গল্প।

কবি মাসুম আহমদ এবং তাঁর কবিতা সম্পর্কে কবি তমিজ উদ্‌দীন লোদী বলেন, 'কিছু কিছু কবি রয়েছেন এমন যারা নিজেকেতৈরি করে নেন, ধৈর্য ও স্থৈর্যের পরিক্রমায় নিজেকে স্থিত করেন। নির্মীয়মাণ সৃষ্টিকে আভাসিত করবার জন্য দীর্ঘ পথ পাড়ি দেবার সংকল্পে দাঢ্য হন। এ কথাটি মনে হলো মাসুম আহমদের কবিতাগুলো পড়ে। তিনি শূন্য দশকের কবি, লিখছেন দীর্ঘদিন থেকে। বই বের করার কোনোরূপ তাড়াহুড়া করেননি। নিজেকে প্রস্তুত করেছেন অসীম পরিমিতিবোধে। তার প্রথম বইটি বেরোতেযাচ্ছে ,যার অধিকাংশ কবিতা শিল্পময়তায় ঋদ্ধ। কবিতার যে শিল্পীনিপুণ ছন্দ্বভাষণ তা তার প্রায় প্রতিটি কবিতায় লক্ষণীয়।'

'একটা শহর জেগে উঠে আমার শার্টের কলার চেপে ধরে বলেছিল, বিপ্লব চাই অথবা মৃত্যু ' - এই বাক্যবন্ধ দিয়ে যার কবিতা বইয়ের শুরু তাতে তার কবিতা নির্মাণের অভীপ্সা অত্যন্ত স্পষ্ট। তিনি তার একটি কাব্যভাষা তৈরিতে সচেষ্ট থেকেছেন।

যখন তিনি লিখেন 'আমাদের সোনালী ইলিশ উৎসব জমে উঠার পিছনে তোমার সাদা হাত থাকার প্রতিশ্রুতি যে বয়ামে রাখাছিল, সেটা লাল পিঁপড়েরা টেনে নিয়ে গেছে গভীর জঙ্গলে' - একথার-ই প্রতিধ্বনি তোলে। শিল্পের বোধকে সুন্দরভাবে সংহরণ করে নিয়ে কবি লিখেন 'ঈশ্বর আগামির খবর সম্পাদনা নিয়ে যখন খুব ব্যস্ত / আমি তখন বাজার থেকে ডায়েরি কিনে নিয়ে এসে /সেখানে স্পষ্ট অক্ষরে লেখার চেষ্টা করি / মানুষ তার দুই হাত কেমন করে ঈগল পাখির মতো প্রশস্ত করবে।

তার কবিতায় শিল্প-জিজ্ঞাসার সাথে জৈবনিক ও যাপনের নানা অসঙ্গতির কথাও উঠে আসে। কখনো শ্লেষ , শ্লেষের আড়ালে বিপ্লবের প্রতিধ্বনি তোলে। কোনো কোনো কবিতায় আভাসিত হয় প্রেম, প্রেমের আর্তি। এক ধরনের রোমান্টিকতায় যা স্ফুটতরহয়ে ওঠে। একান্ত স্বাতন্ত্র্যে তার কবিতা আপন অবিমিশ্র বিশুদ্ধতা তৈরি করার পথে পা বাড়িয়েছে, এ কথা এখনি বলা যায়। তার বইয়ের নামটিও অভিনব ও বিনয় নম্রতার পরিচয় বহন করে।'

কবি স্বপ্নকুমার বলেন, 'কবিতায় আমাদের প্রত্যেকের খোঁজাখুঁজিই আলাদা কেউ উপমা খুঁজি, কেউ উৎপ্রেক্ষা তো কেউ খুঁজি চিত্রকল্প। এগুলোর কোনো কিছুই আমি কবিতায় খুঁজি না একটা ভালো কবিতায় এগুলো এমনিতেই থাকে। তবে কবিতায় আমিকি খুঁজি? কবিতায় আমি যা খুঁজি ঠিক তা-ই কবি মাসুম আহমদের কবিতায় পাই।'

কবি মাসুম আহমদ এর কবিতা নিয়ে কবি, সাংবাদিক, শিক্ষক এইচ বি রিতা বলেন, "মাসুম আহমদ তাঁর আত্মার কালিতে ভাবনাকে ডুবিয়ে যেন শব্দগুলিকে জাঁকিয়ে তোলেন কবিতায়। তাঁর কাব্যিক ভাষা, সুরেলা ছন্দে অনুরণিত হয় যা আমাকে গভীরতাকে আলোড়িত করে। কবিতায় তাঁর একটা আত্মদর্শন লক্ষ্য করি। শব্দগুলি, সূক্ষ্মভাবে নির্বাচিত হয়, নিরবিচ্ছিন্নভাবে আবদ্ধ হয় ভাবের সাথে যা আবেগের প্রতিকৃতি চিত্রায়ন করে বলে মনে হয়। মূলত মাসুম আহমদ বিষয়বস্তুর মোড়কেই কবিতালিখেন। ব্যক্তিজীবন, সমাজ ও আন্তর্জাতিক পরিসরে নানা বিষয়ের উপর গভীর পর্যবেক্ষণ লক্ষ্য করি তাঁর কবিতায়। প্রতিবাদে দেখি উপযুক্ত কাব্যিক ভাষা ও যুক্তিদর্শন। বই প্রচ্ছদটি আমার বেশ ভালো লেগেছে। প্রচ্ছদ দেখে মনে হলো, গাছের ডালে একটিসী-লায়ন অর্থাৎ একটি সীল মাছ তার ঠোঁটে করে ধরে রেখেছেন কবির কাঁধে ঝুলানো ব্যাগটি। যে কবি কাঁধের ব্যাগে ঝুলিয়েরাখেন মাছিদের জীবন ইতিহাস, সে কবির ব্যাগটি আজ সীল মাছের ঠোঁটে। শিরোনাম আর প্রচ্ছদ দেখেই বোঝা যায়-ব্যাঙ্গাত্বকমূলক কিছু তিনি যুক্ত করেছেন বইটিতে। এই পর্যবেক্ষণ আমার ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গির। কবির ভাবনার কাছে অমূলক মনে হতে পারে।"

'একজন সার্টিফাইড কবি হওয়ার প্রস্তুতি' বইটি নিউইয়র্ক বইমেলায় পঞ্চায়েতের স্টলে পাওয়া যাবে।

ফুটেছে আঙুলে আঙুরলতা

পারমিতা

আমার আঙুলে ফুটেছে আঙুরলতা,
মৌমাছি ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়....
পাখিরা ডাকছে কেন শাখায় শাখায়
কেন মৌবন উত্তাল হয় !
আকাশের ফিকে আলো পাহাড়কে ফেলে
উজ্জ্বল অমরী খোঁজে
অমরার পথ,
পলে অনুপলে। প্রহরায় থাকে দেবদারু ...
পাহাড়ী ফাটলে ভরে মায়াভরা সাঁঝ
আমার প্রক্ষেপে ওঠে উত্তাল জল...
জলের মধ্যে দেখি জন্মে তরুলতা।
স্তব্ধতা কেটে গড়ি কোন্ কারুকাজ,
মর্মর ঘিরে আছে কতো ছায়াগাছ !
আলো এ কি !
না কি, দিগন্তরে মাখা, ইন্দ্রনীল মণি!
সূর্য নয়, চন্দ্র নয়, সামনেই দেবীগুহা, চেনোনি?
গুহাহিত দ্বিভঙ্গ ঝিনুক, ছুঁয়েছে সৈকত
নিঃশব্দ অসহায়! আমারই নৌকো চলে
আমি তা দেখিনি ।
দেখিনি সূর্য অস্তাচলে,
শব্দহীন তরঙ্গহীন অনন্ত নভোতলে
একা চলে,
একা নৌকো চলে অকূল অতলে....

বালুকণায় আলো, বৈদূর্য মনে হয়
আলো ঢালে, আলো ঢালে শীতল মোহন,
এ আলো বাইরে নয় ।
এ এক অন্য অন্বেষণ !

অপেক্ষায় থাকি

দীপংকর গৌতম

তার হাত কাঁপে
প্রদোষ আলোর ভেতরে কাঁপে আহ্নিকগতি।
তার হাত কাঁপে কাঁপে চার পৃথিবীর রোদ।

কেমন দাঁড়িয়ে আছি মধ্যযুগে নির্মিত চুন-সুড়কির ভবন
তোমার অসুখ- বিসুখ বুকে লয়ে দাঁড়িয়ে আছি---

আমিতো অমল - অপেক্ষা আমার নাম। ছুটিহীন প্রতিদিন জলের ফোন বাজার
অপেক্ষায় থাকি। অপেক্ষা শেকড় জমে জমে- আমি বৃক্ষ হয়ে যাবো

মাথায় তুলে নেবো মহাকাশ
ধানক্ষেত তবু গর্ভবতী হয়- জল পড়ে আকাশ ভেঙ্গে
রাখাল ঘোষে ভাড় বাঁশ চতুর্গুণ ওজন হয়ে আমার কাঁধে আসে।

আমি চুন-সুরকির ভবন হয়ে
জীবনের ব্যর্থতা জড় শরীর নিয়ে তবু, জল ফোনের

একটি রাতের দীর্ঘ নিঃশ্বাস

আহমেদ ছহুল

শুকনো হাসি, ঝরা ফুলের মতো ছুঁড়ে দিয়ে
তুমি বসন্ত খোঁজ, বৃক্ষের শাখায়-শাখায়
দক্ষিণা বাতাসের ঢেউ খোঁজো পত্রপল্লবে,
জলহীন নদীতে প্রতীকী নৌকায়
ওড়াও মৌসুমী পাল।

বড় সাধ হয় আকাশের যত জমাট কান্না
মেঘ হয়ে ভাসে, তোমাকে দেখাই ,
কোকিলের বিরহগান তোমার কর্ণকুহরে
ধ্বনিত করি গুঁড়ি-গুঁড়ি বৃষ্টির মতো।

নির্বাক ফুলের সৌরভকে গর্বিত করি
প্রগাঢ় প্রভাত চুম্বনে ।

প্রেম জীবনের রাগ সঙ্গীত

দর্পণ কবীর

পুরুষ :
দুঃখগুলোর নাম দিয়েছি 'দেবদাস', কষ্টগুলোর নাম 'মজনু'।
তোমার নাম পার্বতী রেখে আমার যত দুঃখ-কষ্ট
মহাকাশের কক্ষেপথে লাবণ্যছটা বানিয়ে দিতে চাই।

নারী :
আমি তোমার দুঃখগুলোর অবগুণ্ঠণ খুলে
তুলে নেব ভার, কষ্টগুলো দিয়ে আকাশে রংধনু এঁকে দিব।
যখন তুমি বসন্ত খুঁজে প্রলাপ বকবে তখন বলে দিব
পার্বতীর প্রেমের অতল কতটা পুড়েছে, কতটা দহন জমকালো!
বলতে পারো, প্রেম যদি স্বর্গ থেকেই আসে তবে
দেবদাস কেন থমকালো?

পুরুষ :
দেবদাস প্রেমকে মহিমামণ্ডিত করতে চায়নি, তবে
বিসর্জনের মহত্ব ছিল প্রেমে। এমন প্রেম বিমূর্ত
ছবি হয়ে থাকে স্বর্গের দেয়ালে!

নারী :
তার মানে, প্রেম স্বর্গ থেকে নেমে আসা জীবনের রাগ সঙ্গীত!

ভাবনার ভ্রূণে বৃষ্টির কনভয়

মুহাম্মদ হাবীবুল্লাহ হেলালী

একটা ভোর বৃষ্টিস্নাত, সুরসিম্ফনি সমেত কবিতাময়
চাতকমুখো, রাত্রি জাগার ক্লান্তিঝরা আষাঢ়ে ঠোঁট
একটা ভোর বকুলগন্ধা, রুপো বিছানো সাহচর্য
মিষ্টি নরম কল্লোলিত, স্বশিক্ষিতা হাওড় বধূ
একটা ভোর নিপুণ বোধের শালুক ফোটা শান্ত সকাল
পরাগরেণুর সুবাসমাখা, হৃদয়গলা ঝরো-ঝরো তান
একটা ভোর সুরমার মতো স্রোতস্বিনী, উপচে পড়া ঢেউ
জল-তরঙ্গে উজান নদীর অমোঘ সখ্য
একটা ভোর রংধনু চোখ, নারীর মতন স্নিগ্ধ কোমল
মধ্যরাতে চুমুকজলের গন্ধ লাগা মদিরায় বিভোর
একটা ভোর চঞ্চল মুখর, বসন্তের ডানামেলা বিকেল
অনুক্ত প্রেমের উষ্ণ দুপুর
একটা ভোর—
টলোমলো অন্তরীক্ষ, ভাবনার ভ্রূণে বৃষ্টির কনভয়।

বিস্মৃতি ও স্মৃতি

রোমান জাহান

বিস্মৃতি
যখন কিছুই মনে পড়ে না-
কিশোর আকাশ,অনুতপ্ত দুপুর
গোধূলির ঘটনা
ভুলে যাওয়ার অরণ্য-মর্মর
জীবন-যাপনের ভেতর
কেবলই অনুশোচনার বিষয়
জানায়
স্মৃতিরা মানব-জীবনের নয়।

স্মৃতি
তোমার স্মৃতিতে
রোদ মরে যায়
গোধূলির আলো-ছায়ায়
রাত্রির অশরীরী ছোবল
কবেকার কৈশোরের জল
আঁধারের নীচে নদীর ঠোঁটে
অন্ধ জোনাকির চোখে
লোভী ও মাতাল হয়ে উঠে।

তোমার আলোয় একটি ফুল

লুবনা কাইজার

যদি তোমার আলোয় কবিতার একটি ফুলও ফোটে
যদি একটি কবিতা তারা হয়ে ওঠে
আকাশের ঐ দূর নীলিমায় ,
তবুও তুমি আছো আমাদের মায়ায়
আমরাও আছি কবি তোমারই ছায়ায়।

যদি পাহাড়ের বুকে ,
কবিতার একটি বৃষ্টিফোঁটাও ঝরে
তবুও কবি তোমাকেই মনে পড়ে !

যদি ভোরের শিশির একটি কবিতাও আঁকে ,
যদি একটি কবিতাও জন্ম নেয় নদীর বাঁকে
তবুও জানবো কবি তুমি আছো বাংলায়
আমরা আছি বটগাছের সেই ছায়ায়!

যদি আকাশের সব তারা থেকে
একটি তারাও কবিতা হয়ে ঝরে পড়ে
পৃথিবীর বুকে ,
তবুও জানবো কবি তুমি আছো
আমাদেরই দিকে।

অপেক্ষা

চন্দনকৃষ্ণ পাল

তোমার এই ছিদ্র খোঁজার স্বভাব দেখে
বিচলিত হতে আমার ইচ্ছে করে না তো।

নিঃশব্দ নরকের কাছে চলে এসে বুঝে গেছি
ফেরার পথ নেই,বন্ধ হয়ে গেছে সিংহদ্বার
খিড়কি পথেও আজ প্রবল পাহারা।

কী যে কুক্ষণে এই স্থলভূমে রেখেছি দু'পা
চারপাশে নোনা জল হা করে গিলে খায়
স্বাদু মাটি আর যতো সব সবুজ চত্বর।

ভাঙনের শব্দ শুনে দুচোখের পাতায় আর ঘুম নেই
খোলা আকাশের বুকে তারাদের নিষ্পাপ চেহারায়
কোন উদ্বেগ নেই
নিজেকে শান্ত রেখে চোখ বুজতে গেলেই দেখি
বিভীষিকা মানে তুমি!

ভেসে যাবার অপেক্ষায় কাটে বর্ণহীন দিন।

র্যাভেনউড ম্যানরে একদিন

এইচ বি রিতা

জরাজীর্ণ হয়ে পড়ে থাকা ভিক্টোরিয়ান যুগের প্রাসাদ র্যাভেনউড ম্যানরের সামনে দাঁড়িয়ে আছি। প্রাসাদের আশেপাশের মাঠগুলিঅতিবৃদ্ধ, পেঁচানো গাছ এবং ঘন কুয়াশায় আবৃত্ত। টিপটিপ পায়ে প্রাসাদের ভেতর ঢুকতেই বিবর্ণ ওয়ালপেপার দিয়ে সজ্জিতপ্রাসাদের দেয়ালগুলি চোখে পড়লো। ছাদ থেকে জাল ঝুলছে, মনে হচ্ছে বছরের পর বছর তারা অবহেলায় পড়ে আছে। ঘরগুলোধুলোর চাদরে ঢাকা, প্রাচীন আসবাবপত্রে ভরে গেছে যেন সময় নিজেই ঘরের দেয়ালের মধ্যে জমাট বেঁধেছে। অস্পষ্টভাবেআলোকিত ঝাড়বাতিগুলো ঝিকিমিকি করে ছায়া ফেলছে মেঝেতে। আমার অস্বস্তি বাড়তে শুরু করেছে।

হঠাৎ একটি বিশৃঙ্খল এবং অস্থির শব্দের ক্যাকোফোনি শুনতে পাচ্ছি। শব্দেরা যেন একে অপরের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে লিপ্ত হচ্ছে।শব্দগুলির উচ্চ-পিচের চিৎকার কান ঝাঁঝরা করে দিচ্ছে। একাধিক কণ্ঠস্বর ভয়ঙ্কর ও অসংলগ্ন মনে হচ্ছে। এ যেন কানের উপরসংবেদনশীল একটি আক্রমণ যা আমার শ্রবনশক্তিকে ধ্বংস করতে মরিয়া হয়ে উঠেছে।

আমার শরীরে এখন কাঁপুনি শুরু হয়েছে।

খালি করিডোরের মধ্যে কিছু একটা প্রতিধ্বনিত হচ্ছে, একটি অজানা শব্দ। দরজা-জানালাগুলি রহস্যজনকভাবে খুলছে আবারবন্ধ হচ্ছে। ফিসফিস করে কার ধ্বনি শুনতে পাচ্ছি? কোথা থেকে আসছে দুর্বোধ্য কথাগুলো? কেমন যেন একটা ভূতুরে পরিবেশতৈরি হচ্ছে। হঠাৎ বাতাস যেন বাইরে চিৎকার করতে শুরু করলো। সাথে পেঁচার চিৎকার একটি ভয়ঙ্কর সুর তৈরি করছে। লক্ষ্যকরছি ওয়ালপেপারের মধ্যে গাঢ় দাগ, যেন দেয়ালগুলিকে রক্তপাত করছে। আয়নাগুলিতে ভয়ংকর বিকৃত কিছু চিত্র দৃশ্যমানহচ্ছে, যেন আমার দৃষ্টিসীমার বাইরে লুকিয়ে থাকা অদ্ভুত কিছু জেগে উঠতে শুরু করেছে।

উত্তেজিত আত্মারা এখন লবিতে ঘুরপাক খাচ্ছে, তারা যেন তাদের মর্মান্তিক গল্পগুলি আমাকে জানাতে চাচ্ছে। আমি লুকানোরচেষ্টা করছি। কিন্তু কোনো গোপন কক্ষ খুঁজে পাচ্ছি না। বের হতে চাচ্ছি, কিন্তু দরজাগুলো সব বন্ধ হয়ে যাচ্ছে একে একে। এমনভূতুড়ে প্রাসাদের মধ্যে আমি কী করে এলাম?

ভয় আমাকে পেয়ে বসেছে। প্রাসাদের প্রতিটি শব্দ প্রসারিত হচ্ছে. প্রতিটি ছায়া দীর্ঘায়িত হচ্ছে। হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন স্পষ্ট হয়েওঠছে। শ্বাস প্রশ্বাস দ্রুত এবং গভীর হচ্ছে। শরীরের পেশীগুলো যেন কুণ্ডলী পাকিয়ে ভয়ের একটি অপ্রতিরোধ্য অনুভূতি জানানদিচ্ছে। এবার সত্যিই শরীরে ঘাম ঝরতে শুরু করেছে।

আমি চিৎকার করে ডাকছি, মা! মা!

কিন্তু কোনো সাড়া পেলাম না।

হঠাৎ ঘাড়ের পিছনে চুলের কাছাকাছি কারো শ্বাস টের পেলাম। মনে হলো নাক দিয়ে কেউ আমার চুলের ঘ্রাণ নিচ্ছে। দ্রুত ঘাড়ঘুরাতেই, নিজের ছায়া ছাড়া আর কিছু দেখতে পেলাম না।

প্রাসাদের ভেতর কিছু অস্পষ্ট ঝাড়বাতি ছাড়া সূর্য, আলো বা অন্য কোনো আলোকিত বস্তু নেই। তবে ছায়া কোথা থেকে এলো?

দেয়ালের বুকে ধরে রাখা আয়নাটির দিকে ফিরে তাকালাম। নজরে পড়লো, ঝুলন্ত আয়নার বস্তুটি, নিজের একটি নিখুঁতপ্রতিফলন। ডিম্পল, ঠোঁট, সরু নাক এবং ক্লান্ত চোখ দুটো দেখতে পেলাম। গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে ভেঙে আছে বুকের পাঁজর, টাইটেনিয়াম যন্ত্রটি ধরে রেখেছে ফ্লেইল চেষ্টা। মনে হচ্ছে যেন আয়নাটি আমার ভেতরের লুকানো সব গোপন তথ্যগুলোসঠিকভাবে অনুলিপি করছে এবং সেগুলি আমার চোখের সামনে এই প্রথমবার সংযুক্ত করার চেষ্টা করছে।

তারপর আয়নার প্রতিচ্ছবিটি আমার দিকে তাকিয়ে হাসতে লাগলো। আমি হিম হয়ে গেলাম কিছুক্ষণের জন্য। ভয় আরসন্দেহের ক্ষুদ্রতম অনুভূতি আমার মনের শক্তিকে দখল করে নিতে চাচ্ছিল, আয়নার প্রতিচ্ছবি আমার মস্তিষ্ককে প্লাবিতকরছিল।

পরমুহূর্তেই ভেতরের এক অজানা অচেনা শক্তি আমাকে জানান দিলো, ভয় পেলে চলবে না! আয়নার প্রতিচ্ছবির বিরুদ্ধে রুখেদাঁড়াতে হবে। এ কেবল এক বিভ্রম যা দৃশ্যমান নয়।

সকল ভয় পদতলিত করে আমি আয়নার দিকে এগুলাম। সেই অদ্ভুত হাস্যোজ্জ্বল মুখের কাছে ধীরে ধীরে পৌঁছাতে থাকতাম।শরীর কেঁরে কেঁপে অসাড় হচ্ছিল। তবু আয়নার কাছাকাছি পৌঁছুলাম। মধ্যমা আঙুলে আয়নাটি ছুঁয়ে দিলাম। আমার শরীরতখন কাঁপছিল। মনে মনে বিড়বিড় করতে থাকলাম, না! এটা সত্য না! সত্য না!

-ইরা! ইরা! মা কী হয়েছে? এই যে আমি এই যে আমি!

চোখ খুলতেই দেখি মা আমার হাত ধরে ঝাঁকুনি দিচ্ছেন আর চিৎকার করে ডাকছেন।

-কিছু হয়নি মা। আমি ঠিক আছি।

-আবারো সেই দুঃস্বপ্ন? ভুলে যাও মা। এসব মনে রাখতে নেই।

-আচ্ছা মা। ভুলে যাবো। তুমি এখন ঘুমাও। আমিও ঘুমাবো।

জানি, মা আজ রাতে আর তার কক্ষে ফিরবেন না। তিনি বালিশ নিয়ে আমার পাশে শুয়ে পড়েছেন। গায়ে কাঁথা টেনে আমিওঘুমাতে চেষ্টা করছি। কিন্তু আমার শরীর তখনো কাঁপছে। ঘাম ঝরছে।

মনের গহীনে এক ভূতুড়ে ঝড় বয়ে যায় প্রায়শই যেখানে অতীতের বেদনা আর যন্ত্রণার প্রতিধ্বনি জমা হয় ক্ষণে ক্ষণে।ট্রমার সেইভঙ্গুর আত্মা, পিষ্ট করে যায় আমার দিনের আলো, রাতের আঁধার। রাতের নিস্তব্ধতায় স্মৃতিরা জেগে ওঠে ভূতুম পেঁচার মতো।ফ্ল্যাশব্যাকে হামাগুড়ি দেয় নিষ্ঠুর রাক্ষস। আতঙ্ক চিরস্থায়ী মেহমানের মতো উপস্থিত হয়, বোধশক্তি ম্লান হয়ে যায়। এ একভেতরের জটিল লড়াই যেখানে যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত হয় আত্মা, আহত হয় আমার শক্তি। ভয় আঁকড়ে ধরে হৃৎপিণ্ড, স্পন্দন হারিয়েউদ্বেগের ফিসফিসে শ্বাসরুদ্ধ হয় আমার চেতন। মনের গোলকধাঁধায় আটকা পড়ে যাই প্রায়শই। আর তখন পৃথিবী হয়ে ওঠেপ্রতিকূল, একটি বিপজ্জনক জায়গা। প্রতিটি শব্দ, দৃষ্টি, গতিকে ত্বরান্বিত করে।

ঘুমের মাঝে দুঃস্বপ্ন আমাকে আক্রমণ করে যখন তখন, বিশ্রাম থেকে আমাকে টেনে হিঁচড়ে জাগ্রত করে দেয়। আমি ভুলে যাই, আমি কে ছিলাম, আজ আমি কে!

আর এই অন্ধকারের মাঝেই আলোর ঝিলিক হয়ে লড়াই করার সাহস জোগাতে, মা আমার পাশে বালিশ নিয়ে ঘুমিয়ে পড়েনপ্রতিটা দুঃস্বপ্নের রাতে।

MUNA
CONVENTION
AUGUST 18-20, 2023
MUNA
CONVENTION
2023
Quran
Guidance for Humanity
PENNSYLVANIA CONVENTION CENTER
1101 Arch St, Philadelphia, PA 19107 (North Broad St. Entrance)
SPEAKERS
IMAM OMAR SULEIMAN
IMAM SUHAIB WEBB
HARUN O RASHID
SHEIKH ABDUL NASIR JANGDA
IMAM SULEIMAN HANI
MUFTI HUSSSAIN KAMANI
ABDELRAHMAN MURPHY
DR. ALTAF HUSAIN
MAWLANA LUTFUR RAHMAN
USTADH WAHAJ TARIN
DR ABDUS SALAM AZADI
MUHADDES MAHMUDUL HASSAN
UST. TAIMIYYAH ZUBAIR
DUNIA SHUAIB
FOR REGISTRATION & BOOKING BAZAAR
WWW.MUNACONVENTION.COM
SPECIAL OFFER
20% OFF
If Registered By
JULY 31ST, 2023
CONVENTION HIGHLIGHTS
Separate Youth Conferences
Children's Learn & fun
Lecture Series
Sister's Programs
Young Sisters Programs
Health Clinic
Halal Food Court
Cultural Events
Matrimonial Services
Parallel Sessions
Bazaar & Expo
Entertainment
MUSLIM UMMAH OF NORTH AMERICA (MUNA)
www.muslimummah.org
718-277-7900
munaconv@gmail.com

পাহাড় কাটা

নালা নর্দমা বন্ধ করে নগরে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি

বৃক্ষ নিধন

নদী ভরাট ও জোরদখল

পরিবেশ প্রকৃতির ঘাতকরা গণহত্যাকারী, অমানুষ

এই হায়নাদের প্রতিরোধের কোনো বিকল্প নেই

এজন্য চাই রাষ্ট্র, সরকার ও জনতার ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ

এদের ভয়াল নিষ্ঠুরতা থেকে দেশ জাতিকে নিরাপদ করার শাসন জরুরি

ড. আবু জাফর মাহমুদ
গ্লোবাল পিস অ্যামব্যাসেডর

Dr. Abu Zafar Mahmood
Global Peace Ambassador
CEO & President,
Bangla CDPAP Services Inc. & Alegra Home Care Inc.
Abu Zafar Mahmood Foudation.
Joy Bangladesh Inc.
People United for Progress

ALEGRA HOME CARE INC.
Care With Love Is Humanity

CDPAP SERVICES
www.banglacdpap.com
888-212-3237
info@banglacdpap.com

PEOPLE UNITED FOR PROGRESS
POLITICAL RIGHTS FOR ETHNIC COMMUNITIES

Abu Zafar Mahmood Foundation

জয়বাংলাদেশ
JOY BANGLADESH INC.

প্রথম আলো

অর্জন

Prothom Alo North America
27 July 2023, Thursday, Issue 331
২৭ জুলাই ২০২৩, ১২ শ্রাবণ ১৪৩০, ৯ মহররম ১৪৪৫, বৃহস্পতিবার

মেয়রের অপ-এড

সিটিকে নিরাপদ রাখতে নতুন নেতৃত্ব

এইচ বি রিতা

এরিক অ্যাডামস

নিউইয়র্ক সিটিকে নিরাপদ রাখতে নতুন নেতৃত্বের কথা জানিয়েছেন সিটি মেয়র এরিক অ্যাডামস। ২৪ জুলাই সোমবার কমিউনিটি অপ-এড এ মেয়র এরিক অ্যাডামস্ লিখেছেন, নিউ ইয়র্কের মেয়র হিসাবে আমি জানি আমাদের শহরের জনসাধারণের নিরাপত্তা কতটা গুরুত্বপূর্ণ। এটি অর্জনের জন্য সঠিক নেতৃত্ব কতটা দরকার। তিনি বলেন, গত ১৮ মাসে আমাদের প্রশাসন

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ৩

আলবেনি মাতিয়ে গেলেন জায়েদ-প্রতিক-বিপাশা

নিউইয়র্ক

ইমা এলিস

নাচ গান আর অভিনয় দিয়ে নিউ ইয়র্কের আলবেনি শহর মাতিয়ে গেলেন জায়েদ খান, প্রতিক হাসান ও পিয়া বিপাশা। যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্ক অঙ্গরাজ্যের স্থানীয় কয়কজন বাংলাদেশির ব্যক্তিগত উদ্যোগে 'বাংলা সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা' নামে এক অনুষ্ঠানে নাচ আর গান গেয়ে দর্শকদের

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ১

দুর্বৃত্তের হামলায় আরেক বাংলাদেশি নিহত

উত্তর আমেরিকা অফিস

আবারও দুর্বৃত্তের হামলায় আমেরিকায় একজন বাংলাদেশি প্রাণ হারিয়েছেন।অ্যারিজোনা অঙ্গরাজ্যে ২৩ জুলাই রোববার মোহাম্মদ আবুল হাশিম (৪২) নামের এক বাংলাদেশি ব্যবসায়ী গুলিতে নিহত হয়েছেন। ফিনিক্স শহরের পাশে কাসা গ্রান্ডে এলাকায় এ ঘটনা ঘটেছে। নিহত আবুল হাশিম কুমিল্লার বুড়িচং উপজেলায় বাকশিমুল ইউনিয়নের কালিকাপুর গ্রামের জুলফিকার আহমেদের ছেলে। তিনি দীর্ঘ ১৮ বছর ধরে যুক্তরাষ্ট্রে ব্যবসা করতেন। গত পাঁচ দিনের ব্যবধানে যুক্তরাষ্ট্রে দুর্বৃত্তের গুলিতে দুই বাংলাদেশি

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ৩

পুরস্কার নিচ্ছেন তানহা শেখ

তানহার হাতে সাসটেইনেবল ফ্যাশন ডিজাইনার অব দ্যা ইয়ার পুরস্কার

বিশেষ প্রতিনিধি

তানহা শেখ একজন তরুন ফ্যাশন ডিজাইনার। বাংলাদেশের ফ্যাশন ডিজাইনারদের নিয়ে গঠিত অলাভজনক প্রতিষ্ঠান ফ্যাশন ডিজাইন কাউন্সিল অব বাংলাদেশের সদস্য তিনি। বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী শিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করা এবং জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক মহলে বাংলাদেশের ফ্যাশন তুলে ধরতে প্রতিষ্ঠা করেন নিজস্ব ফ্যাশন ব্র্যান্ড তান।

শিল্প সংস্কৃতিতে সমৃদ্ধ এমন একটি পরিবেশে বড় হওয়া তান শেখ কাজের

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ৩

ইভেন্ট ডিরেক্টর অব দ্যা ইয়ার সম্মাননা পেলেন ফাহিম ফয়সাল

উত্তর আমেরিকা অফিস

ইভেন্ট ডিরেক্টর অব দ্যা ইয়ার সম্মাননা পেলেন সেরা ডিজিটাল ৩৬০'র ক্রিয়েটিভ ডিরেক্টর ফাহিম ফয়সাল। ইম্পসিবল কালেকশন অব ফ্যাশন, খ্যতনামা ফ্যাশন ডিজাইনার মাহিন খানের একক পোশাক নিয়ে ম্যাজেস্টিক সিল্কস অব বাংলাদেশ এবং ডিজিটাল

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ৫

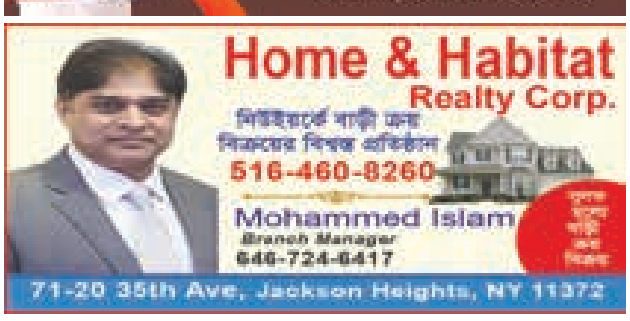

সম্পাদক: ইব্রাহীম চৌধুরী কর্তৃক মুদ্রিত ও পরিবেশিত: ৩৭-১৮, ৭৩ স্ট্রিট, সুট # ২০২ জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক ১১৩৭২, **ফোন:** ৭১৮- ৩০৮ - ৫০২০, **ই-মেইল: নিউজ:** news@prothomalony.com, **বিজ্ঞাপন:** cm@prothomalony.com